

କିରୀଟୀ ନାଟକ

କ
୫୫୯

ଶ୍ରୀ ବିହାରୀଲାଲ ସେନାପାଲ

ଏ କବିପଣ ନାଟୋଂସାହି । ନବ ଜୀବନର ଉଦୟ ପରେ

ନାଟ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏହି ନାଟରେ

新刊

মোহবিহীন ব্যক্তির গর্বে স্বভাবের অনুপূর্ণ শোভা, সমর্থন, সহায়তা, অশঙ্ক, স্বল্পব্যক্তির ক্ষমতাঃ গিরিশূন্য উন্নতির বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। যিনি সর্বদা
গম্য বিলম্বী উদ্ভাস স্পর্শ প্রদান করেন, যেকোনো হস্তকর, মহাদেশ ব্যক্তির এত
নারী দেখনী সফলতায় ভরপুর, সন্তোষ নাই। জানি—সে সকলই জানি—
সমস্তই পার্থক্য ও বিশেষত্বই জানি, কিন্তু তথাপি যখন, এমন কোন
ব্যক্তি সাক্ষাৎ না বলিতে পারি না। মহোদয় ইচ্ছা বিরোধে বাইক, মনোবৃত্তি
স্বাভাবিক হইয়া প্রসঙ্গী ধারণ করিতে সাহসী হইয়াছে, ইচ্ছা বিরোধে
এই সম্পূর্ণ করিয়া মুক্তি ও করিয়াছি। এবং সেইজন্যই জাতির
আমাদের এত জনা পুস্তক পাঠকের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রসঙ্গ দিচ্ছি।
জানি না আমি এরিবে কতকটা দ্রব্যী।

[illegible]

কিন্তু এই সকলের মধ্যে কোনও ব্যক্তিই জব্দ
নয়। পাঠক মহাশয়! এখানেই
কিরকান বা হুসাইন কবুল করেছেন যে, "তবুও সেই
জানি না কিভাবেই হোক"। কিন্তু এখানেও
আমনি আর কোন উল্লেখও নেই।

कविप्रकाश

1945

শ্রীশ্রী

শ্রীশ্রী

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

১৯৮০ সাল

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

शुद्ध

উদয় সিংহ	হাফুজ নগরের রাজা
রূপাবন্ধু সিংহ	উদয় সিংহের পুত্র।
অমীন্দ্র সিংহ	শাকতি নগরের রাজকন্যা
সোণালতা	শেখগজ নগরের রাজকন্যা
কামোদয়ান গিবি	উদয় সিংহের কন্যা
দীপ কুল	জাহাঙ্গীর নগরের রাজা
...	অমি হোতা
...
...
...
...

प. ३, गति. जनाभि, पवित्राक्षर, वैष्णव, २०००

59

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	ନାମାଙ୍କ ନାମାଙ୍କର ନାମାଙ୍କ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମାଙ୍କ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	ନାମାଙ୍କ ନାମାଙ୍କ ନାମାଙ୍କ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	ନାମାଙ୍କ ନାମାଙ୍କ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ	ନାମାଙ୍କ ନାମାଙ୍କ

11. 2. 5

ইରାବତী নাটক ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

স্বাধীন দেশের বন—অগ্নিশেখের দত্ত বেদির সম্মুখ

দুই ও দুইয়

১। আমি কান্দি

২।

৩। আমি

৪। আমি—তুই যে জো

৫। করে কোপ করিস

৬। কিছুই

কাত্তেম, আর এক এক কোপে কত রকম মজার
মজার নাচ দেখাতেম ।

তোমার হুকুম আমার ইতন এক দিনও ছাড়ি
করে :

মনে কবে দেখি ।

(সজ্ঞোষে) সে দিন হিসাব করে দেখেচি বেঁ,
যানি এ বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে, মোরুতো মোটাতে
বেশ পাঁচ হাজার সাতটা কেটেচি, তার মধ্যে
বড় একটা গরু রাজা বাইশ কোপে কেটেছিলেম,
ও সেটার হঠাৎ গলায় কোপ পড়েছিল বলে
শিগাগর শিগা গির মরে গাল, আর আমিও তখন
ছেলে মানুষ ছিলাম বড় মজা করতে জানতুম না ।

— গার— তোমার ওসব নাক রানী নাপু । আমরা হুড়ে
রে আনুবো আর উনি পূজোর দিন হলে মজা
আমরা শ্যালারা যেন কেউ নয়, হাজি তোরে
শুভ দেখে । — আজ তোমারই একদিন কি
(মসি দেখাইয়া) আনুবো তোরে

হু। আমি মরিনি কিম্বা, তুই ধর্ম্মাচারে লিপ্ত আমি নিয়ে
পাড়েছি, তার পর আমি বরাবর মাতার ক'রে ছলে
এনেছি; তৌকে আজ কখনই পুজোর কোন্
বসতে দেব না। আমিই আজ কাটবো। এতে
যদি তুই ক্ষোর করিস্, তৌতে আমাতে আজ বোকা
পড়া।

ক। (ছুঁ ও বুহুর প্রতি) তৌরা দাদা বা কেন ঘরে ঘবে
ক'গড়া ক'রে মরিল্। চল্ আমরা সকলে মিলিয়া ক'তার
কাছে যাই; সে আজ যারে কাটতে বলবে, সেই
আজ কাটবে।

বু। বেশ কথা বলিচি, দাদা। তাই চল্।

হু। তবে চল্।

(সবাই প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

মেঘের ? কি নবীনতা ! (চিন্তা করিয়া) বোধ করি
পঞ্চভ্রমে কোন কানন মধ্যে প্রবেশ করে থাকেন ।
(নম্রুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ—কি ভয়ানক নিবিড়
বন ! দৃষ্টিমাত্রেরই জীবনাশকা উপস্থিত হয় । এবার
শাশান ভূমির নিকটস্থ হ'লে, যে রূপ মৃত মেঘে ছর্গক
নির্গত হয়, সেই রূপ ছর্গকের আভ্রাণও পাওয়া
নাচে দেখছি । (মেঘ গর্জন ও বিদ্যৎ দেখিয়া)
উঃ—কি গভীর মেঘের গর্জন ! এবার ভয়ানক বিদ্যৎ
হতেও তো আরম্ভ হ'ল (পুনরায় চিন্তা করিয়া) রাজ-
কুমারী ঘোটকারৌহণে বিশেষ পারদর্শিনী । নতুন ইহা
অবগত থাকিয়াও এই ছর্যোগের সময় তেজ প্রত্যক্ষ
অংশালনা করা আমার কোন ক্রমেই সম্ভব হইবে না ।
একটো কি করি—কোন দিক অংশ গলনা তবুই
না হইবে কুমকান পাই ?—কিছুইত হিঁচকি
পাকি না । আমি পুনরায় অস্ত্র ফিরাইয়া তীক্ষ্ণ
অনবেষণ করি না কি ?—কর্তব্য বটে, কারণ একজন
আশকা । (অস্ত্র-

প অস্ত্রপদ

দূরে
হাঁ

এই রে প্রিয়সখি আমার নিমিত্ত এই খাটাই অপেক্ষা
করেন।

ইন্দু। বাজকুমারি! সেই নিরাশ্রয় প্রাণের মধ্যে, বলা
কিভাবে সেখানে এই খাটিকা আরও হয়েছিল জানা
সেই এক দিকই অশ্চালনের অনুভূতি দিয়ে, তা
পর আপনি গেল দিকে অশ্চালনা করেছিলেন।

ও রমণি। ইত্যং যে সময়ে আমার ভ্রাতৃ
একটি নর্বা বাবু হয়েছিল, সেই সময় আমার আর
কিছু হ'ল যে আপনি কোন্ দিক দিয়ে অশ্চালনা
করেন। আর কিছুই নির্ণয় করা যায় না।
তাই পর এই গহন রানের প্রাণের মধ্যে একটি
হৃদয় বুঝে আঁচে তান অশ্চালনা করেছেন।
কিন্তু কিছুই জানে না। প্রবন্ধে বলা হয়েছে
কিন্তু আপনার অন্তর্ভুক্ত আমার সম্মুখের প্রতিশ্রুতি
আশ্রয় হয়েছিল। এক্ষণে আপনাকে প্রাণ দিয়ে
আমার সকল উৎকর্ষা দূর হ'ল।

ইন্দু। বাজকুমারি। অরণ ককন, আমার শিবির হ'লে
বহির্গমনের সময় আপনাকে রাখার অনুরোধ করে
ছিলেম যে, আগাদের সহিত 'সেই' শিবির থাকতে
নতীপর সৈন্য সম্মিলিত হ'লে তাতে আমার মনের
বিবাহসানে এবং বাহ্যিকের এই প্রাণের নিঃ-
স্রব অরণ্য শীতল হ'লে কাজ হউন। কিন্তু তাহ
আপনি কিভাবেই ভুললেন না; এমন দেখুন যে
কেন হাতে হাতে কল গোল হওয়া গেল।

ইয়া : প্রিয়সখি! গত বিষয়ের পুনরাবলম্ব করা যাক কি
কল ? এক্ষণে ঘোটকদ্বয় অত্যন্ত রাস্তা হয়েচে। চলুন
ইহা পব বিজ্ঞান জন্য এই বৃক্ষমালে বন্ধন করে আসি।
ইন্দু : হ্যাঁ এই করা যাক, কিন্তু জরুরী ! এই চূর্ণোৎস
শিবিরে আমাদের অবস্থানস্থিতিতে সৈন্যগণ নিতান্ত
কিশূণ্য হওনের সম্ভাবনা।

ইয়া : প্রিয়সখি ! কি করা যায় বলুন ? দেখুন আমাদের
অন্তর্গত সরোচেন এবং বীরিশূর্ণ মেঘ সকলও সমস্ত
রূপে দূরীভূত হয় নাই, এসময়ে পুনরায় সেই অগ্নি
চিত ও হুগ্নি পরভূমি অতিদ্রুত করণেও তো সাহসের
প্রতিনির্ভর করা সম্ভব হয় না। এই স্থানেই কণেক
অবস্থান করা যাক, যদি আমাদের গ্রহপ্রভুক্ত চূর্ণোৎস
সমস্ত না হয়, তা হলে তা অদ্য রাত্রিতে এই
যেই অবস্থিতি করে আমাদের কণায়ের কণা ভাগ করা
হবে। এখন আসুন আগে ইহাদের বন্ধন করে আসি,
ইন্দু। তবে চলুন।

(উভয়ে প্রস্থান, ও ঘোটকদ্বয় বন্ধন করণান্তর)

পুনঃ প্রবেশ ।

ইন্দু : বাজ যারি ! আলনি যদি আমাদের সঙ্গে
পারদর্শিনী হতেন, তা হলে কি আমাদের এই নর-
শোণিত-শিত সন্ধানক অরণ্য উপস্থিত হতে দিবাব-
সার হাত ? কখনই না। দেখুন রজনী দেবী আগত
এতদূর পর্যন্ত প্রহরদৈর্ঘ্যের প্রাপ্ত হইতেন ইহা
ইয়া : প্রিয়সখি ! অগ্নি যেরূপ তিমিরাত্মক নারী জাতির

যেহা তেজ মরুপ জন্ম তৎকালকারে যানাইয়া তত্কার
নিরন্তর তেজায় কৃতকার্য হইয়াছেন। যদি, মতঃ পোহ
করপ আপনাব সায়ান্য শিষ্য হইয়ে কি তত্কারে অশা-
নোদ্যেণে সিপুণ হইতে পারি ? তবে, তা' কিস্তি
খিখোই সেও কেবল আপনায় সিপুণ হইয়া
গুণে ।

আহা ! রাজকুমারি ! অশিনার যেমন হইবে, অশিনার
সরগ, তাকা গুলিন ও তত্কারে মপুণ, ও মপুণ মপুণ
বিপদ কালেও উৎসবেদ মায় কদম পুণ্ডরীক হইয়ে
ওঠে ; পরমেস্বরের নিকট একা হইয়ে প্রার্থনা করে,
আপনি যেন পৃথিবী জরিনী হইয়ে পদমণ্ডল মায়
করেন !

হিরা : শিয়ানখি ! যদি আনন্দ প্রতি আপনায় কেহের
নাথবক্তা হা থাকে, তা হইলে আশা করি আপনায়
অশিনায় পূর্ণ হইয়ের আর কোন প্রলা থাকবে না ।

ইন্দু : রাজকুমারি ! তাহি যখন আপনায় সন্তিত, তাকায়
আপ করি, তা নই আনন্দ মপুণে নিম্ন হইয়া বিক
ঘটনাক্রমে সেই আনন্দমপুণকে অন্য চিত্তা বাবে
রন্ধন করিতে হইয়া দেখছি । অশিনায় পৃথিবী হইতে
মাতা করণের মপুণ পূর্ণেই, মরুতাকারি মপুণ
মপুণ মপুণ মপুণ হইয়া মপুণ মপুণ মপুণ
মপুণ মপুণ মপুণ (মপুণ মপুণ নির্দেশ করিয়া) তেজ
মপুণ মপুণ (উর্ধ্বে দেখাইয়া) তাহি মপুণ মপুণ
মপুণ মপুণ মপুণ মপুণ মপুণ মপুণ মপুণ মপুণ

অন্যায় বস্তুর কোন ইচ্ছা নাই। সন্তান মনে মনে
কখনও কখনও ভাবের অন্ধকার হ'তে পারেন। কখন
বা এক কালেই ত এইখানে একটি বৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ
করতে হ'বে। কিন্তু একগে সেই নরাত কাঁচা পত্র
দ্বারা যদি আক্রান্ত হ'তে হয়, তা হলে সে বিপদ
উদ্ভব হ'বে। ইহা নর উপায় কি ?

ইরশাদী : প্রিয়সখি ! আজ মহান বীরপুরুষ আমার দ্বারা
কত শত ভয়ানক সংগ্রামে জয়লাভ করেছেন। সেই
সকল কপালী ভীষণ অসি, আমার কান্নাকাতি করে কি
আমাদের প্রতি পক্ষপাত করে। কখনই না, অব-
শ্যই সাহায্য করবে।

ইরশাদী : রাজকুমারি ! আমাদের প্রতি কুলে অসি পক্ষপাত
করবে না তারই বা প্রমাণ কি ?

ইরশাদী : প্রিয়সখি ! দয়ানিধান ভগবানের কৃপাবলে ভয়ানক
করি (হস্ত দেখাইয়া) এই হস্তে, অসি এতদূর বাধ্য যে
আমার অসির নিকট অপরের অসি নিশ্চরই পরাস্ত
হ'বে।

ইরশাদী : রাজকুমারি ! আজ আমি পরম আত্মসম্মিত হচ্ছি।
জীবনের আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি বেক্ষপ আশাবীক্ষা
প্রকাশ করে। তাতে আমার অহঙ্করণে বিভ্রম
সাহস উপস্থিত হয়। (নেপাথ্য বাদ্যবানি)

ইরশাদী : (বাস্তবিক প্রবেশ করণার্থ) আশ্চর্য্যাবহ ! ইরশাদী :

প্রিয়সখি ! আমায় বন ক'রে দেখুন দেখি, এই বন অথ-
বন কি এক বন ? (ইরশাদী স্তম্ভিত হ'লে)

ক। হী তাই তো। (বাদ্যধ্বনির প্রসঙ্গ করিয়া) (পূর্বক
কিন্তু, নিম্নের পর হাবিত ভাবে) অহা! রাজ-
কুমারি! কোথাকার আছ, কোন হতভা? দেখি কখনও
নরমদিগের হস্তে পতিত হয়ে থাকেন। সার, বহু
জীবন হাজার নিমিত্ত নিষ্ঠুরগণ এই বন্যাদায়
কালে এই দিকেই আস্তে। (চিন্তা করিয়া) এক্ষণে
আমাদের আশ্রয়ের জন্য কি করাইতে বসিন। দিখি।

ইরা। প্রিয়সখি! আমরা তো অশ্রুশ্রুতে হেমজিত আছি,
উদ্যোগে প্রতিকূলে অশ্রুসর হওয়া যথেষ্ট আশ্রয়।

ক। রাজকুমারি! এই যৌবনের পায়চারি রাত্রে তাঁর
দেহ আক্রমণ বটে। পরাভব জন, আমাদের নিউতি
হুমায় হতে কারণ অশ্রুচালনা। আমরা এই মন
এতী। অরুণ্য আমাদের যে পদাঙ্গ পরিচালন হয়েছে,
তাহতে যথেষ্ট সন্তোষ প্রাপ্ত হইতে পারি। হাই
হওয়া কোন সাক্ষর হইলিগিল্ল।

ইরা। প্রিয়সখি! তবু তো এহাদেরি নিকটবর্তী হইলেই
আমাদের আশ্রয় প্রাপ্ত করিতে হবে, যদিইচ্ছা করে। হর-
শ্চন্দ্রের পুনর্জন্ম এই তই। সেই তো উৎসর্গ আমাদের
আশ্রয় করবে।

ক। রাজকুমারি! যেহেতু হরিশ্চন্দ্রের এই পুনর্জন্ম
আছে এরূপই শুনি। তারি (অশ্রু নিঃক্ষেপ পূর্বক)
দেখুন এ যে প্রকৃতি বহু বহুকের মায়। হইয়া
এই বচি আমাদের অদৃষ্ট যশস্তর হইতে। হরিশ্চন্দ্র
অন্য রাজির নয়। শুভে শ্রুতে উহার অশ্রুতে নিমিত্ত

আমরা যদি বলি, এই বিবিধ অর্থকারী রাজ্য আমাদের
আত্মদুঃখ দূর্ভাগ্যের হবেনা। আরি এতাত হ'লে
আর আমাদের এমন বিশেষ কোন আশঙ্কা থাকবে
না।

ইহা। (চিহ্ন করিয়া) প্রিয়সখি! আপনার অভিপ্রায়
আর কিম্বতেই বিরোধী বহি, কিন্তু—

ইহা। (চিহ্ন করিয়া) বলতে বলতে নীর হ'লে কেন?
আমার অনুভবিত হবে বলে কি আপনার মনের ভাব
গোপন করবেন? আপনার অভিপ্রায় অস্বাভাবিক প্রকাশ
করুন, তাতে আমি অসন্তুষ্ট হ'ব না, বরং আমার
নিমিত্ত বিক্রমকে জাগরিত করা হবে।

ইহা। (প্রিয়সখি) আপনার অনুমতি অনুসারে আমার ভাল
প্রকাশ করতে চাই। তবে, আপনাকে থাকুন। বরং
বলুন। আপনি কি অস্বাভাবিক আশঙ্কিত হ'লে
এই মত রূপ লাভ করবেন? আমি হ'লে জাতিশ্রেষ্ঠ
ইহুদীর ভাবন রক্ষায় পবিত্র বা হয়ে তরুণের মত
প্রসঙ্গকার অবলম্বন করে আমাদের ছদ্মরূপ কল-
ঙ্কিত করতে পরামর্শ দেন। তবে আর আমাদের
অস্বাভাবিক শিক্ষার ফল কি?

ইহা। (চিহ্ন করিয়া) আপনার সদৃশ পরাক্রম বীরপুরুষ-
দের হ'লে হ'লে আর আপনার যে প্রকার অসীম
সাহস দেবত পাতি, এতে যে আমার দ্বিগুণ সাহায্য
হ'বে। আর এতাত হ'লে আমাদের কল্যাণ হ'বে। আর
এই প্রকারে যে আমাদের কল্যাণ হ'বে।

হাবিত মনেই নাই। কিন্তু এই রাত্রিকালে আপনাকে
মণাবলম্বী হইতে আমার অন্তঃকরণ কল্যাণিত লাগেন কহে
না। বিবেচনা করুন যদিচ আপনি আশ্রিত হইয়াছেন
অন্তঃকরণের উৎসুক হইলেও ওখান আমায়ের ন্যায়
নয়ন। অন্তঃকরণীদিগের তুল্য শত্রু বিনাশের সহায়
নয়ন দেখা অবশ্যক। অতএব আপনাকে অন্তঃকরণের
এই সত্যের জন্য যদি বিবাহে প্রবৃত্ত হইবেন, তা হলে
কল্যাণ প্রাপ্তি আপনাকে অর্জিত করিবে। তাহলে
আমার কোন আপত্তি থাকবে না।

ইহা (চিত্ত কল্যাণ) প্রিয়সখি ! মনুষ্যের জন্ম জাত
 মনে যে অন্তর্দাহিত্বীদের জন্মকিন্ত মনে এই মন মধ্যে
 সঞ্চিত করিতে হইবে, সে কেবল মনুষ্যের অন্তর্দাহিত্ব
 আঘাত লক্ষ্যে অলঙ্ঘনীয় বস্তু, যতদূর অস্ত্র সহায়
 থাকিত এজ্জের ভাষা পবনস্বর মনের মধ্যস্থিত জন্মভাষা
 সত্য করিতে হইত না ।

ইন। রাজকুমারি : আপনি'র এত দূর ভ্রমণের প্রয়োজন
কোন মতেই উদ্ভিত হয় না, শৈবী চন্দ্রকান্ত : কখন
রাহি প্রভাত হলোই দ্বিগুণ বল প্রায় চলে।

ইহা : (কিন্তু, জড়েনা হইয়া যগত) হারা হারা : নতুন
 দেব আপনাক মৃত্যু- -উঃ নরদেহ ধারণ করে আসে
 ১২শ বৈবর জন্য নতুন দেহ পাশ বধ বরত- -কামাতক
 আসির নাহায়া থাকতে এও কি কখন সহ্য হয়
 (চিৎরা করিয়া)। কিন্তু কি কপি- -কিছুকি কেনই
 কঃ বারদার আমাতে- -চালনা বাণী তিষ্ঠেন

আমি যে তত্ত্ব শাস্ত্র সুশিক্ষিতা তাঁর জাতি পরিদ্রব
 নাই, তবে এক কারণেই বা প্রতিরুদ্ধকতাচরণ নাহে
 কেন উনিই তো আমাকে ধর্ম তত্ত্বন ব্যক্তি
 যে আমি অনুরাগের পাত্রীপাত্র নাই; বাল্যেই হউক
 আর বালিকাই হউক যে যখন সন্ত চালনা করে,
 হস্তে অনি স্বকীয় কার্যসাধনে কখনই ত্রুটি
 না (চিন্তা করিয়া) যাহা হউক, তাঁর অন্তরাত্ম
 না করে শুধু ছুঃখিত করা আমার বেশি জ্ঞানই
 উচিত হয় না। (পুনরায় নেপথ্য বাদ্য শ্রবণ
 করিয়া সমন্বিত আমি নিঃশব্দিত কার্যে ই
 পিনাচেরা প্রায় নিকট হইল দেখি। এত
 প্রত্যক্ষ! আমার এই শাপিত অস্ত্র হস্তে বাঁধা
 পাতন এমন উন্মত্ত হস্তে যে, ইহাও প্রতি
 করা আমার নিত্যন্ত ক্রেশকর বোধ হস্তে। (নি
 প্রতি) আমি ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আমি প্রিয়
 জন্মরোগ লঙ্ঘন কর হে কখনই পারিব না।
 (স্বগত) কি বিপদ! রাজকুমারীর জোখান
 কখনই যে উদীপ্ত হস্তে আরক্ত হইল দেখছি। উনি
 স্ত পূর্বক এখান হস্তে গমন করেন, এমন হে
 কিভাবেই বোধ হয় না। (চিন্তা করিয়া) বলপূর্বক
 হস্ত ধরি কখনও যে বাঙরাই করিয়া (রাজ
 কুমারীর হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণে অঙ্গুলি নির্দেশ
 পূর্বক) আনন্দবান। এমিকে মুক্তিপাত করে দেখন
 প্রকাশ বিপদ হইল। (নিঃশব্দে উঠি একদল হস্ত)

1990

যা ন প্রতীক হইবে, একজন প্রধান কবি-সাহিত্যিক
উহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাক তাহা হইলে একজন
বিদ্বানের প্রতি দৃষ্টি হইয়া যাবে।

इन्द्राः (विभिन्न) चिन्ता वस्तुतः विचारानाम् अन्तर्गतम्

(७७१३३)

ଭୂମି ମିଶ୍ର

... 1950 ...

2017-2018

[illegible]

1964

[illegible]

হানি। (যদিও কার্তিক নিঃশব্দ পূর্বক) আরও তার জোয়ান
সৈনিক যে লোক হুই হাতীকৃত্তন রাজ্যটাকে এক বেপা
কেটে কেটে - তাতে হুই কোব দোষ হয় না ?

হানি। (কোব দোষ হুইয়া) কি বলি - কুকুর শোলা -
টোর জোয়ানি, সে কো আ - গাজা, কপরে হাতী
সে যে পরসরে জনো লুকিয়ে (কাপড়িন),
হুই টেচিয়ে বলে কর্তার কা - হুলে বি :

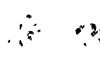
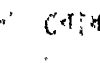
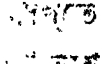
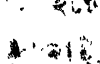
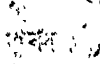
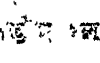
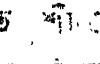
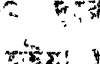
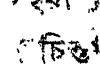
হানি। কি - হুই আমারে গাল দি - (হুই কোব দোষ
পাশাপাশ করিয়া) হুই জোরে লাতি ম -
কর বি কর :

হানি। (সজোরে হানির কেশাকর্ষণ পূর্বক) হুই কোব
লাগি - হুই আমারে লাতি মাবিস - আর, তা
হানি কোবানের কাছে নিয়ে হুই - তোর
লাতি দারা বার করে দিইগে :

হানি। (যদিও কেশাকর্ষণ পূর্বক) হুই কানারে গাল দি
টিম - তোর একটা লাতিতে কি হুই নি - হুই কো
হানি জোয়ানের কাছে ভানি করে শোষ দিইগে
উভয়ে উভয়ের কেশাকর্ষণ পূর্বক এক দিক দিয়া

পাশাপাশি

অপর দিক দিয়া রাজস্ব্য হানিওর প্রবেশ
হানি। (হুই কোব দোষ পূর্বক) কি হুই কোব
একলে পাশাপাশ করিলে বার পূর্বক হুই কোব
হানি হুই কোব হুই কোব হুই কোব হুই কোব
হানি হুই কোব হুই কোব হুই কোব হুই কোব

এই রা প্রিয়সখির চাকাতসারে এই গল্পে কামর
 প্রবেশ করে, আপনিত বিপদ গ্রস্ত হলেও গার প্রি
 সখিকে ও বিপদ গ্রস্ত করলেম । (চিত্র) (১) পীযা
 তাঁব নিকট প্রত্যাগমন কয়। এত  পীযা
 সামান্য নিদ্রিত কবিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। এত  বোধ
 করি তাহা ভঙ্গ হইলেছে। (২) ভাঙ্গা  পদ
 না পেয়ে প্রিয়সখী নীচের দিক দিয়া কতই চিত্রাঙ্কিত হইতে
 থাকিবেন) (৩) সমবাস্তে গমনে উদ্যত হইয়া  পদ
 (কিসিৎ) আগমন হইয়া উঠে দৃষ্টিপাত করিল।
 ইন্দ্র! অকস্মিক বসবসিতে যে পুন্না পুন্না কেউ মন
 মেঘাচ্ছন্ন হইতে পারিত হইতে দেখাই। অতি শীঘ্র
 হুগি হুগু  নন্দ্য  পদ
 প্রকাশ্য অগ্নিশিখা দূরী পূর্বক বাস্তব্যাদিতা হইয়া)
 এ কি ? এই স্থানে কদাচিৎ হইলে না কি ? (চিত্র)
 কামরা না- না- না- না- তো মেঘসজ্জনের গভীর এক
 জগৎ করলেম । - তা যদি হউক তাহার দিকটে গমন
 করে, এই ভয়ানক কাণ্ডের বিশেষ কারণ অনুমান
 করাই আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য । (৪)
 শিখাভিনয়ে গমন করণানন্তর ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত
 পূর্বক) এ দে দেখি কেউ কোথায় নাই, কেবল
 কেউ ভয় বোধের মধ্যে প্রকাশ্য অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত
 হইতে, - এ বাস্তব্য বাপ্পারে : অর্থ কি ? (চিত্র)
 ইন্দ্র! গদগদ বহিঃ প্রকাশ্য) অর্থাৎ হুগি হুগু হইতে পারিত
 হইতে  হইতে) নাই ইহারই এক পাশে  প্রকাশ্য

করে বৃষ্টির অবসান পর্যন্ত অপেক্ষা করি; কিন্তু ইহার
অনুসন্ধান না করে এতদিন পর্যন্ত যাওয়া হবে না।

(বলাই একপাশে অবস্থিত)

আমি জানি না কিরকমে এতদিন পর্যন্ত এই অসুস্থতার
বশত আমি কি এইরকম দুঃসহ যন্ত্রণা ভিথে-
তে পড়িতে পারি। আমি লিখিত ইতিহাসের জন্য আমি নিতান্ত
দুঃখিত হইতেছি। কিন্তু এ প্রকার অন্তর্দাহক কষ্টের
অনুভব এখনও আমার পক্ষে কখনও প্রার্থনা করি নাই।
তবে স্বীয় জন্মদাতার আমি একমাত্র গুণান, আমার
অন্য কিছুই নাই। কোন অশুভ ঘটনা হয়ে গেলে,
যদিও পাপের কারণে পাতকে পাতকী হয়ে থাকি
তা হলে এই চরিত্রের হস্তে এই রূপ স্তূতি আমার
উপযুক্ত শাস্ত। কিন্তু পিতা: সেই পাপীরাণী বিলা-
সিতা, যেন মৃত্যু ও দাপন করিবে, পিশাচের হস্তে
বিধ্বস্ত হইবে। আমি যেন সেই মর্যকোর অধিবাসী না
হইতে হয়, এই মাত্র প্রার্থনা। জগদ্বিশ্ব। তুমি আমার
বিস্ময় কেন, এই আমার অপদার্থ দেহ এতদেও এই
এতদেও পবিত্র চরণে বিলীন হইক। (দিব্য নিঃশ্বাস
স্বাভাৱিক পূর্বক ক্রন্দন) অতঃপর আমার পিতৃ চিন্তার
আমার অন্তঃকরণে দৃষ্টি, তাহার উপর এই জীবন-
কালক উপস্থিত বন্ধন যন্ত্রণা আর আমার বহা হয় না।
ভগবান! আমার স্তূতিই অংকন। আমাকে একমাত্র
পুণ্য হইতে প্রকরন, আমি এইদেওই অজ্ঞতা
করে তাহার সঙ্গল যন্ত্রণা হস্তে হস্ত হই।

দীর্ঘ : (মজোর পাতোথান পূর্বিক) সেনাপতি

সৈন্যদল এহ রা সপথে হুমকি হ হ এ. আমান খাতা
করিবার আর নিশাচ মাই :

মন্ত্রী : যে আজ্ঞা মহারাজ

প্রবিন্সের সহ লিপি ও মসলার হস্তে এক জন

কর্তব্যের আদেশ

মন্ত্রী : (লিপি দেখাইয়া) মহারাজ আপন : আজ্ঞাই
গারে এই লিপি প্রস্তুত, একজন লিপি লেখককে কহিতে
আজ্ঞা করুন : (রাজার হস্তে লিপি প্রদান)

দীর্ঘ : (লিপি গ্রহণ করিয়া) মহারাজ কহিয়া দিইয়া প্রতি
শত্রুহস্তে যেন পৌঁছে, বিশেষ লিপি : (হুতের
হস্তে লিপি প্রদান)

মন্ত্রী : (লিপি গ্রহণ করিয়া) মহারাজ : এই আজ্ঞা

প্রদান :

দীর্ঘ : (মস্তার প্রতি) মন্ত্রী : মুকামাবদ নিমিত্ত আমি
দেবতার আদেশ গ্রহণে গিয়া ফিরিব, তুমি এক্ষণে সভা
ভঙ্গ করিতে সম্মত করবর্ত পায় :

মন্ত্রী : যে আজ্ঞা মহারাজ :

(দেবতার প্রস্থান)

দ্বিতীয় গভীর

স্বাক্ষর নগর—রাজবাড়ী পু. পাদ্যান

তারিখ ১৯২২, ২৬শে পূজা হতে

ইতিমধ্যে

মহাশয় (দীর্ঘনিঃশ্বাস) পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। এই সমস্ত
কৃত্রিম সমাপনের, সমাপনের কল্পনা নাই। এই সমস্ত
যেহেতু নগর স্বাক্ষর সত্যি মনে, নিশ্চয়ই যেন
কৃত্রিম মনে পড়ে থাকে। তবে জ্ঞান, সত্য, সত্যবাদ
নিজ প্রাণের নিঃসৃত কাণ্ডকার চেষ্টা করে বেঁচে
করছে, কৃত্রিম কাণ্ডকার সহিত প্রাণাশ্রমে। নিশ্চয়
এই সমস্ত আশ্রয় মাঝে নিশ্চয় হাক, চিন্তা, স্বাধীন
কাণ্ডকার দ্বিতীয় পরিভ্রমণ হয়ে তাড়াতাড়ি
হাত উন্মত্ত হাকন, এবং অন্যান্য কৃত্রিম জীবই
আপনার স্বাধীন প্রাণাশ্রয় নিশ্চয় মনে ভাবেন
যখন করছে, কিন্তু এমনকল অবলোকন করিয়া আশ্রয়
করছেন। এতদ্বারা নিশ্চয়ই তাবৎ অবলোকন করছেন
কেন? এমত কারণে।

(স্বাক্ষর নগর)

নিম্নে উল্লেখ — আড়া।

কিছু অঙ্গাঙ্গীতা হইয়া গিয়াছে।

প্রতিষ্ঠা ওয়াং যোগে বলাগা পদ

ବିଶ୍ୱାସୀ ନାଟକ ।

তাগ্রহাদ হউক। (যশোবন্ত সিংহের নিকট উপবেশন
ও শৃঙ্গল মুক্ত করণে উদ্যত)

ହୁଅ, ବୁଝ ଓ କହୁର ମୁନା ପ୍ରାବେଶ ।

৩৬। (ছড়র প্রতি) দেখলি কে কাটবে?

দুহু কাটু তুই : আনি আবার এবারে ছুটো তিনটা নানা
দেখে রাজা ধরে আন্টি, এনে নিজেই কাটু হো, এখন
শালাকে একটাও কাটতে দেবো না। ইয়াবতীকে
ইয়াবতীকে শালা দুল কবিতো দেবো। ইয়াবতী
এরে দেখ ২ কে একটা মেয়ে শালুস তরে আনি দে
পুজোর শৈকল খুলচে।

ହୁ । ତାହିତ !

১০০। ইতিহাসের প্রতি) এই দুই কে

ইব্রা : আমি তোদের যম ।

ହୁଅ ! କି ବାଣୀ ! (ଜଗବେଦ)

ইয়া। (স্বপ্ন) বড় দূর বন্ধন, দুঃখ না তাহিলে মুক্ত
করা যাবে না দেখি। আবার অগ্নি নিখাও নিকর
হল, ভাল রূপ দেখাও যাবে না। (সংস্কারে)
গতোখান করিয়া রাজকুমার যশোবন্ত নিখার
দুঃখ। আবার বিলম্ব করা উচিত হয় না। তত
না, প্রকৃতিতে অসি দেখাউন। যমি কোথা
কাটিয়ে।

বহু। (চরু পোড়িত প্রভি) গুণে ইঁক দেহো, গরু কাটা
বান কাকি

সিদ্ধান্ত (কোড: ১০০০) - ১০০০ ০০০০

কর্তব্যের প্রকাশ।

সহ। কি হয়েছিল ?

হুহু। (রাজকুমারীকে অঙ্গুলীর দ্বারা নির্দেশ করিয়া) এখানে দেখ না।

হুহু। (রাজকুমারীকে দেখিয়া হুহুর প্রতি) দেখবে আবার কি - তাপে ভরে ধপেই শিগুগির শিগুগির গিয়ে, কাল্।

হুহু। (অর্জন পূর্বক) কি বলি, পাণ্ডা পিঁচি ! (অগ্রসর হইয়া আসি দেখইয়া) আর, আবার এই অসিত্তে আজ তোদের পিঁচি মেহ হ'তে মুক্ত করি।

সহ। (সদ্যন্তে) হুহু দেবি কবিসনে, এগো আর নয় না, এক ভোপেই ওটাকে পুজো করে ফা।

(হুহুর সহিত রাজকুমারী ইয়াবতীর সোহর যুগ।)

হুহুর পতন হুহু।)

সহ। (হুহুর পতন দেখিয়া হুহুর প্রতি) দাঁড়িয়ে না করে দেখুচিস কি ? তোরাও এগো।

(বুহু ও কহু অগ্রসর হইয়া) হুহুর ইয়াবতীর সহিত হুহু ও হুহুর পতন ; কহু ও হুহুর পলায়ন।)

ইয়াব। (ইত্যন্তঃ দৃষ্টিপাক করিয়া কহু ও সহুর পশ্চাদ্ধাবিনী হইতে উদ্যত হইয়া) হুহুয়া চলালেনা কোথায় পলায়ন করবি। আজ তোদের আর রক্ষা নাই, জলে হউক, স্থলে হউক যেখানে হউক না কেন, যে স্থানে পলায়ন করবি সেই স্থানে গিয়ে তোদের প্রাণ বধ করে এই গল্প কবিসনের সাক্ষি হুহু।

করব, এই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এই বোনের
পশ্চাদ্দামিনী হলেম।

(এক দিক্ দিয়া প্রতান)

অপর দিক্ দিয়া বনপুষ্পের মালা চুষ্তে বসি

কনির পুনঃ প্রবেশ।

কনি। (ভূমে পতিত মৃত কছ ও বুড়ুর শিকড়ে গাইরা
নতশিরে মৃত দেহদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক) ওহে
দেখ! দেখ! এ যে আমাদের বোনের বের কে
একবারে পূজো করে ফেলেচে।

কনি। (অগ্রসর হইয়া দুহর গার আন্দোলন ও ক্রন্দন
পূর্বক) ভগ্না। কি জোর করেই বোম্ব ফেলেচে,
এক বোম্বেই পূজো করে ফেলেচে। (দাবান্দ
মুখাবলোকন ও ক্রন্দন।)

চুটু-হীন বগু ও আলুলারিত কেশে রাজকুমারী ইরবতী

পুনঃ প্রবেশ।

কনি। (রাজকুমারীর ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া বনিত্রস্তাতি)
ওরে! ওহে তো সেই আশুগ দেব! এমাসে দি. জা
কম হলেচে বলে রাগ করে আশুগ থেকে বেরিয়ে
এসেচে, জোরানদেব তো পূজো করে খেয়েচে, আপন
আমাদের ধ'রে পূজো করে খাব বলে বেড়াচ্ছে। চল
পালাই।

কনি। (ঠিক কথা বলিচিস্, চল্ চল্ রাজ-বাড়ীতে গিয়ে
খবর দিইগে।

(এক দিক দিয়া 'নব ও অন্ধার দিক দিয়া ফনির পলায়ন')

ফনির কোণাকর্ষণ পূর্বক কুমারী ইন্দুমতী। ওবেশ।

ইন্দু। (ফনির প্রতি) ওরে পাপীরসি! পিশাচি! ভ্রাহত-
কারিণি! রাজকুমারীকে বধ করে কোণায় লাভ
করবি? এই তোয় মৃত্যু ছেদন কর্লেম। (ফনির
গলায় অসি প্রহার, ফনির পতন ও মৃত্যু)

ইন্দু। (রাজকুমারীকে দর্শন করিয়া দোঃপ্রকৃতির চিত্তে)
এই যে রাজকুমারী এইখানেই সঙ্কন্দে আছেন। আ-
বাঁচলেম—আমার মৃত দেহে জীবন প্রাপ্ত হলেম।
(রাজকুমারীর প্রতি) রাজকুমারি! আমার অস্তিত্ব
সাথে কি আপনার এই কাজ?

ইন্দু। প্রিয়সখি! নিঃশঙ্ক চিত্তে আনন্দোদয় করুন।। হৃদয়ে
পবিত্র মৃত দেহ দেখাইয়া, আমি এই দুঃখসাগরে বধ
করে (শোভন্ত সিংহে) প্রতি অঙ্গুরি (দিশ
পূর্বক) এই যুবকে প্রাণ বন্ধা করেছি।

ইন্দু। (আশ্চর্য্যম্বিতা হইয়া) উঃ রাজকুমারিঃ! আপনার
কি অদ্বিতীয় পিক্রম, নিরাপদে এই সকল বিকটাকা-
শত্রু বধ করে এই দুঃপাষের প্রাণ রক্ষা করেছেন?
বন্য আপনার অস্ত্র-ধারণ।

ইন্দু। প্রিয়সখি! আপনি যত্নে মধ্য বিস্থান করুন, আমি
দেয় অশিক্ষিত অসির নিবৃত্তি কখন কোন পশুবৎ
ব্যক্তির অসি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু
একগুণে এই যুব পুরুষের মরণ। আজ দর্শন করা যায়

না, কি করি, অত্যন্ত দৃঢ় শৃঙ্খলে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত
করেছে ; সহসা মুক্ত করতে পারি না ।

ইন্দু : রাজকুমারি ! দেখুন রজনী প্রভাত হইবে, শরৎ
বন্দ্যকার নাই, এক্ষণে বন্ধনের এমন কোন নির্দিষ্ট সময়
আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে নাহা! অবলম্বন ব্যতীত শরৎ
ই হার বন্ধন মুক্ত করা যাবে ; আসুন সেই চেষ্টা করি
যাক । (উভয়ে যশোবন্ত সিংহের ঘিরটে উপবেশন
কর বন্ধন মুক্তকরনোদ্যম)

ইন্দু : (যশোবন্ত সিংহকে অত্যন্ত দেখিয়া সম্বোধন)
প্রিয়সখি ! এঁকি ! এঁকি ! ইঁহাকে যে হতপ্রাণ বোধ
হচ্ছে ! তাকে কি আমাদের অগোচরে বনসমাজ এর
নিকট দৃঢ় প্রেরণ করেছিলাম ? আহা ! আমার
সম্মুখে দৃঢ় এলেক কখনই এ যুগ পুরুষের কীমন অসা-
হবণ করতে দিতে না ।

ইন্দু : (যশোবন্ত সিংহর শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া) রাজ-
কুমারি ! কেন অস্বস্তি ভ্রম করছেন ; এই যে এর
নিশ্চয় প্রমাণ হচ্ছে, এক্ষণে কণেক প্রেরণ করা
যাক আহন—বোধ করি এই দুসেহ প্রেরণ ও
তত্ত্বাবধান শরীর স্পন্দহীন হওয়াতে গর্ভিত
হয়েছেন ।

যশো : (মুচ্ছারী ভাবে রাজকুমারীদিগকে ডাকি, পরে উভয়
বিশ্রাম করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বিস্তার্য প্রকৃত) জীবন-
প্রাণি ! এই হতভাগ্য কাহার হয়ে জীবন লাভ ক'
কি জীবনের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা পাশে আসুক হ'ল

ইন্দু। মহাশয়! হউন আপনাব যে কষ্ট হচ্ছে দেখছি
একনে ভাল প্য পরিচয়ের সময় নয়, আগে সম্যক
জান হউন।

এজন সৈন্যের প্রবেশ।

সৈন্য। (অনতিদূরে রাজকুমারীদিগকে দর্শন করিয়া)
দার্বনিশাদ পরিহ্যাগ করত স্বগতঃ) বাঁচলেন! বাঁচলেন!
রাত্রির পরিশ্রম এতফণে ফল হ'ল। (রাণার কান)
দিগের নিকটবর্তী হইয়া) কন্যোক্তঃ রাজকুমারী
কল্যাণ সমস্ত কার্য হ'লে আমায় লেই আদেশ
নাদের অশ্রমে ভ্রমণ করছি। কিন্তু আমায়
শুভদৃষ্টি বশতঃ অনতিদূরে যেই দুটীকে আশঙ্ক
দেখে বনের দাখ্য প্রবেশ করে, আপনাদিগের দর্শন
লাভ করিয়া।

ইরা। দেখ! একনে তো আমাদের সহিত মাগধ হ'ল,
তোমার আর চিন্তার প্রয়োজন করে না। আমি
অবশ্য হয়ে, যেখানে ঘোটকদ্বয় আবদ্ধ তাই
সেই স্থানে আমাদের নিমিত্ত একনেক অপেক্ষা কর
যে। এই ইহাজ্ঞা কিম্বা জ্ঞান হইলেই আমরা অতি
শীঘ্র প্রাণ হতে গমন করিব।

সৈন্য। (স্বগতঃ) (সাইতে অগস্ত্য হইয়া স্বগতঃ) এই
জনশূন্য অরণ্য মধ্যে কোথা হ'লে এ খুদা পুরান এনে
উপস্থিত হইছেন, তাই দুটী তিনটী কন্যাকার মত
দেখতে পড়িতে পারেন। (দেখি, কেনই বা রাজকুমারীর
চন্দ্র ওজস্ব করছেন? (চিহ্না করিয়া) যাই হউক

এখন যাই রাজকুমারী বাহা অনুমতি কলোন তাই করিগে, পরে অবশ্যই ইহার বৃত্তান্ত অবগত হ'তে পারব ।

ইরা । প্রিয়সখি ! এঁকে শিবিরে ধরে গিয়ে শুক্রবা না কল্যে স্বস্থ হওনের এখানে আর কোন উপায় দেখছি না ।

ইন্দু । রাজকুমারী ! সেই উত্তম পরামর্শ : (মৌশাবস্ত সিংহের প্রতি) মহাশয় ! এই অরণ্য মধ্যে আপনাকে স্থস্থ করণের সকল উপকরণের অভাব আর আপনিক অত্যন্ত ক্লেশ হয়েছেন, বলতে ভরসা হয় না কিছু দূরত্বদূরে আমাদের শিবির স্থাপিত আছে তুমি শুধু এই পূর্বক কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করেন তা হ'লে আমরা কৃতার্থ হই ।

মোশা । (চিন্তা করিয়া) আপনারা যে হেতুভাণ্ডার প্রতি যে অলৌকিক কৃপা বিতরণ করেছেন, তাহে আমি সম্পূর্ণ স্থস্থ ও সবল হয়েছি, এক্ষণে আমার ভক্ততা জন্য উত্তম হাবেন না, আর আপনাদের সম্মতিবাহানে গমনেও আমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না ।

ইন্দু । তবে গায়েগান করুন ।

মোশা । হাঁ—তবে চলুন ।

(গুলনের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

কাছোজনগর—রাজসভা ।

রাজা শীর্ষকুশ ও সন্ত্রী আশীন, দুই ও প্রতিহাসী ব্যক্তিগণ ।
দীপ । (রাগাক হইয়া দূতের প্রতি) ওহা যে তাঁহার অধি-
কার মধ্যে শিবির স্থাপন করিতে অধিদেবের পক্ষের
বিরোধী হইবে ভয়ানক দৃষ্টান্তের আরম্ভ করিলে ।
সংবাদ প্রত্যাগত কি জানা দেওয়া হয় নি ।

দূত । (করতাল পূর্বক) মহারাজ ! কল্যাণের এক
প্রহরকাল মাত্র তালাদ্র তীরে শিবির স্থাপন করিয়া
অল্পকাল মধ্যে মধ্যে আবেশ করে, অধিদেবের পূজক-
দের বধ করিয়া দেবের হৃদয় হানি করেছে ; এই দণ্ডে
এক জন দূতের স্ত্রী এসে আশাকে এসংবাদ নিবেদন
করিতেই মহারাজের গোষ্ঠের জন্য আশি এই উপস্থিত
হইল, বিলম্ব তো হয় নাই ।

দীপ । জনের পূজকদের মধ্যে কি এক জন ও জীবিত নাই ।
দূত । মহারাজ ! আশাকে যে এসে গেল ঘটনার সংবাদ
দিয়েছে, সেই স্ত্রীলোকটি ভিন্ন আর কেহই জীবিত
নাই ।

দীর্ঘ। তবে কি অগ্নিদেবের বেদি এক্ষণে অরক্ষিত ?

দুত। মহারাজ ! এই বশকঃ —

দীর্ঘ। শীঘ্র সোনাপতিকে সংবাদ দাও।

দুত। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য।

(প্রস্থান)

দীর্ঘ। (মহীর প্রতি) কি ! তাদের এত দূর পলায়, তারা কি জানে না যে, আমার রাজ্য সমস্ত পৃথিবী বসতিস্থ স্বরূপ। আমার নাম প্রবণে মহামাতা ও কপিতা হন; তারা কি মনে করেছে কতিপয় প্রহরক নরক্যাকে বধ করে এতদূর কুতলা করে দেবে, এখন পর্যন্ত পলায়ন না করে, নাহক করে শিথিল স্থাপন করে রয়েছে। আমার অগ্নিদেবের পুণ্যের হানি কবোচে—এখনি তার বিশেষ শাস্তি নিমিত্ত লঙ্কায় যাব।

দুত মহাভারতের প্রবেশ

দুত। (হস্তাঙ্কশিষ্টে) মহারাজ ! দুতের বাচনকে সমস্ত অবগত হও বিশেষ অনুব্রতী। তাদের এমন করে, দেবদেব দুটি প্রীলোক, অগ্নি দেবদেব দুতের নিমিত্ত দ্বাজে বন্দী করা হয়েছিল, সেই ব্যক্তি, এই কতকগুলি সাদা-সাদা শিবারে আছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে একটি প্রীলোকের এরূপ অস্বাভাবিক বিক্রম যে দেবের পূজার হানিকারক হয়ে পূজাদেব প্রাণ বধ করেছে।

দীর্ঘ। তবে কি জন্য সেই শব্দ শব্দদের মধ্যে আমি দেখি
করতে বিনয় হচ্ছে।

সেনা। মহারাজ! কাহাদের রক্ত নর্থনের মিস্ট্র মৈনল
গণের আমি মহল উদ্ধৃত প্রায় হয়ে উঠেছে, একশে
সেবল আপনার অনুমতি প্রতীক্ষা করছে।

দীর্ঘ। (মন্ত্রী প্রতি) মন্ত্রী! আমিদের পূর্বে

কারকদের বধ কারবার জন্য আশার রেখা মনে করছি।
হয়ে উঠেছে; তাদের রক্তের দ্বারা মনে মনে

কিছুতেই ক্রোধনল নির্বাপন হওয়ার উচিত নয়।

অতএব তোমার সহিত স্থিরচিত্তে করণ করিবার

আর সময় নাই, উপস্থিত বিষয়ের জন্য মনে কিছু

বাক্য থাকে শীঘ্র বল, বিনয় করি।

মন্ত্রী। মহারাজ! শত্রুপক্ষদিগকে মুক্ত প্রকৃত

নিযুক্ত এক ধানি লিপি প্রেরণ করা করি।

ধৃতি প্রকাশ হবে।

দীর্ঘ। আর তোমার অভিমত প্রেরণ করি।

মন্ত্রী। (প্রাত্যহিক প্রতী) দেখ তুমি, পিত্রে

মহারাজের আদেশ জানাই, শত্রু পক্ষে এক

খাম লিপি লিখিয়া দাক্তর জন যেন, এই দণ্ডেই এই

খানে জানাই।

প্রতি। যে আজ।

(প্রস্থান।)

সেনা। মহারাজ! দক্ষিণ প্রান্তে। আমি দেখি।

আমি দেখেছি দর্শনে অতিশয় ব্যস্ত হয়েছে।

महाराष्ट्र शासन, वि. व. मंत्रालय

শিল্পের ক্ষতি ঘটি, এতেই কল্যাণে শিউন।

“দেবে স্মরণে আসি প্রতিবাদী শুধু বড়ি.

अनि पाणि मन्त्रादी इति वेदनि आदितः

महर्षिः । तस्मै नमः । अहम् । किं नमः । अहम् ।

ক'। কৰ্ণকুহর ১২ পদ বটে তি অমৃত অস্ত্রকর

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

কমিউনিষ্ট ক'রে জানে, যে ক'রে ক'রে হিন্দু হ'ই

ज्ञान ह'न ना : कलालो इन्द्रा- ०५५ : ३५६

উদ্ভাৱে কত প্ৰতি নিবন্ধ দিহাৰ আশি. ৰেণ্ড. দিহাৰ

তো আমার দর পীড়া উপস্থিত হ'লে আমাকে

अंकांत गद्यः (ग) अष्टादश बरि, विष्णु कविः

উঃ কুমারী

১৯৬৭ সালের ১৫ জানুয়ারি (১৯৬৭)

[illegible]

१२४

[illegible][illegible][illegible]

संज्ञा, विग्रह - अर्थः अत्र ११ (३७२)

... ..

১৩৪৫

... ..

[illegible]

SECRET

নেত্র সঙ্গীতের জন্য প্রকৃতি। ... বাঁধার জন্য দিবস
হ'ল মর্দু। মর্দুর 'ব' হতে, বেলিপি প্রেরণ করে-
ছিলেন তাকে প্রকাশ আছে শুধুটা দেখাভিষে
করন ক'র'ন। কিন্তু এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষগমন করা
... হ'ল শুধু।

ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ :

স্বর্গী। (মনোমুখ্যিক - দ্বারা : মিশ্রণ - নীতি
 নিকট এক জন ...
 আছে.

কর্তৃক, ১৯৫৬ খ্রিঃ, লক্ষ্য করা

[illegible]

1957

নই। (স্বপ্নভঙ্গ)। বাক্য দোষ সংশোধন করিতে পারিলেই ঐক্য দৃষ্ট
 হইবে। কোন কারণেই তাহা হইতে পারে না। (চিহ্ন)
 (স্বপ্নভঙ্গ)। বাক্য দোষ সংশোধন করিতে পারিলেই ঐক্য দৃষ্ট
 হইবে। কোন কারণেই তাহা হইতে পারে না। (চিহ্ন)
 (স্বপ্নভঙ্গ)। বাক্য দোষ সংশোধন করিতে পারিলেই ঐক্য দৃষ্ট
 হইবে। কোন কারণেই তাহা হইতে পারে না। (চিহ্ন)

২. নতুন-গোত্রের দ্বিতীয় প্রাণ-প্রদীপ

১) প্রোগ্রাম পরিচয়, কাজকর্মের কার্যনিশেষের সমীক্ষা
২) দেশজাতি, নগরের, মজলিস, দৌলতাবাদ, কুনি, নদি

[illegible]

কি ক্রম, জাতি, প্রভৃতি সম্বন্ধে

কবিবার নিমিত্ত আমার এই অনিতে প্রবিভূত
হয়েছেন :

মহাশয় (কাতর স্বরে) আপনি কে মহাশয় ?

আমি মহাশয় হইবোম্ ? আপনি কি প্রকৃত কবি ?

ইরানী না মহাশয়, আমি একজন সামান্য জীলোক মাত্র ।

যশো (আশ্চর্য হইয়া) কি—জী-

হরিশ্চন্দ্র মহাশয় ! আমি জীলোক না নহি।

না, এ অস্বাধীন জীলোক ।

না, এ অস্বাধীন জীলোক ।

না, এ অস্বাধীন জীলোক ।

যশো (ভয়ে) শত শত দীর্ঘপুরুষদের অনিতে প্রবিভূত

হইয়াছেন, কিন্তু আপনার অনিতে প্রবিভূত হইয়াছেন, আপনি

জীলোক হইয়াছেন কি ইহাদের অনির অনুধীমা হইয়াছেন ?

আমি কেমন আপনি এ অপবিত্রিত ব্যক্তির জীবন রক্ষায়

কেন্দ্র হইয়া দাঁড়িয়া জীবন-নাশ করিতে কামনা করিতেছেন ?

আমি জানি না, আমি কেবল মাত্র মিত্র হইয়া আপনাকে

রোধ করি, আপনি অনিতে কেমন জীবন-নাশ করিতে

কামনা করিতেছেন, নাচে, আমি তো এ পাপের দ্বারা

আপনাকে রক্ষা করিতে চাই, আমি কেবল মাত্র মিত্র হইয়া

আপনাকে রক্ষা করিতে চাই, আমি কেবল মাত্র মিত্র হইয়া

আপনাকে রক্ষা করিতে চাই, আমি কেবল মাত্র মিত্র হইয়া

আপনাকে রক্ষা করিতে চাই, আমি কেবল মাত্র মিত্র হইয়া

ইরানী (দগ্ধকণ্ঠে) মহাশয় ! আপনার জীবন রক্ষা করিয়া

আপনার জীবন-নাশ করিতে চাই, আমি কেবল মাত্র মিত্র হইয়া

আপনাকে রক্ষা করিতে চাই, আমি কেবল মাত্র মিত্র হইয়া

আপনাকে রক্ষা করিতে চাই, আমি কেবল মাত্র মিত্র হইয়া

SECRET

নেব সংবাদ এ দৃশ্যকণে । তাঁহা করি নিদ্র
হ'ল নগর মন্দির ভাঙ'তে, যে লিপির প্রকাশ করে-
ছিলেন তাতে প্রকাশ আছে তুমিই দেবভিক্ষু
বসন্ত কালীন, কিন্তু এর মধ্যেই প্রত্যাপন করা
যাইবে সমস্ত ।

প্রতি। (এম. ব. কলিক) ...
... নিকট এক জন দত্ত প্র...
... উদ্যোগের ... মাতে,
... সন্তানকে ...
... নাই, নতুন ...
... যোজনা ...

নই। এই যুক্তি মারোজা দেশে হওয়ায় এই যুক্তি কেউ দৃষ্ট
 প্রমাণের কোন কারণেই প্রমাণিত হইবে না। (চিহ্ন
 প্রমাণিত হইবে) একক সংগ্রাম ও যুদ্ধ প্রমাণিত হইবে
 হইতে পারে। যুদ্ধের প্রমাণও প্রমাণিত হইবে।
 যুদ্ধে প্রমাণিত হইবে। (চিহ্ন প্রমাণিত হইবে)
 প্রমাণিত হইবে। প্রমাণিত হইবে। প্রমাণিত হইবে।

[illegible]

১০। (১) প্রথম দিক্‌নির্দেশনা অনুযায়ী প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে
২০। (২) প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে

॥ कि० लादे) अन्नाहार कि भव नैव दृश्यः ॥ १५० ॥

সংগ্রহ নিকটবর্তি হইয়া আছিল। এমন ক্রমে

[illegible]

১. কই ৭ বরাবে? - কি দ্রুতই (১০:৩০ - ১১:৩০)

কৃষ্ণক ইনি যখন আশীর দৃষ্টিপথে পড়েন তখন

যা ...

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

‘ମହାତ୍ମା’ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ‘ଆତ୍ମଜୀବନ’ରୁ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଉଦ୍ଧୃତ।

২৬. এ শতাব্দীর জীবন ব্রহ্মা ক'বে স্ট্রীজিবি শোরব

করি, বহু ~~সং~~ আর তোমাকে কবুত্ব পক্ষ

कवचम्

1991 : 1. विश्व अस्त्रोपयोग दूरिया तां ऊरु नलीन २०००

[illegible]

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

[illegible]

• ১৯৪৬ সালের ১৯ নং জাতিপন্থিতা আইন •

• মাঝে মাঝেই ক্রমশঃ, ক্রমশঃ, ক্রমশঃ

নাম আনিচ্ছিস্‌ তব, যেন তারা স্বাধীন হইয়া না যায়,

ଏକ କୋମଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଉପକରଣ, ଗୁଣ୍ଡାମୟ ଓ ଶୁଣ୍ଠି ଆକାରର।

• २३४३

श्री ॥ (गणेशाय नमः सर्वत्र विद्यमाने श्री गणेशाय नमः)

মহানয় চন্দ্রকান্ত পুনরুজ্জীবিত করুন, বোধ

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशोऽध्यायः ॥

দূত : রাজকুমার । জীবন : মহারাজ দৌলৎরায় অব-
গত হয়েছেন যে, তাঁর রাজ্যবিস্তার আপনার পিতা
রাজা দেবরাজ সিংহ মহারাজের দেশের রাজা ত্র্যম্বক
রায়কে আক্রমণ করে সবংশে নিধন পূর্বক
তাঁর পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা কুমারী ইন্দুমতীকে স্বরাজ্যে
আনয়ন করেছিলেন । ঐ কুমারী আপনার পিতার
অবর্তনানেও আপনার অধীনে বিরাজিতা ; মহারাজ
দৌলৎরায় এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্তি সহকারে স্বাধীনতা লাভ
করে, দেশগড় নগরের অধিতীয় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত
হয়েছেন । কান্দেশের নিয়ম, যে বস্তুর কেহ অধি-
কারী না থাকে, তাহা স্বাধীন রাজার হস্তে রক্ষিত
হয়ে থাকে । কুমারী ইন্দুমতী দেশগড় নগরে জন্ম-
প্রাপ্ত হয়েছেন, মহারাজ দৌলৎরায়ের হস্তেই রক্ষিতা
হবেন : অতএব কুমারীকে আমার সম্মতিব্যাপ্তিতে
সম্বরণ করে, আপনার রাজ্যের শান্তি রক্ষা করুন
নতুবা ঘোরতর সংগ্রাম হওনের সম্ভাবনা ।

মন্ত্রী (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারি । শাস্ত্র গিয়ে মন্ত্রী
মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাও, আর কণেকের
জন্য আমি তাঁকে এইখানেই আহ্বান কল্যেয় বন ।
প্রতি । যে আজ্ঞা ।

(প্রস্থান)

মন্ত্রী । (দূতের প্রতি) শোন দূত : সংগ্রাম তো রাজব-
শীয়দের স্বভাব-সিদ্ধ কার্য ; এ প্রস্তাবে আমি অতি
শীঘ্র দৌলৎরায় লাভ কল্যেয়, কিন্তু কুমারী ইন্দুমতীর

প্রাণ-রাজ্য দৌলৎরায়ের লালসা করা অত্যন্ত দুঃশয়
হায়রে - ও অনুর্তানটি তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনার ন্যায়
একটি রাহুয়েচে, ইন্দুর স্বপ্নের আশয়ে উদ্ভূত
ন্যায় যে পাত্তী বিবেচনা না করে এরূপ প্রব
কথায় তাঁর জিস্রাকে পঙ্খিত করা হয়েছে ; বাম
হয়ে চরম ধারণা আশা করা হয়েছে ।

দূত । রাজকুমার ! আপনার বাতীর অন্তর্গত উদ্যানে বস
রমান হয়ে, মতই কেমন কমতা একাশি করুন না, এত
কেমন মহারাজ দৌলৎরায়ের প্রতি কুৎসা বাক
প্রয়োগ করুন না, তাতে মহারাজ দৌলৎরায়ের গণ
ধের কিছু নাত্র হানি হ'তে পারে না ; কিন্তু আপ
নার বিশেষ অধিধান ক'রে দেখ কর্তব্য যে, কুৎসা
ইন্দুমতীকে প্রদান পূর্বক সন্ধি স্থাপন করা শাস্তি
কর, নতুনা মহারাজ দৌলৎরায়ের সৈন্য বল বিক্র
ও সৈন্য সংখ্যা আমি বিশেষ অনুমানকালে দাঁ
অবগত আছি, সম্মুখ যুদ্ধ কখনই আগনি মহারাজ
দৌলৎরায়ের সমতুল্য হবেন না, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই
মাত্রই, আপনার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হবে, এবং বশে
দুর্দশাপন্ন হ'য়ে, অধীনতা স্বীকার করতে হবে
এবং অনুরয় দিনের দ্বারা কুমারী ইন্দুমতীকে সহ
রাজ্য দৌলৎরায়ের চরণে প্রদান পূর্বক সন্ধি গ্রহ
ক'রে লাভবতা স্বীকার কর্তে হবে । নত পত ম
বল পঙ্খিত রাজ্য সৈন্যে, মহারাজ দৌলৎরায়
প্রবল প্রতাপ প্রদর্শনে সঙ্কট হ'য়ে, বাক্যে, মে

দোদও প্রতাপ কি আপনি প্রতিরোধ করত মনপ
 করেন?—কখনই না। রাজকুমার। যখন মহারাজ
 দৌলৎরায় আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন, তখন
 আপনাকে বন্ধনান্তর জীবন রক্ষার নিমিত্ত কুমারী
 ইকুমতীকে মহারাজ দৌলৎরায়ের পাদপদ্মে উপঢৌ-
 কন দিয়ে যৎপরোনাস্তি হাস্যোৎসাহ হতে হবে, তখন
 এই সমান্য দূতের পরাপর্শ অগ্রাহ্য করে সন্ধি প্রস্তাবে
 অসম্মত হওয়ার নিমিত্ত বিশেষ অনুপ্রাণিত করিতে
 হবে। নিশ্চয় করুন, আপনার রাজ্যের প্রতি, কিংবা
 আপনার স্বাধীনতার প্রতি, মহারাজ দৌলৎরায়ের
 কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, তাঁর সম্পূর্ণ লক্ষ্য কুমারী ইকু-
 মতীর প্রতি, অতএব যদি আপনি নিশ্চিতই আশ্রয়
 গৌরব বজায় নিমিত্ত কুমারীর আশ্রয় পরিত্যাগ না
 করেন, মহারাজ দৌলৎরায়ের কোপানল ইচ্ছাপূর্বক
 প্রবেশ করেন, তা হলে আপনার বিভাও কুমারী ভিন্ন
 আর কিছুই প্রকাশ পাবে না। একদা মহারাজ দৌলৎ-
 রায়ের আপনার প্রতি সম্পূর্ণ দাক্ষিণ্য প্রকাশ করে,
 জীমাকে প্রেরণ করেছেন; এখনও বসুন কুমারী
 ইকুমতী এখানে সম্মত কি অনস্মত? এখনও অনুধা-
 বন করুন, সপ্তাহ দিগম কিম্বা এক পক্ষ্য পর্যন্ত মনো-
 নিবেশ করে দেখুন তথ্য সন্ধি গ্রহণে কখনই অস-
 ম্মতি প্রকাশ করবেন না।

দত্ত। তোমাদের মহারাজের কি এত দূর পর্যন্ত
 বোধগম্য হয়েছে, যে আমার রাজ্যের প্রতি, কিংবা

স্বাধীনতার প্রতি আশ্রমে গদ হইবে। স্বাধীন হইক
 মাতেই আমার জীবিতেশ্বরী। আরী ইন্দুমতীকে রাজ্য
 করের ন্যায় তাঁর নিকট প্রেরণ করব ?—এ তোমার
 মহারাজের অত্যন্ত দুঃখিত বলতে হবে। আশাশীল্যে
 গর্ভিত হইয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য নীতিমূলক দেখি।
 দেখ দূত। কুমারী ইন্দুমতীর প্রতি তোমার প্রভু
 লক্ষ্য হওনের কোন কারণ তো দেখা পাচ্ছে না, মন-
 র্থক তাঁর ছোবান্য উদ্যোগ হওনের কারণ কি ? তবে
 তিনি যে এক অদ্বৈত বারন দর্শাইয়াছেন, তা হতে
 তাঁর অসামান্য সুখতা প্রকাশ করিয়াছে মাত্র ; অত-
 রা তুমি কিম্বা তোমার মহারাজা, তিনেকের জন্য
 সিদ্ধান্ত করও না যে আমাকে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে,
 রাজা দৌলতরায় কুমারী ইন্দুমতীর প্রেমের একাধি-
 গত্য লাভ করে অন্তঃকরণে শান্তিলাভ অনুভব কর-
 নেন। কি--রাজা দৌলতরায় এতদূর সাহসী হয়ে-
 ন যে, তাঁর বদ্বৈতমত কার্যে কৃতকার্য হইতে পারি-
 নেন ? কখন না—আমি কুমারীর নিমিত্ত তুমুল যুদ্ধে
 সম্মত দক্ষিতে কখনই সম্মত নই ; সে গৌরবকারীকে
 এর বিশেষ শান্তি প্রদানে আমি সমর্থ হ'ব। যাও—
 অবিলম্বে অবলীলাক্রমে তোমার মহারাজকে গিয়ে
 সাংবাদ দাও যে এই পক্ষের শেষ দিবসে যুদ্ধের
 ফল হইয়া যলোম।

স্বাধীন প্রবেশ।

দ্বিতীয় (মন্ত্রীকে দেখিয়া প্রণামপূর্বক) আশ্রম প্রবেশ।

মন্ত্রী। (দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আশীর্বাদপূর্বক) জয়ন্তী!

মন্ত্রী। (অঙ্গুলি দ্বারা একটা বৃক্ষ নির্দেশ করিয়া) জয়ন্তী! অঙ্গুলি পূর্বক এই বৃক্ষ-মূলেই কণ্ঠে উপবেশন করুন।

মন্ত্রী। কুমার! আপনিও উপবেশন করুন। (উপবেশন)

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা। (উপবেশন করিয়া দূতের প্রতি) দূত! দূত! উপবেশন কতে ইচ্ছা হয়, উপবেশন করিতে পার।

দূত। যে আজ্ঞা। (উপবেশন।)

মন্ত্রী। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়! দেশব্যপ্ত নগরের রাজা দৌলভরায় (দূতকে দেখাইয়া) এই দূতকে আমার নিকট প্রেরণ করেছেন।

দূত। কি অভিপ্রায়?

মন্ত্রী। মহাশয়! তাঁহার প্রস্তাব এই, কুমারী ইন্দুমতী নিঃস-
হাষ, কান্দোশের নিয়মানুসারে, রাজা দৌলভরায়ের
আজ্ঞায় কুমারী ইন্দুমতীকে তাঁর সমীপে প্রেরণ করে,
আমাকে সন্ধি করতে হবে; নচেৎ সংগ্রাম করতে
তিনি ওগ্রসর। এক্ষণে যাত্রা কর্তব্য, যাতে আপনি অব-
ধারণ করুন।

মন্ত্রী। (দূতের প্রতি) দূতরাজ! মহারাজ দৌলভরায়
কিজন্য তোমাকে কষ্ট দিয়ে এতদূর প্রেরণ করেছেন?
সামান্য একটা পতকম্যায় শিনিত কি আমরা সং-
গ্রামে প্রবৃত্ত হব? এক্ষণে মন্ত্রীর দ্বারা কুমারকে এ
সংবাদ প্রেরণ করিবা যাত্রাই, কুমারীকে তাঁর নিকট
প্রেরণ কতেন।

মহা। (সরোবে মন্ত্রী প্রতি) মহাশয় ! আপনি কি কুতের
মনবন্ধ করছেন ? রাজমন্ত্রীর এরূপ নিয়ম নয় ।
আমার সম্পূর্ণ প্রার্থনা বুদ্ধের নিমিত্ত, তাহাতে আমি
কোন ক্ষমতা ভীত নই । না হয় আপনার কোন
মন্ত্রণাব প্রতীক্ষা নাই করা হইবে, তথাপি আপনার এরূপ
কাকো কংই সম্মত হব না ।

মন্ত্রী। (কর্ণে হস্ত দিয়া মুখবিকার পূর্বক স্বগত) তা
যে চাওঁকার, এমনি ভয় পাই যে, বুক গুড় গুড় করে
উঠে । ওঁর পিতা এই রূপ মুক্ত মুক্ত করে প্রাণত্যাগ
করেছেন, আবার এঁরও সেই প্রকার দুর্ভাগ্য উপস্থিতি
দেখিচি ; (প্রকাশে) কুমার ! আজ প্রায় এক মাস
অতীত হ'ল মহারাজ স্বর্গরোহণ করেছেন । শুধু লক্ষ্য
অভাবে আপনারও এত দিন পর্যন্ত রাজ নিঃসাহসনে
উপবেশন করা হয় নাই । যদি প্রজাগণের অনোরপ্ত-
নের নিমিত্ত আপনার রাজপদে অভিসিক্ত হইবার
উপযুক্ত একটী বাহেল্লুযোগ পাওয়া গিচ্ছে এবং
সেই শুভ কক্ষের সমুদয় আয়োজনও কর হইতে-
তবে এমন সময়ে কেন একটী সামান্য পরকন্যার
নিমিত্ত অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদ করে সেই কর্ণের
ম্যামতি জন্মাবেন ?

মহা। (মহাপ্রহরী হের প্রতি) রাজকুমার ! মন্ত্রী মহাশয়
তো উচ্চিৎ কথাই বলেছেন ; এতে যদি আপনার
রূপ হয় তো উনি কি করবেন ?

মন্ত্রী। (পুনঃ বৃত্ত) কংই কর কংই কর আমি কংই কর, মন্ত্রী

মহাশয়ের কোন আশঙ্কা নাই, তাঁর যদি যুদ্ধ নিয়ে যেত
কোন মন্ত্রণা থাকে তো বলতেন, নচেৎ তুমি শত্রুপক্ষীয়
ব্যক্তি, তোমার সম্মুখে মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশ থাকে
অযোগ্য করার আদেশ নিতাস্ত অগম্য করে
হয়েচে।

দূত। রাজকুমার! আপনার বাহ্য অতিক্রম হয় তা ক
পারেন, তবে আপনি নিশ্চয় জানবেন মহাশয়
দীর্ঘকাল সৈন্য আপনার বিরুদ্ধে আগত প্রায়
একগুণে সশস্ত্র গমন করতে পারি।

মন্ত্রী। অনায়াস।

দূত। (গাড়োখান পূর্বক) তবে আমি চললাম। (দূতের
সহিত প্রস্থান।

মন্ত্রী। কুমার! ইতি পূর্বে আপনি যে কল্যাণার্থে
বিদেশ ভ্রমণে সম্মতি প্রদান করেছেন তাহা ঘৃণিত
নিক হয় নাই। কারণ এই উৎসাহিত বিবাহের
সময় তাঁহাদিগের সম্মতিবাহারী সৈন্যগণের অনুপ
স্থিতিতে অত্যন্ত অসুবিধা হ'তে পারে।

মন্ত্রী। মহাশয়! তাঁহারা বুদ্ধিমতী ও সজ্ঞানালিনী বি
ষয়ে অত্র-বিদ্যার সাতিশয় পারদর্শিনী হয়েছেন, এমন
অবস্থায় আমি যদি তাঁদের বিদেশ ভ্রমণে সম্মতি প্রদান
না কলেন, তা হ'লে কি তাঁহারা আমার সম্মতির
প্রতীকার থাকতেন?

মন্ত্রী। কুমার! যদি আপনি নারীসভাব-বিরুদ্ধ অত্র
শিক্ষার প্রতিবন্ধক হ'তেন, নারীকুলে ভয়প্রদর্শন করে

মহী : তাহলে স্বামী তা নাভের তদুৎ কমা
হ'ত না।

মহী : মাইরি! তবে কি নারীজাতির পিতার ঔরসে,
নাশান গর্ভে জন্মগ্রহণ করে না, তারা কি যুতিকি ভেদ
বিশিষ্টা উপস্থিত হয়? বল অবশেষে তির আশ্রয়দেয় শাস্ত্রেই
হউক, বা অন্য রাজনিয়মেই হউক, এমন কি কোন
বাদক! আছে বাহা বশাইয়া তাদের ইচ্ছানুসারে কোন
বিদ্যা ইচ্ছানুসারে করা যেতে পারে।

মহী : কুমার আমার তৃতীয় কাল উপস্থিত, জ্ঞান কুলে
জন্মগ্রহণ করে, নামাসিদ্ধ পাত্রে অবায়ন করেছে;
আপনার পিতার নিষাডিও রাজ নিয়মের বাদানুবাদ
দ্বারা পরামর্শস্বরূপে সিংহাসনের শান্তি সংস্থাপন
করেছি; কিন্তু নারীকুলে জন্মগ্রহণ করে, কেহ কখন
সেই বিদ্যা বা স্বাধীনতা লাভ করেছে। একপে আমার
সুস্থিরতার বা প্রতিপত্তির হয় নাই। দুঃখের বিষয়
আপনার যৌবনাবস্থায় মহারাজ স্বর্গারোহণ করেছেন,
তিনি যেমান থাকলে প্রেকার হওয়া নিতান্ত অসম্ভব
হত।

মহী : মহাশয়! মহারাজের আদেশানুসারেই তো কুমারী
রীরা তৎকালে শিক্ষায় প্রবৃত্তা হন।

মহী : কুমার! কুমারী ইন্দুমতীর প্রতি মহারাজের প্রব
রূপ অগত্যসেহ সন্ধান হয়েছিল, নতুবা গুরু
কুলোদ্ভব কন্যাকে তাঁর আশ্রয় করিবার বা কি
প্রয়োজন ছিল; আর সেই কন্যার ইচ্ছানুসারে গোপনে

১৫৪, দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইরাকুতী নদীতে।

গোপনে অস্ত্র শিক্ষা করিবার ইচ্ছাই তা কেন
অনুমতি দিলেন ?

এক খানি লিপি হস্তে প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি কুমার ! রাজকুমারীদের নিকট হাতে এক জন পিতৃ
বাক্য এই লিপি খানি লয়ে এসেচে, গ্রহণ করুন।
(লিপি প্রদান।)

মন্ত্রী (লিপি গ্রহণান্তর পাঠ) :

প্রিয় জাতিঃ—

অল্প বয়সে দিবস হইল, আনরা নদী নদীতে প্রস্থান
করিয়া গুজরাট দেশের মধ্যে অগ্নিহোত্রে দেশে গেলেন সন্নিকট
গুজরাট-ভীমে শিবির স্থাপন করিয়াছি। একজন দিবস মধ্যে
আমরা উক্ত বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে যোগাযোগিত, এখন যথার
তথায় একটি ভয়ানক অসুস্থ বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল।
সম্প্রতি নিবেদন, উক্ত বিপদ হইতে নিষ্কিন্দে উদ্ধার হইয়াছি,
সে জন্য আপনি উদ্ভিন্ন হইবেন না, আমরা আপনার ভয়ানক
অভ্যুত্থানে গমন করিবার মানস আছে, অতএব আর আর সবি-
শেষ আপনাদের নিকট পছন্দ করা নিবেদন করিব। আর অপিচ
স্বাধীন সঙ্কল্পে আর কোন ভবিষ্যত চিন্তা করিবেন না।

প্রণাম পত্র।

স্বাক্ষর ইরাকুতী।

মন্ত্রী। (লিপি পাঠান্তর সহর্ষ মিত্র বস্ত্রীকে লিপি দেখাইয়া)

মহাশয়। দেখুন দেখি বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে

লিপি প্রণালী কিরূপ বিস্তৃত হয়েছে ?

মন্ত্রী। (লিপি সৃষ্টি করিয়া) হাঁ এক প্রকার আনন্দ করি-

বার বটে।—কুমার ! এক্ষণে আফিকের স্বাধীনতা

কিন্তু, তাকে মন করায় যাক, সময় তবু, আর সকল
কিন্তু, তাকে মন করায় যাক, সময় তবু, আর সকল
মহী। কে আত্মা মহাশয়, তবে আমিও একগুণে সত্যের
সমাধান বারগে।

(সত্যের প্রকাশ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্তিক।

(১) কুটিল - শিবির

রাজকুমার বশোবস্ত গিরি এক পর্বতমালায় আসীন ও অপর
পর্বতমালায় রাজকুমারী বসবস্ত ও কুমারী বসবস্ত
আসীন। অপর পর্বতমালায় দণ্ডায়মান এক
একজন পরিচারিকার তালবৃক্ষ মাঞ্চন।)

বসবস্ত : (বশোবস্ত গিরির প্রতি) রাজকুমার! তুমি আর
অপর পর্বতমালায় প্রবেশ করে আমরা নাতিশয় সন্তোষ লাভ
কল্যেয়, কিন্তু, তুমি আর সেই অপর পর্বতমালায় পাপীয়সী বিমা
তার অশ্রুতপূর্ব নন্দ অভিযোগ আর আমরা শুনতে
ইচ্ছা করি না। তবু আপনিত এই সকল পাপ চিত্তকে
মনোমধ্যে স্থান দিব না। আপনি আমাদের নমস্কা,
(প্রণিপাত করিয়া পূর্বায় উপবেশন।)

বসবস্ত : (প্রাণোচ্ছ্বাস পূর্বক) রাজকুমার আপনি মহৎ ব্যক্তি
আসিত আপনাকে প্রণিপাত করি। (প্রণিপাত করিয়া
পূর্বায় উপবেশন।)

[৩৫, পর্ভাগ ।] ইরাকবতী বাটক ।

যশো : আপনাদেরও আত্মপারিত্য প্রাপ্ত হ'য়ে খবরকি হ'লে
যে আপনাবাও রাজকুলোদ্ভবা বীরকন্যা ; কি জন্য এ
পুরুষাধমকে অযোগ্য সমাদর করে লজ্জিত করেছেন ?
উন্মু : রাজকুমার ! হস্তি পক্ষে নিমগ্ন হইলেও কি শূন্যালে
নিকট কখন অনাদরণীয় হয়ে থাকে ?

ন্যোপন্যো রণ ভেড়ীর ধ্বনি ।

(রাজকুমারী ইরাকবতী ও উন্মুখতী রণভেড়ীর ধ্বনি শুধু)

মাজেই সমবাস্তে গাত্রোত্থান করিয়া অস্ত্রগ্রহণ ।

আশ্চর্যান্বিতা হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন)

উন্মু : (মৈন্যাগণের প্রতি) দেখ ! শাস্ত্র শাস্তিরের প্রতিবে
দিয়ে ভেড়ীর কারণ অনুসন্ধান করে এম .

মৈন্যাগণ : যে আজ্ঞা ;

(সমবাস্তে মৈন্যাগণের প্রস্থান)

যশো : (সঙ্গেই গাত্রোত্থান পূর্বক) রাজকুমারি ! আপ
নাদের নিকটে আমি এক খনি অস্ত্র বাটকী করিয়া

ইরা : রাজকুমার ! আপনি উল্লেখিত অস্ত্রের নিশ্চয়ই
বিশ্রাম করুন, আরও বর্তমানে ক্ষণ শরীরে অস্ত্র
ধারণ করে এতদূর কষ্ট করিবার আবশ্যক কোন
প্রয়োজন নাই ।

যশো : রাজকুমারি ! প্রার্থিত এখন সহ্যকরিত্ব নয় যে যন্ত্র
ধারণ করতে বাধা দিয়ে আমার কন্যাকে হীন করবেন না

উন্মু : (চতুর্দিক অবলোকন করিয়া রাজকুমারীকে প্রতি)
রাজকুমারি ! মৈন্যাগণ মাঝে কজবুও একত্রিত হ'য়ে
গমন করছে না যে এর কারণ কি ?

সমস্যতে এক জন সৈনিকের পুরু প্রবেশ ।

ইর। (সৈনিক পুরুষকে দেখিয়া) প্রিয়সখি! এই যে এক জন সৈন্য এনেছে। (সৈন্যের প্রতি) সমাগর কি? সৈন্য। (সমস্যতে) রাজকুমারি! দক্ষিণ দিক হতে একটা কদাকার দূত রণভেরীর শব্দ করতে করছে। আমাদের শিবিরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে, অনুমতি হ'লে এগে আসি কাৎ করে।

ইর। (সৈন্যের প্রতি) আজ্ঞা লয়ে এস।

সৈন্য। যে আজ্ঞা।

(প্রস্থান।)

ইর। (সকলের মুখাবলোকন পূর্বক আশ্চর্যবিস্তৃত হইয়া) দূত আস'চে, এর কারণ কি?

যশো। রাজকুমারি! আমার জীবন রক্ষাব নিমিত্ত যে নবাবসৈন্যের বধ করেছেন, অনুমান করি তাহা রাজা আমাদের প্রতিকূলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে, এই দূতের দ্বারা আমাদের যুদ্ধে প্রস্তুত হওন জন্য সংবাদ প্রেরণ করে থাকবে। আপামি শাস্ত্র এক খানি অস্ত্র আমাকে প্রদান করতে অনুমতি করুন।

ইর। (যশোবন্ত সিংহের প্রতি) রাজকুমারি! আপামি অস্ত্রধারী হয়ে বুখা রেশ করে, কেন আমাদের অপদায়িত্বী করবেন? অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।

যশো। কুমারি! আপনার কি আমাকে এক পুরুষ বিবেচনা করেন যে তাকে অস্ত্র ধারণ করতে পারবার নিষেধ করবেন? যদি পিতৃ-দেহিত্য-বশতঃ বাহ্য-বান্ধব-পুত্র

১৩ম, শর্তস্বত্ব।

না—হ্যাঁ—কিন্তু দেবাইল্লি মজোরে
কখনই বন্ধন না।
না—হ্যাঁ—না।

ইরা। (কন্যাসিক্তে কুমারী ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয়
কন্যাসিক্ত একগুণে অত্যন্ত অসুস্থ আছেন এখন তাঁর
ইচ্ছা যে নিশ্চিন্ত প্রস্থান করা কোন ক্রমেই ইচ্ছিত নয়
রাজকুমার যদি অল্প ধরনেই দস্তখত থাকেন,
আমাদের বাধা দিলে তাঁর কিছু অসুস্থতা রাজ
কুমার সম্ভাবনা।

১৪। (বশোবস্তু সিংহের প্রতি) মহাশয়। মহারাজ দীর্ঘ-
কাল আপনাদের প্রতি এই আন্তরিক নিষিদ্ধ প্রেরণ করেছেন
পাঠ করুন। (বশোবস্তু সিংহের হস্তে নিষিদ্ধ প্রদান)

বশো। (নিষিদ্ধ গ্রহণ করিয়া রাজকুমারীর দিকে প্রতি) রাজ-
কুমারি! আমি পাঠ করিতেছি আপনারা শ্রবণ করুন।

ইরা। হ্যাঁ—আপনি পাঠ করুন।

বশো। (নিষিদ্ধ পাঠ)

আজ্ঞার মাত্রের সমীপে—

তোমরা অতি দ্রুতের পৃথক হানিবারক হইয়া যের কোলা-
নলে পতন হইবে যার যের প্রাণনাশ করিবে তাহা হইয়াছে
তোমরা অতি দ্রুতের পৃথক হানিবারক হইয়া যের কোলা-
নলে পতন হইবে যার যের প্রাণনাশ করিবে তাহা হইয়াছে
দীর্ঘকালের প্রজ্ঞাও শোণনক তোমাদের পতন হইবার
নিমিত্ত আশ্রয় হইবে তাহা হইবে তাহা হইবে তাহা হইবে

আজ্ঞা করুন।

কিন্তু শ্রীমতী দীর্ঘকাল।

গাঠ করিয়া জোখাখিত হইয়া দূতের
 ১০ তোমার প্রভুকে গিয়ে অনারাদে বসন্তে
 যে তাঁর আশ্রয় প্রকাশ করে আমাদের অনি-
 কলকে কোন্ ক্রমেই পাপীদের শোণিতপান হতে
 নিবৃত্ত করিতে পারবে না।

দূত (বিস্ময় পূর্বক) বেশ! বেশ!

(প্রস্থান)

রাজকুমারি! উপস্থিত বিশ্ব, নিকট
 নিমিত্ত আমার প্রতি নির্ভর করে, আমার কণ্ঠে
 বাক্যকে নিকলঙ্ক করুন।

ইন্দু! রাজকুমার! আপনার মনোভাব প্রকাশ করিতে
 আমার সান্ত্বনা দৃষ্টিত হলেম। আপনি কি বিচার
 করেন যে রাজকুমারী আপনার প্রাণ রক্ষা করেছেন
 বনে আমাদের নিকট আপনার গৌরবের কিছুমাত্র
 হানি হইতে? রাজকুমার! বিবেচনা করে দেখুন,
 স্বজাতীয়েরা বিপদের সময় পরস্পর এই রূপই ব্যবহার
 করে থাকে। আপনি আমাদের প্রত্যাশার জন্য
 উত্তলা হবেন না, অগ্রে আপনি সম্যক স্থস্থ হন, প্রত্যা-
 পক্ষের অনেক সময় আছে।

রাজকুমারি! (সরোদে) কুমারি! সিংহ দখলই হউক, আর
 দুর্জনই হউক, যাঁরম ব্যবহার হউ মর্শন করে কথা-
 নই নিরন্তর থাকতে পারেন।

ইন্দু! (ইন্দুর প্রতি) প্রিয়সিং! রাজকুমারের উদ্দেশ্য
 অস্ত্রক্রোধকে আমাদের গোপন সহকারী হয়ে গেল।

পাশে - কব্বে নির্ঝাঁপ হও নয় তো কোন সমস্যা
 দেখা পাবে না ; তবে ওর মজীবলসী হওয়া এক
 আমাদের কর্তব্য, আর বারম্বার রাগ দিয়ে ওঁর মধ্য
 পাত্তি বৃদ্ধি করিয়া অবশ্যক করে না :

স্বামী : রাজকুমারি ! রাজকুমারের মহেব সহিত বখন আ
 নার ব্যতিপ্রায় প্রকৃত হয়েছে তখন আমার অন্ত
 এক ?

(নগাণ্ড রণবাদ্য :)

মহেশ : (রণবাদ্য শুনিয়া ইরাসবতীর প্রতি) রাজকুমারি !
 এই রণবাদ্য শ্রবণ করুন, যুগ প্রাণের আর বিয়োগ নাই ;
 বোধ করি ছুরাছুরা শিবিরেব নিকটবর্তী হয়েছে,
 তবে আমাদের একখানি অস্ত্র প্রত্যাহার সমুদ্রমতি
 করুন, আর সৈন্যগণকে বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাদব
 সমভিযোচারে রণ ক্ষেত্রে গমনের জন্য আজো ক'ণ
 আপনার নিশ্চিন্ত হয়ে শিবির মধ্যে অবস্থান পূর্বক
 প্রশ্ন দূর করুন ।

স্বামী : (এক জন সৈন্যের প্রতি) দেখ ! শীঘ্র এক খানি
 প্রখর অস্ত্র তোমাদের শিবির হাতে আনিয়া রাজকু
 মারের হস্তে প্রদান কর, আর রাজকুমার এমন হাতে
 তোমাদের প্রতি নখন যে আজ্ঞা করুনে তৎক্ষণাৎ
 তাহা প্রতিপালন করবে ।

সৈন্য : যে আজ্ঞা ।

(প্রস্থান :)

ইরা। (নামসম্বল সিংহের প্রতি) রাজকুমারি! আমায়
আপনার অসুখের বারিতা জানতে গমনে আসি-
য়ে দেবো আপনাকে।

রাজকুমারি। (হিস্তা) হিরা! রাজকুমারি! যদি আপনার রোগ-
কেন্দ্র দর্শনে অভিলষিত হইত, থাকিত চন্দ্র, তবে
বাধা দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই।

অন্তঃস্বর। সৈন্যের প্রবেশ।

সৈন্য। রাজকুমার! অস্ত্র গ্রহণ করুন। (নামসম্বল সিংহের
হস্তে অস্ত্র প্রদান।)

রাজকুমারি। (অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সৈন্যের প্রতি) দেবো তোমার
সকল যুদ্ধের নিয়মানুসারে। (উভয়ে) হিরা! যদি
আপনি শ্রেণীবদ্ধ হইতে চান তবে আসুন। অন্যপ্রকারে
যুদ্ধে প্রকৃত না হয়।

সৈন্য। রাজকুমারের আজ্ঞা শিখোয়া।

প্রস্থান।

রাজকুমারি। তবে আপনার আগমন করুন, অস্ত্র
আর দিল্লী করা উচিত হয় না।

উভয়ে। রাজকুমার! আপনি অগ্রগামী হন।

প্রস্থান।

[১৫, গর্ভাঙ্ক ।]

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

হরপুত্র নগর রাজবাড়ি—মহাপাশ্রম উদয় নিংহের

প্রতিষ্ঠিত ইকুদেবী মহামায়ায় গচ্ছ ।

— ৩৪৬ —

হোমায়ি সম্মুখে মহাবিদ্যার স্তব পাঠে

নিযুক্ত শালীরাম গিরি জ্ঞানীন ।

শালী : (স্তব পাঠ ।)

প্রণমামি জগদ্ধাত্রীঃ শুভাহর শিমদ্বিনীঃ রত্নপ্রিয়াঃ
রক্তবর্ণাঃ কবীজ বিমর্দিনীঃ চৈত্রবীঃ ভুবনাঃ দেবীঃ দেবীঃ
দেবীঃ অরেশ্বরীঃ চকুর্জাঃ দশভুজাঃ দশমুখাঃ শুভাঃ ।
ত্রিশূরেশ্বরীঃ বিশ্বনাথপ্রিয়াঃ বিশ্বেশ্বরীঃ শিবাঃ । অউমারীঃ
ঐশ্বর্যপ্রিয়াঃ দুর্গা বিনাশিনীঃ কমলাঃ ত্রিশূলায়ুধাঃ
সুবুদ্ধরীঃ । গোড়লাঃ বিজয়াঃ ভয়াঃ দুর্গাঃ বগলাঃ স্বীঃ ।
মর্কসিদ্ধি প্রদাঃ মর্কবিনায়কঃ বিশেষদেবীঃ । এতদ্বাদি
জগদ্ধাত্রীঃ সারাক মস্তসিদ্ধয়ে ।

রাজা উদয় নিংহের প্রবেশ ।

শালী : (স্তব সমাধায়ে মহামায়াকে প্রণাম করিয়া উদয়
নিংহের প্রতি) মহারাজ ! এদিকে আসুন ।

গ্রহণ করুন ।

উদয় : (প্রণাম প্রণয়ন করিয়া) শুভ-
দেব ! কুমারের আহবান কত পতন হইল ।
করেছিলাম তাহার সৎকাই ।

উঁকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আশ্রয় পোলেম না তাঁর
জান মন্দ কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না তাঁর সেই মুখ
চল্দিয়া না দেখে আমি আর জীবন ধারণ করতে পারি
না; গুরুদেব! (শালীরামের চরণ ধারণ পূর্বক)
একগুণে উপায়?

শালী। নরনাথ! ও কি! রাজকুমারের অন্তঃকরণে চিন্তা
করেন কেন?—এ করেন কি? মহাশয়! প্রতি
অঙ্গুলি নির্দেশ পূর্বক) আপনার হৃদয়ে কোনও
কখন, মায়েন কুপায় কুমার যেখানে গিয়ে অবস্থিত
করেছেন সেখানে নিশ্চয় পছন্দে পড়েন। আশ্রয়
সিঁত হউন।

গুরুদেব! (চরণ পরিত্যাগ পূর্বক। গুরুদেব! আপনার
আশ্রয় কাকো জীবন এখনও সেই মধ্যে আছে, কিছু
অমর থাকে না। হা—বামে মনোবল! কোথায় আমি
আমার কল রক্ষা করবে, আমার—এই মুহূর্ত্ত বয়সে
প্রার্থী করুন, তা না হইলে আমি আশ্রয় পরিত্যাগ
করে গিয়ে কি এই বোচনীয় অবস্থায় নির্যাস
কবল? তবু, আমার কল মধ্যে এক মাত্র সম্ভাব
তোমার অন্তর্দর্শনে কি আমি জীবিত থাকতে পারি?—

হায়! হায়! আমার আশ্রয় এসময় ঘটনা কেন
হল—অন্য আমার পূর্বে যেন কোন গুরুতর পাপ
করোনি, তা না হলে যে গুরুতর পাপের অন্তর্দর্শন এক
মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়ে, অদৃষ্ট নিশ্চয়ই সেই আশ্রয়
থিকের অন্তর্দর্শন বেশ সহজে করিতে হইল—উঃ—উঃ—

দেব ! আমার জন্য যে বিশেষ ক্রম, আমাকে আপনার
পদধূলি দিয়ে ও কপোতক মুক্তি বিদায় : আমি
ইচ্ছাশীল সমুদ্রে আপনাকে স্মরণ করি। পক্ষি দ্বারা
করে আমার অহিংস কামের আরোহণ করি।

শালী। (মহারাজ হস্ত ধারণ করিয়া) ও মহারাজ !

উত্তর দেব ! আমি সে গ্রহমাগ প্রার্থনা করেছি,
তাহার অংশ আমি কুমারকে অতি শীঘ্র প্রাপ্ত হইব;
কুমারের জন্মগ্রহণ কালে এই যাত্রার জন্য যত্ন
তো অবিচ্ছিন্ন নাই :

উদ। গুরুদেব ! আমার জন্য বিশেষ ক্রম, আমি প্রার্থনা

করেন না। কুমারের জন্মগ্রহণের নিমিত্ত যোগ কালে
এই অতি শীঘ্র কথা প্রকাশ করেছিলেন, এতদ্বারা
হৃদয়গত ভাগ্যের জন্য প্রার্থনা করিতে কেন এত
বিস্ময় প্রকাশ করেন ? গুরুদেব ! আমি তো আপনার

নিষেধ কোন অপরাধ করি নাই—হে বিদ্যাত :

তোমার যত্ন কি এই ছিল ? (মহারাজার প্রতি

দৃষ্টিগত পরিচয়)। ইচ্ছাশীল : আমার অন্তরে কি

শেষ কালে এই করলেন, আমাকে কুমারের রক্ত প্রদান

করে অবশেষে বঞ্চিত করলেন ? বৎস ! তুমি কি

আমাকে যথার্থই পরিত্যাগ করলে ? হায় ! হায় !

(রোদন)।

শালী। মহারাজ : এই যাত্রা সম্পাদন করতে কোন উপ

কারই আমাকে কর্তব্য অঙ্গহীন হবে না, তবে ক্রমশঃ

কিছু দ্বন্দ্ব হয়ে আসছে, কোন দেবতার আরাধনায়

নিম্নে হলে মিলিয়ে প্রার্থনা, এ পাপ স
 রে। আরাকর প্রতি মীমা দৃষ্টি নিম্নেপ কর
 দেবতা। ইচ্ছা করেন না, কিন্তু এই অন্ধ যোগে
 নিম্নে হলে তাহাদের যাপনার প্রতি কৃপা প্রদান
 করতে হা। আর আমি নিশ্চয় বলছি যে এই যোগ
 দ্বারা হইয়া যাবেই কুমারকে আপনি পুনঃপ্রাপ্ত
 হইবেন।

(চিহ্না বসিয়া) গুরুদেব! আমার কিছুই ভাল
 বসেচেন! ভেটেন! এতদ্ব সর্বনাশ করিও হয় না,
 হায়! হায়! এই ভগবৎসংসারের স্রবের নিকট কি
 আ। এতদ্ব দণ্ডনীয় হইবে, যে জনাবধি কেবল
 পাপ করিতে হইত। গুরুদেব! দেখুন প্রথম
 এই যোগ বসনের গবেষণায় লোপ হবার উপক্রম
 হইবে। আমার অন্তঃকরণ একবারে দৃষ্টি হইছে, তা
 কেবল আপনার কৃপাবলে যোগ দৃষ্টি হইয়া দেবপ্রাপ্তি
 করে সে আশঙ্কা দূরীভূত হইবেছিল। কিন্তু এক্ষণে
 আমার যে কেশ হইছে এ অপেক্ষা আমার গুরুদেব
 রূপের কৃপা ন হইয়া ভাঙ্গিছিল। আমি তো এক
 কালের জন্যও শ্রেহীন হইব না কুমারের মুখমণ্ডল
 দৃষ্টি করাই, তবে এ সম্বন্ধে কি এমন গুরুতর
 পাপ হইবে যে বার পর নাই বিদ্যাবান ও বুদ্ধিমান
 পিতৃহত্যার বিবেচনা না করে, আমার প্রাণ বধ
 করিয়া দান করলে। আমি তাঁর অজ্ঞাতবাস সম-
 সার কার্য কিছুই অনুমান করিতে পারি না।

শ্রীমতী : মহাশয় ! আপনি এক পট্টভাষ্য লোকজন না করলে
 তার কি করা হয় বলাই। চেতনার অসাধা এ লোক
 যাকে ক'রবার আছে, চেতনা সকল ব্যাপ্তিই বিহীন
 হয়ে পড়ে, সেজন্য কৃষ্ণাঙ্গের গুণাধিকার, নিমিত্ত, ক'র
 বেশ করে দূত ভেদে পরা হয়েচে। এবং পট্টভাষ্য
 সকলে প্রত্যাপন কর নাহি। বিশেষতঃ এই এক
 প্রকাণ্ড ও বড় গ আরও, করা গিয়েছে, এতেও যদি
 চেতনার কিছু ক্রটি হয়েছে বিচার করা হ'লে
 আরি অনুমতি দিচ্ছি আপনি সৈন্যে কৃষ্ণাঙ্গ
 অধ্যয়ন করতে গমন করুন, আরও আমি আশী-
 র্বাদ দান, নিঃসন্দেহ কৃষ্ণাঙ্গের সকল শরীরে কোন না
 কোন ভাবে পাই হবেন।

তাই : হ'লো, আমার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হয়েছে, আমি
 সত্য সংসার জীবনে ভ্রমণ করলে তাঁকে আশীর্বাদ
 করে হৃদয় প্রশান্ত করতে পারব, কেবল আপনার
 অনুমতি প্রতিকা ছিল আপনি অন্তর্যামী আমার
 মনোভাব। আপনার নিকট ব্যক্ত না করতে আপনি
 অবিকল আমার মনের প্রতিপ্রাণ প্রকাশ করলেন,
 আর সেনাপতি দুর্গাদিন সিংহকে অমরকুটাভিযানে
 প্রেরণ করেছি, কেবল তাঁর কামনিক সংগে গুনিব
 নিমিত্ত এখন পর্য্যন্তও থাক।

শ্রীমতী : সমস্ত প্রতিক্রিয়া প্রবেশ।
 প্রতি : এ প্রায় করিয়া গুণাধিকার। যথাক্রমে সৈন্য
 প্রতি দুর্গাদিন সিংহ রাধাকৃষ্ণের এই বাক্য প্রত্যাপন

কেন লেন আমি দৃষ্টি করে আপনাকে
তার শাসনানবং দেখা দিতে সমর্থ।

উদ। (সমস্তে গাঢ় হাঁচি করিয়া গুরুদেবের পদধূসি
প্রার্থনা করিতে) জামি কবদ করুন যেন আপ-
নার পদে পদ শুভ সফল হয়।

শালী। (সমস্তে থান পূর্বক মহামারীর ধ্যান।)

উদ। (ইমতি পক্ষে প্রণীত পূর্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান
হইয়া) টকটকী আমি যেন সেনাপতির মুখে
কুণারের শুভ সংবাদ শুনি, নচেৎ আপনার সেব-
ক প্রাণ রস, হবার আর কোথা উপায় নাই। (কর-
যোড়ে শানিবাদের প্রতি) গুরুদেব তর্কে আমি একদা
সেনাপতির নিকট সাক্ষাৎ জন্য রাজ সত্যের গণনা
করিতে পারি।

শালী। হুঁ, আপনি শীঘ্র গমন করুন, আমি এইমাত্র
মহামারীকে ধ্যান করিয়া শুভ লক্ষণই দর্শন করলেম,
যাৎ আমি শীঘ্রই এখান হতে আমার নির্দিষ্ট স্থানে,
গমন করব সেনাপতির প্রার্থনায় সমাচার অবগত
হওন মাত্রই অবিলম্বে আমার নিকট সংবাদ প্রেরণ
করবো।

উদ। যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান।)

শালী। (ধ্বজত:) হার-হার হার! এমন মহৎ রাজবংশট
কি একেবারে কাতলাই যাবে। (মহামারীকে অব-
লোকন করিয়া) মহামারী! সকলই তোমার ইচ্ছা।

চায়। হায়! এ রাজকুমার কিছই তো শুভ লক্ষণ
আমি দেখি না, যে গমন করি তাতেই আব্দুল
খানির চিহ্ন দেখতে পাই। কল্য রত্ননীতে উলটে-
রই কোজী দেখে বর্তমান এহের কল্যাফল গণনা কর-
লেন, মহারাজের প্রাণ সংশয়, আব্বার কুমারের সমস্ত
শনির ভোগ। (চিন্তা করিয়া) উঃ—তা—কি
বিনাশিনী মাগো—এ আদি বংশের রক্ষা ক... (মহা
নাথাকে প্রণিপাত করিয়া অগ্রসর হইয়া) এ রাজ
বংশে অবশ্যই কোন নিদারুণ পাপের সঞ্চার হয়ে
থাকবে, নচেৎ এমন মেঘময় পিতার হৃদয়দর্পিত
সন্তান হয়ে, অতি হৃদয়বান এই সর্জনশীল
স্বিত কল্যোন—মহাবংশের কেবল নাতিশায় শুক ভবি-
বলে, আমার বাক্যে এত দিন নিরাত হয়ে ছিলেন,
কিন্তু স্বদা যে রূপ ব্যক্তি হইছেন দেখলাম তাতে যে
আমার আশ্বাস নাথাকে তার দৈর্ঘ্যায়ন করেন এমন
তো বিবেচনা হয় না। মহাশয়ট পান্ধিত—সেনা-
পতি কি সমস্যার দিগছেন অবশ্য মাগে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গাথা

দেবগড়নগর—রাজগৃহ

রাজা দৌলতাবাদীর আশীর্বাদ

দৌল : (বাত) অদ্য সিপাহী হ'ল গাথা । ফেরে ফেরে
 প্রেরণ করেছি কিন্তু এখন পর্যন্তও সে তে গতা
 গত হ'ল না ; কুমারী ইন্দুমতীর জন্য যত্ন করণ
 বড়ই চঞ্চল হয়েছে (চিন্তা করিয়া) ও সময় যদি
 একবার প্রিয় বাস্য আসেন তাহলে ওর সাহিত
 ক্ষণেক আশ্রয় করে দেখা যেতো ও ওই-ওই
 কোন প্রকারে অন্যমনস্ক হ'তে পারি । (পুনঃও
 বিদ্রুযককে দেখিয়া) আহে একে সময় দখলি দে
 এস এস; ভাই এস, এতক্ষণ তোমার বাসনা কি ?
 মনে মনে কতিনাম

বিদ্রুযকের পুষ্পা

বিদ্রু : হা—হা—হা—মহারাজ ! আমি কি এক মন মেমস
 তেমন ভোক্তা, তাই আমার কামনা করব না । রাজার
 প্রতি দ্বিত দৃষ্টে দৃষ্টিপাত পূর্বক কিন্তু (বাত)
 একি ! মহারাজ ! আজ আপনাকে বড়ই পিত দেখছি
 বলি ব্যাপার খানা কি ? বাহ্যী বুঝি কিছু অতিরিক্ত
 আপনার সেবা নিম্নে থাকবন ?

দৌল : কদ্য ! আমি তো গোনার এ সব কথা ক্য
 কিছুই বুঝতে পারলে না

[২৪]

বিহু। (উদরে হস্ত মর্জান করিতে করিতে চিৎকারে বার
উদর দর্শাইয়া) বালি মহারাজ ! এ সমস্ত কার্য
যদি বলেন, এই গিথে মহারাজ ! (হাবের হাস্য
সন্দেহের আকৃতি ও ভঙ্গন করা দেখাইয়া) এমন
এমন গোলাকার ।

দৌল। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) বরস্য ! নিষ্ঠুর ভদ্র এই
যদি ভূমি বিন্ন করে থাক, তাহে প্রমিত থাকবে
কারণ কি ?

বিহু। মহারাজ ! অতিরিক্ত আহায়েই উদর পীড়িত হয়,
যদি আপনার সেই পকার বাতাই উপস্থিত
হয়ে থাকে—

দৌল। বরস্য ! অতিরিক্ত আহায়েও তাহ কুক্ষিমান কেহ
কখন করে থাকে ?

বিহু। মহারাজ ! যে বোকা হয় সেই আশ্রয় লস করে
থাকে, দেখুন আমি এক জন কুক্ষিমান প্রাপ্যের ছেনে,
যদি আহারীয় সামগ্রী উদর কণ সম্মুখে প্রস্তুত
দেখতে পাই, তা হলে নিম্নে দুষ্টিপাত করে যতক্ষণ
উদরে ধরে, ততক্ষণ হোঁকারো সহিত বাক্যালাপ
না করে এক মন, এম চাহে আহাট করা যায় ; তার
পর যখন দেখলো যে আর উদরে ধরে না, তখন
একটী আশ্রয় ফিঁকির খাটাই।

দৌল। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কি রকম ফিঁকির খাটাই
ভাই, বলিয়া শুনি ?

বিহু। হা—হা—হা—মহারাজ ! আপনি বড় চালাক

আর আমাকে বড় বিবর্তন করলেন
তাই কাকাল ও বাকাল শিখে যেতে গিয়ে
করেছেন।

দৌল। আরে ভাই তুমি এক জন মত বিধান বা নীতি
একটা বিদ্যাদান করেই ফেলো।

বিহু। (স্বগত) সুযোগ পাওয়া গিয়েছে, এই সুযোগে
কুরান করে মিতে হবে (প্রকাশ্যে) ভাল না বাকাল
যদি অপনাকে ফিকিরট বয়ে দিই তাহা আমাকে
কি দিবেন বলুন দেখি।

দৌল। (হস্তের অঙ্গুরি দেখাইয়া) দেখ ভাই এই অঙ্গুরিটি
তোমাকে প্রদান করব।

বিহু। (কপালে করাঘাত করিয়া) হা! আমার ক
সে কি মহারাজ! আপনার নিকট কি এমন পণ্ডিত
কিছুই নাই যে, আগাকে সের চার রসগোল্লা
দেন, তাই আপনার হস্তের সের অঙ্গুরিটি বাঁ দিবে
রসগোল্লা কিনতে দিচ্ছেন।

দৌল। ব্যস! তুমি কি বিবেচনা করেছ যে, আগি তো
নাকে রসগোল্লা ক্রয় করতে অঙ্গুরিটি দিতে চাচ্ছি।

বিহু। (মুগ্ধভঙ্গি করিয়া) তবে আর কি আমার মাথা
মুণ্ডের জন্য দিনেন।

দৌল। হা—নির্বোধ প্রাক্তন। পুণিবীকে জন্ম গ্রহণ করে
কেবল আহারটাই বুঝি মোক্ষপদ বিবেচনা করেছ।

বিহু। হা—হা—হা—মহারাজ! (উদয়ে হস্ত দিয়া) মোক্ষ
লোকে শরৎভাগে হুঙ্কার হয়, আমার যদি উদরটা

মিত্রোনে পারপুলি খাবে, তাহলে আমি এ অপেক্ষা
বিশ্রাম স্থা হই।

দৌল । ওহে দেখ ভাই একা তোমার দৌল নয়, পায়ে
লালস্র জাতিদিগকে তোমার মায় আহ্বান কিংবা
বাড়, এক্ষণে বল দেখি অতিরিক্ত আহ্বান করিয়া
কিকিরটা কি ?

বিত্ত । মহারাজ ! কি দেবেন তা আগে বলুন ।

দৌল । আমি যা তোমাকে দিতে ইচ্ছুক কিনা, তাহা
আর তুমি তো সন্তুষ্ট হবে না ; কি পোনে সন্তুষ্ট হইবে
তাই বল ?

বিত্ত । (এক্ষুণ্ণ চিত্তে উদরে হস্ত গাঞ্জবনপূর্বক অগত)
হা-হা—হা আজ প্রভাতে কার মুখ দেখেই শান্ত
হতে উঠেছিলাম যে ইচ্ছামত মিত্রোনে লালস্র কর
যাবে। (প্রকাশে) মহারাজ তখন এত

দৌল । হাঁ বল ।

বিত্ত । কতকতি লুচিভিঃ শকুবাঃ বাণিরোশিঃ গম্ভীরাঃ
মহা মণ্ডুর মনোহরা পক্ষ বালা আর চিলপি—
হুত্বে হুত্বে হুত্বে প্রভৃতি করে এ সমস্ত কার্য্য সমা-
পিন্যাত্ত্ব বজ্রোন্ন মহারাজ সর্ব প্রকারে আপনাত
কল্যাণে বা তমোর একটা কল্যাণ ।

দৌল । (বসন্ত) কি ভয়ানক চিত্তেই এতদধর আশ্রিত
অন্যোক্ত্যে বসন্ত করোছেন । তাহা একটি তলো মিত্রোনে
মুখ্য মত বসন্ত প্রভৃতি তাহাও সাক্ষাৎ মিত্রোনে
আহ্বান করিতে পারেন না, দৌল করি আমার উদরে বা

তখনকীট আছে। (প্রকাশ) বলি ওহে জুদি দেখচি
একটা শত্রুর মোকের নাম আউড়ে গেছে, কিন্তু
বলি হেবি ভাই, এ কোন শত্রুর মোক? আর
মোকের অর্থ কি?

বিহু। মহারাজ! এ আমার পিঠি ও বিন্দা, এ কার আগুন
নায় ও নয়, আর স্মৃতি শত্রুও নয়।

দৌল। তবে এ কি?

বিহু। মহারাজ! এর নাম উদর যোগেশ ধান।

দৌল। (হাস্য করিয়া) উদরযোগি শত্রু যখন এনেছে

বিহু। এ শত্রু অভ্যাসে কিছু কঠিন পায়নি, মহারাজ!

পেটে থেকে গড়ে অবধি এ শত্রু অভ্যাস করিতে হয়।

দৌল। হ্যাঁ হে এ শত্রু কারক? কে, ওহে ভাই বা কার

নিকট এ শত্রু জন্মান ক'রেছে?

বিহু। মহারাজ! এ শত্রু জন্মগত। আমার পিতৃপিতৃ

মহাশয়, আর আমি এসবল তাঁর নিকট পায়নি

করেছিলাম।

দৌল। উঃ তবেই দেখচি তোমার পিতা মাতার

অধিতীয় বুৎপত্তি ছিল।

বিহু। ও শত্রুর তাঁর বিন্দা চটেছিল, আর অনেক

বাইরে আমাকে শিক্ষা দিত, যেমন, এমন কি বিনা

নয়ন্ত্রণে তিনি দেশ বেলাগে ভ্রমাবে নিয়ে গিয়ে

অর্ধচন্দ্র পর্যন্তও যেতে। মহারাজ! কষ্টসা

করলে গুরু পাঠক বাস্তব না, হু বকে এই শত্রু বহুটী

শিক্ষা করা গিয়াছে, ব্রহ্মবন।

দীপা : হা! তাই বুঝেছি। কিন্তু তাই তোমার পক্ষে ভাল
 নয়। তুমি তো অধিক ক্ষণ করলে, এক্ষণে তোমাকে একটু
 তৌল্য দক্ষিণাই দেওয়া যাবে, তোমার মেইন পোশাক
 কি তা বল।

বিদু : মহারাজ! দেখতে চান্, না অগ্রে অন্তে চান্,
 পোশাক : অগ্রে তাই তুমি আমাকে শোনাও তার পর দেখ
 যাবে।

দীপা : (মস্তক নত করিয়া ভক্ষণ করণ দেখাইয়া) মহা
 রাজ এই রকম করে, যত দূর দিক্কার সামগ্রী বরল,
 তত দূত আহার করা গেল, (উর্দ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া
 হস্তের দ্বারা মুখে আহারীয় সামগ্রী উঠান দেখাইয়া)
 তার পর মহারাজ এই প্রথা। করে ভক্ষণ পছন্দ
 মিকান্ন সকল গলা হাতে ধরা ছাপি হাতে দখল
 নিকট না আসে, ততকাল পর্য্যন্ত রক্ষণ করে
 (চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া) চল চেই চন্চে, বুঝ
 লেন তো?

দীপা : (নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া পক্ষান্তে দৃষ্টিপীত
 করিয়া দূবে দূতকে রেখিয়া) এই যে দূত ধাড়ে
 দেংটি—(স্বগত) কিন্তু আমি যা ভাবনা করেছি
 তাই যে দেখতে, দূত তো একাকীই আসতে।

বিদু : মহারাজ! আমার বিদগ্ধতা।

দীপা : (বিরক্ত ভাবে) কেবলু সিন্ধু বর তাই, যা তো
 মার কিট খুকত হয়েছে তা লক্ষন হবে না।

বিদু : (রাগান্বিত হইয়া স্বগত) অহা! মেনন কোরে

এলে রূপী এখন তখন, আর পুরাতন নামের পথ,
আমার ভাগ্যে তাই হল বেধুটি, আমাকে কোক
দেখে যে অমনি সাঁও বসলেন।

দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজের জয় হউক।

দৌল। দূত! খবর মঙ্গল!

দূত। মহারাজ! শারীরিক মঙ্গল কিন্তু...

দৌল। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) কেন?

দূত। মহারাজ! আমি যে রূপে যত্ন মিথ্যা করে কৌশল
করে রাজকুমার মহীপাংগাহের নিকট পলা করে
এলেচি তা অন্তর্ধানী ভগবানই জানেন। তবে সেই
দয়ানিধান ভগবানবরের কৃপা ব্যতীত আমি রক্ষার আর
কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।

দৌল। দূত! তোমার সে কৌশলের-কোন ফল প্রাপ্ত
হয়েচ?

দূত। মহারাজ! তা আর আপনর একপে... করবার
কোন বিশেষ ফল দেখা যাচ্ছে না।

দৌল। (উদ্বেগে ক্রোধান্বিত হইয়া) দূত! এ তোমার কি
প্রকার প্রত্যাশার কথা? থাকার গরে মহীপাংগাহ
নিকট যে তোমাকে নিকট পলাবার জন্য প্রেরণ
করেছিল তাই প্রত্যাশার অনুসরণ নিমিত্ত না তুমি
আমাকে না শুনাইলে গোপন করে রাখবে তার
নিমিত্ত?

দূত। (নীচে চিহ্নিত।)

বিদু। (স্বগত) গাজার নগরে কী হইলেন? (চিৎকার)

মহারাজ কি জন্যই বা পলায়ন করিয়াছেন? (পুনর্বার
করিয়া) আর সন্ধি কথাটিরই অর্থ হইবে দার
চিন্তা করিয়া) কোন আহাতির দ্বারা তা—মান্দ্য
না—ঠিক হয়েছে সন্ধি কথাটির অর্থ এক প্রকার

হবে। মিলে—রসগোল্লা হউক বা মজা হউক।

মহারাজ! বাগান হবেন না রাজকুমার মণীষ
সিংহ কুমার প্রস্তাব অবশ্য যে কঠিন প্রস্তাব দিবে
হেন তা আপনার হৃদয়ে আঘাত করবে। সেই কারণে
বশতঃ সহসা অগ্নি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হইলেন।

দীল। দূত! গোপন করলে ও তো ঐরূপ শেল সম আঘাত

হৃদয়ে আঘাত করবে—তোমার প্রকাশ করা কর্তব্য।

বিদু। (স্বগত) লক্ষী পরিত্যাগ হবার আগেই মণীষ

দেয় এই বকন বুদ্ধি হয়, এবং ঘরে ঘরে তাই প্রকাশ

দত্ত কিছুকিছু হয়ে থাকে। (প্রকাশে) মহারাজ!

আমি চালাক লোক, দূতের অভিপ্রায় যাব বুঝতে

পেরেছি। বকড়া করলে কি হবে? আমার দূত

শুভ্র, এই যে গাজার নগর নাম হয়েছে কেন তা

জেনে সেখানকার মোস্তাফিজ বড় সুগন্ধ বলে;

আর দূত বুদ্ধিমান যদি কিনা, তাহা পনি রসগোল্লা

কিনতে পাঠিয়েছি। এ উনি রসগোল্লার বদলে সুগন্ধ

মন্দেশ কিনে আনছিলেন, বোধ হয় পাথর মধ্যে

সন্দেশের হাঁড় মেয়ে গিরে থাকবে, তাই মন্দ পথের

কুলে আপনাকে বসিয়েছেন না।

বিক্রমভাষ্যে

যা তাত তো ত তোমার বুদ্ধিভেদে কেমন সন্দেহ
করিতে হও। আর কিছুই উৎপন্ন হয় না দেখছি, ও স্ট্র
একটা ছায়াদের একটা কোন বিশেষ
বিশেষ বস্তু একই ক্রিয় হয়ে শোন।

মহারাজ, (মুহুর্তে হস্ত সার্জন করিতে গিয়া)
(শুনকে আর ছাই, ঘেখানে হাড়ি দেহ হইবে
কোনানি হয়েচে, তার আর কি হবে, চোর খসড়া
হইতে পারে। হুঁইউনি যতই কেন দূরতের হইবে
কখনো না। কল কথা এক হইতে না। আশ্রয়
চলছে না, আশ্রয় এই হইবে।

স। দূত আর তোমার উপদেশ দ্বারা চিত্ত
প্রকাশ কর।

দূত মহারাজ! যখন মাত্রেই মডগহস্ত হইলে, তখন
একিধা কল্যাণ বিবেচনা না করিয়া, কিংবা হইতে
হবে। তবে যদি শুশুন-আমি উক্ত কোম্পানীর
বিক্রম প্রকাশ করে, যত জন্ম দেখিয়েছি ও আপনার
যত অংকন প্রকাশ করেছি, ততই তার চতুর্ভুজ অংক
কার প্রকাশ করতে পারন্ত করিবেন; ক করি অগত্য
তাই তো শুনতে। না অবশেষে প্রসন্ন সাহসে
আপনাকে সংবাদ দাত বুলেন যে তিনি কল্যাণ যুক্ত
সম্মত, আপনাকে কুমারী বিন্দুস্বতী প্রদান করে দক্ষি
গ্রহণে কখনই সম্মত নহিবেন।

মৌলী (চিন্তা)।

বিশ্ব (সত্যের স্বগত)। না। তখনো না। তখনো না।

বড় বাড়ি খোঁজতে, মাঝান মোড়ায় কাছ বাই দাবা,
আমার মূড়ি মুড়িয়ে হলে বাক্য তোমার জাত বাপ
থাকলে অনেক মাথা মিলবে, দেখা এমন থেকে
পালাই যাবা। (পন্থারনে উদ্ভাস)

শাল। (বিদূষকের প্রতি) ওহো কোথা বাও, কোথা
যাও, বসে, বসো, তোমার অন্য মাথা অন্যতে
দিকি।

বিদূ। মহারাজ! মোড় গাহার করা আমার মাথায় থাকে,
পেটে খেলে গিটে মগতে হবে, এখন আমার বিশেষ
অবশ্যক আছে, আমার আসচি। বাইতে বাইতে
বসতে ও দাখ। স্বক।

(পন্থারনে)

দৌল। (পূর্ববৎ চিন্তা)

দুত। (রাজার দ্বিতীয় দেখিয়া) খানজাদ! আমাদের
মেরুপ ঠৈন্য সম্প্রদায় জাত সমাজধর্মগতের ঠৈন্যের
সহিত সম্মিলিত হইবে না; ঘোষণা করি সাম্রাজ্য-
ত্বের ঠৈন্যের অস্তিত্ব ও আপনার সম্রাট আদেশ কি না
সম্মেলন। সুতরাং সম্রাট যুদ্ধে কোন ব্যতী কৃতকার্য
হওয়া যাবে না। কিন্তু কিয়ৎ ধার্মিকতাই ব্যবস্থা করে
থাকলে, আমি আপনার অনেক নিমক খেয়েছি,
যাতে আপনার মঙ্গল হয়ে তাই আমার বাঞ্ছনীয়। এই
কিন্তু আমি মনে মনে একটী কৌশল বিহীন কয়েছি
যাতে আমরা নিশ্চয়ই মিত্র হইতে পারি। কিন্তু কতদিন
হয়ে সে কার্যে আরও হাতে কিয়ৎ আপনার ন্যায়.

মহাশয়! মহাশয়কে, তদ্বিধায় প্রতিটি দিবে কোন
প্রকারেই মন সরছে না।

দৌল। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক) দূত! ও সময়
তোমার মনের ভাব প্রকাশ করে আমার সহিত
সাক্ষাৎ করাই কর্তব্য।

দূত। (চিহ্ন করিয়া) মহাশয়! যদি আমরা চন্দ্র
সত্বে দিবস মধ্যে গিয়ে ইজকুসের মহীপৎ দিগবে
মারামরণ করতে পারি, তা হলেই আমাদের
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে, এবং আমাদের মহীপৎ
সিংহের দর্পণ করে কৃতকাৰ্য্য হতে পারি।
কিন্তু এরমধ্যে একটি হুঁশিয়ারি অবগত হওয়া
মহতী ইন্দুজী ও রাজকন্যার মহীপৎ দিগবে
একিংশ সৈন্য সমভিযাহারে দেশ ত্যাগ করেন
করেছেন; অতএব এই সুযোগ ভিন্ন কৃতকাৰ্য্য হবার
আশা আর কোন উদার নাই, দিবসের ক্রম
অগ্রগতি দিগবে প্রকৃত যুদ্ধে প্রহর মধ্যাহ্নেই
আমাদের এই প্রপদ হতে হবে, তা : এ নিশ্চ-
তানুতে পেরিচি, কারণ মহীপৎ সিংহ ১৩ হুঁশিয়ার
পথে যে যুদ্ধের চিন্তা করেছেন, কেন্দ্রকারীদের
সংবাদ দিয়ে সৈন্য আনায়ে তাঁর সৈন্যগণ পরিপূর্ণ
করিবার জন্য। তা হলেই আমাদের যুদ্ধ অতিলাস
বিফল হবে।

দৌল। (আনন্দিত হইয়া) দূত! তোমার কি চমৎকার
যুদ্ধ কৌশল? যুদ্ধের মধ্যে আমার কণ্ঠস্বরের

কিরূপ পুনরুজ্জীবিত করে তুলে, আমি তোমার
এই যুক্তিসিদ্ধ পরামর্শে কোনো বসেই পড়বো না
হাস্ত পেলান। দূত। এই যদি উত্তর পরামর্শ জানতে,
এ মধ্যে আরোম্বে এতে প্রস্তুত হও।

মহাবাহু! উত্তম হবেন না অর্থাৎ অগ পুণ্ড্রাং বিজ্ঞ-
চনা করুন। রাজবংশীয়দের এরূপ স্বর্গীয় পদ অব-
লম্বন করা নীতি বিরুদ্ধ কার্য, কন্যার মহারাজের রূপ
পরিপূর্ণ হলে।

দূত। স্বকার্যে মাগনে অগ পুণ্ড্রাং ক হিতাহিত
বিবেচনা করতে হলে রাজ্য সার্থক হলে না। এই যে
তুমি যে সভাবনা বলে তাতে আমার একু করা। দূত
যেটুকু হলে সে এই উপায় অবলম্বন ভিন্ন আর
কিছুই জ্ঞানী ইন্দুপটীকে লাভ করা যেতে পারে
যে—তুমি ক্ষণে পঞ্চভ্রান্তি বর কাত তোমার প্রভা-
বিত করার নিমিত্ত আগমন। তুমি হাতের অঙ্গোজ
করবে।

দূত। মহাবাহু! অর্থাৎ মাগনা প্রতিপাদন করে কথিত
করে, কিন্তু তা যদি প্রকৃত হলে এত নারী
সমীচরণে গিয়ে, বিবাহের বিশেষ রূপে পরামর্শ
করবে। আমি কোন দেবতা। এ সময় কথিতে
যদিও তুমি তাই অর্থাৎ অত্যাধিক সিদ্ধিত
দেখে হঠাৎ তো একটি বহির্ভূত কারণে প্রস্তুত হবার
পরামর্শ দিয়ে কেনেই কিন্তু বুঝবো না কি
কোপেই বা অন্যায় মুখে পড়বো কবব। (চিহ্ন)

করিয়া) কারি বা দেব দিব পূজাপনার মতক আশী
আপনিই দেবর কল্পন (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পানিত)
পূরিক) তা না হউক এখন তো বাই।

শীল। (সহস্র চিত্তে যুগত) পুরস্কেস্বর সমস্ত
কাকত ভয় কারি না, তাঁর ইচ্ছায় সুমারি র সমস্ত
চন্দ্র কি সহজ উপায়ই হ'ল, অক্লিষ্টে অল্প কাল যে
অশীতল হবে তার আশি কান সন্দেহই নাই। (ইতি
করিয়া) কিন্তু প্রবাসকে সঙ্গে করে নি যাবে,
কারি, আমোদ আমাদ করিবার সময় বহু ব্যক্তি যাবে
না থাকিল হুগত হবে হয় না—তোমার না বসে
মন্দ নন, তবে একটি দোষ বহু পৌক—তা এত মন্দ
সেতের মতবই এ প্রকার—কিন্তু আশি পে তক
তোমার ও একটি উপায় আছে, তিনি আপনাকে
প্রকাশ করেছেন যে রাজারনগরের মিত্রান অতি
জগত তাই কিছু দেশী পরিমাণে লোক দেখান যাবে
তা হলেই আপনি আপনি যেত পারবেন
যাই, এখন মন্ত্রীর সঙ্গে শুধু ব্যক্তির পরামর্শ
করিবে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় পর্ভাঙ্ক।

—:::—

শিবির—সন্ধ্যা, যত্ন যুদ্ধ ক্ষেত্র।

(নেপথ্যে রণবাক্য)

হৃদহোজ নগরের সেনাপতির করিপার সৈন্যসমাজবাহিনী প্রেরণ
সৈন্য। জয় ! অগ্নিশিখের জয়।

রাজা দীর্ঘকৃশ ও করিপার সৈন্যের প্রবেশ।

সৈন্য। জয় : রাজা দীর্ঘকৃশের জয়।

(সৈন্যগণের স্রোতাক্ষ ইরবতী নগরীতে)

সাক্ষার নগরের সৈন্যগণের শব্দ করিতে কবিতে প্রবেশ।

সৈন্য। জয় রাজকুমারী ইরবতীর জয়। (সকলের স্রোতাক্ষ
বদ ইরবতী নগরীতে)

রাজকুমারী বশোপক্স দিগ্বি, রাজকুমারী ইরবতী নগরী

কুমারী ইন্দ্রকুমারী প্রবেশ।

বশো : (ইন্দ্রকুমারী দৃষ্টিপূর্ণ) রাজকুমারী ! আপনারা
নিকটস্থ আমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হউন।

(রাজকুমারী দ্বারের তলকরণ)

বশো : (রাজা দীর্ঘকৃশ ও সেনাপতির প্রতি ক্রোধাধিত
হইয়া) কায় নান রাজা দীর্ঘকৃশ ?

বীর্ঘ : (দণ্ডের সহিত) আমার নাম অগ্নি পুত্র রাজা
দীর্ঘকৃশ।

শশো : শুন রাজা দীর্ঘকাল । তুমি যদি যুদ্ধে অনভিজ্ঞ
থাক তা হলে যুদ্ধের নিয়ম কুম্বে শুন কর ।

দীর্ঘ : কিরূপ নিয়ম ।

শশো : পরস্পর প্রতিজ্ঞা বন্ধ হও ।

দীর্ঘ : সত্যি নাই ; কিন্তু কিরূপ প্রতিজ্ঞা ?

শশো : সৈন্য ব্যতীত পরস্পর বন্দ মুক্ত ।

দীর্ঘ : (সৈন্যসম্মিলিত হইয়া) কি কত শত দেশে দেশে
বীর পুরুষদের সহিত কত শত ভীষণ যুদ্ধ
হইয়া ভিন্ন বয়ঃ কখন অসি ধারা কপি । কখন
সামান্য যুদ্ধে বয়ঃ অসি ধারণ করে । কখন
এ প্রতিজ্ঞার আমার ইচ্ছা নাই । তা নাই
করাইবে ।

শশো : আমি তাতেও সম্মত আছি । কিন্তু শুনা যাক
দীর্ঘবল ! যে ব্যক্তি পৃথিবী পট্টে এরূপ যুদ্ধে
সফল অবসারণ করে যুদ্ধ করিতে এসম্মতি হইত। এবং
রাজপক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে যুদ্ধ অসম্ভব করে, সে
কেবল রাজপক্ষে বর্ণাঙ্কিত করে নাই ।

দীর্ঘ : আর সফল হয় না । যোদ্ধা হোলে অসহ্য শাস্তি না
দিয়ে আর থাকতে পারেনাম ।

শশো : আমি তাও গ্রহণ কর ।

(সৈন্যগতির প্রতি) সৈন্যগতি । তুমি সৈন্য সহিত
যুদ্ধে নিরস্ত থাক । (বর্ণোবল) সৈন্যগতি অসি
দেখাউয়া) নরাধম । এ অস তোমার দৌরম্য নাশে
ধারমান, ক্রমতা থাকে নিরারণ কর ।

যশো : (অগ্রসর হইয়া অসি দেখাইয়া) আর আজ যে
আমার হস্তে তুই নবহত্যার পাপ হইতামূল্য ।
তার কোন সন্দেহ নেই ।

দীর্ঘ : (অগ্রসর হইয়া) আর তোকে মন বদলে
বরি ।

(উভয়ে ঘোর যুগ্ম-গীত)

যশো : (রাজা দীর্ঘকুশের বক্ষোপরি উপবেশন পূর্বক)
দীর্ঘকুশ ! তোর অভীষ্ট দেবনে পরিণ কর । এইরূপে
তোর সমচিত শাস্তি দিই । (বান হস্তে জীবাধারণ
দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন)

ইন্দু : (উচ্চৈঃস্বরে) রাজকুমার ! ওর প্রাণ ও করোনে ন'
প্রাণদণ্ড করবেন না ।

যশো : (দীর্ঘ কুশকে পরিগ্রহণ পূর্বক অনতি দূরে
দণ্ডায়মান)

সেনা : (অগ্নি বৈশাখ্যের পাত) বৈশাখ্য !
জীবিত থাকতে আমার মত ভূমিতে পড়িলে দেখাও
হাল ? আর না, বৃদ্ধক প্রবৃত্ত হও । (এত বৈশাখ্য
অগ্রসর হইয়া) কন্য, কন্যোদয় নগরের জয় ।

যশো : (রাজকুমারিবিবাহের প্রতি) রাজকুমারি ! আপনাদের
একনে অনতিদূরে অবস্থিতি করা কল্যাণ ।

ইন্দু : রাজকুমারী ! রাজকুমার বা বরোদয় ; আপনাদের তাই
করাই কর্তব্য ।

ইন্দু : প্রিয় সখি তবে চমুন ।

(রাজকুমারী বরোদয় প্রস্থান)

গণেশ । (গাঙ্গার নগরের সৈন্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া)
সৈন্য । (স্বাভাবিক ভাবে) হুজুং প্রবাহ হইতে

সৈন্য । (গাঙ্গার নগরের সৈন্যগণ অসহ্য হইয়া)
গাঙ্গার নগরের জয় ।

(উভয় সৈন্যের বিপরীতভাবে হুজুং করিতে)

সৈন্যগণ । (উভয় সৈন্যের পক্ষ হইতে)

সৈন্যের পলায়ন এবং গাঙ্গার নগরের কতিপয়

সৈন্য উভয়ের পক্ষ হইতে পলায়ন

দীঘ । (সজোরে গাত্ৰোথান করি ত চোঁকা দিয়া)
অগ্নিদেব ।

যশ । (গাঙ্গার নগরের সৈন্যদের প্রতি) সৈন্যগণ এই

পান্ডু গাঙ্গু বল ও কাশ করি । ইহা ক দূর পলায়ন

করিব গিবিরে আনন্দ হইবে, তাহা অসম্ভব হইবে ।

সৈন্য । (যে আজ্ঞা)

(সৈন্যগণ হুজুং করিতে)

(সৈন্যদের দৈর্ঘ্যকে বন্ধ করিয়া লইয়া)

সৈন্যের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক :

প্রাচুর মধ্যবর্তী কক্ষ

রাজকুমার বশোবন্ত সিংহ রাজকুমারী ইন্দ্রাবতী ও প্রাচুর

ইন্দ্রাবতী ব্যতীত।

বশো। (ইতঃবর্তীক প্রতি) রাজকুমারি! বিনয়রূপেই
মহানদের মধ্যবর্তী হয়ে, অগ্নিফুলিঙ্গের ন্যায় সজ্জাতিঃ
বিভাব কর্চেন; এমন সময়ে শিশুর পরিত্রাণ পলা
কি আমাদের যুক্তি বিল হুয়েচে?

ইতঃ। রাজকুমার! অকারণ অপমান অন্তঃকরণে সঞ্চার
করাইয়া করায়, কখনো স্থান আনন্দময় কব্জ ক-
ব্জ হুয়ে আপনাকে এই কষ্টদায়ক স্থানে আনন্দময় করে
কেনি আপনাবিনী হুয়েচি আপনকে সজ্জা কর্চেন।

বশো। রাজকুমারি! হুয়াচায়েদেব সজ্জা কর্চেন পরিষ্কার
করাতে আমিই দাজ্জি-করা হুয়েচি আপনাবরা
দ্রাবনোব আমায়ে অনেক অগ্নিফুলিঙ্গ হুয়েচেন
আপনাতের ভেঁটা খসিক কষ্ট হুয়ারই মস্তন বোমি করি
তামিই আপনাব চিত্ত চাঞ্চল্য হুয়ে পাচ হুয়ে।

এক জন বৈদ্যের প্রবেশ।

বৈদ্য। (রাজকুমারের প্রাণ) রাজকুমার! বেলা প্রায়
দ্বিতীয় প্রহর উপস্থিত হুয়ারকুন দেহকর বসন্তাবস্থা

স্বাভাবিক প্রকারেই খাব বেনা, খাবা কোন প্রকার করা যাবে ? শরীর আমায় ? আহা! বাহিরে কার তীত হচে। এক্ষণে সকল প্রহর বা পাহারা দিতে পাচ্ছে না। পরপার প্রহরীর বদল ভরতো আশ্রমে বাহিরে দি-
বার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। যা এর আপন-
দের যা অভিপ্রায় হয় আজ। করুন।

উনু। (রাজকুমারের প্রতি) রাজকুমার! সেই পাপা-
চার জীবন রক্ষণ কর না বলা এক্ষণে তা নাই। তি-
মির্জার করে, তবে কর্ম পাপাচারকে নিষিদ্ধি কল্পে
মিলন করে এ প্রকার কর্ম সহ্য কর্তে ন। যা
একটা বিচারে অনুমতি করুন।

যশো। 'কুমার' যদি রাজকুমার, সেই চরিত্র কাম্যায়
প্রেরণ করতে আমায় বাণী না দিও, তা হলে তাত
প্রতি যে দণ্ডবিধান কর কর্তে, তা হলে তখন পর্যন্ত
বশেক কর্তে না। (সৈন্যের প্রতি) দূত। দীর্ঘ-
কালকে সেই সার্বভায়ে এটি খানেই আনয়ন কর

সৈন্য। যে আভা রাজকুমার।

সৈন্যের গর্জন।

ইয়া! রাজকুমার! সেই নৃশংসের অভিযাত্রায়ই এ
জন্মে নরবাণশ্রিতের প্রাপ্ত্যর্থ কিন্তু তাত না
তাই হউক, অথবা অন্যকোন কারণ বলতাই হউক
অহস্তে নরহত্যাপাত্রে, এরূপ হন না বসে, প্রাণ দণ্ড
তার পক্ষে গুরুতর দণ্ড বিবেচনা, তাত জীবন-রক্ষণ
কর্তে আমায় অনুরোধ করেছিল।

যশো : রাজকুমারী ! ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত সেই পাপও
কখনই রাজপদে প্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু তার পাপময়
সহচর সকলকে নিষ্ঠুরাচরণ শিক্ষা দিয়ে ঈশ্বরের আদেশ
বিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত পাপও নব্বোত-
তাবে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় হয়েছে । গত এক সেই বসন্ত
পাপময় মরহত্যাকারী সহচরদের মধ্যদণ্ড দিয়ে দীর্ঘ-
কুশের প্রাণদণ্ড করা উচিত ছিল, কিন্তু সে বাহা তখন
আমার পাপাত্মার গুণাবলোকনেও পাপ জ্ঞানে, যাক
বিস্ময় করবেন না, যা হয় বিবেচনা করে, অন্য প্রতি
একগুণে কি করা কর্তব্য অনুমতি করুন :

হুই জন নৈন্য সহ কর্তব্যকৃত শাস্তি

রাজা দীর্ঘকুশের প্রবেশ

ইরাকী : (দীর্ঘকুশকে দেখাইয়া) রাজকুমার : এই নিষ্ঠুর
যখন আপনার প্রত্নচিত্র ফ্রেসকো হাতে পরিদ্রাণ
পেয়েছে, তখন নির্বাপন ফ্রেসকো কি আর প্রাণ হইবে
বা হয় একটা দণ্ড বিধান করুন ।

দীর্ঘ : (আক্ষানন প্রকৃত হইর ব্যতীত প্রতি) ফ্রেসকো
কার ফ্রেসকো

যশো : (রাজা দীর্ঘকুশের হস্তে) কি । অসম-
শাসিত স্বাধীনতা অভাবেও তখন পক্ষমত করে তোর
সম্মতি বোধ হয় না ?

দীর্ঘ : (যশোবন্ত সিংহের প্রতি) আমার সহায়তীন দেখুই
পারাবীন হয়েছে, আমার স্বাধীন অন্তঃকরণে কারও
অধীন নয় ।

ই।। শোন, দীর্ঘকৃশ। তোমার এ অবস্থায় শৃঙ্গার
নায় গড়ন ক'বে কোন কল হবে না। যদি তোমাকে
কিনেবে প্রত্যাশ থাকে, রাজকুমার যশোবন্ত সিংহের
ওদীনত স্বীকার করে। তোমার আগ্র পূজার নতুন
পাপ হতে ক্ষান্ত হবে।

শি।। (পুনরায় ইরানতীর প্রতি) (অধীন) কামিনী
অধীন : সে কে ?

ই।। রাজকুমার যশোবন্ত সিংহের অধীন :

সিংহকে অংশি দ্বারা নিঃসঙ্গ করে।

দীর্ঘ।। যত্নক পিতৃদেয়া জিহ্বা চিহ্নে হস্তি।

আগি মল্য হয় না ! পুনরায় ইরানতীর প্রতি :

এই দেব মণ্ডলীপদ বারপাশে মল্য হয় না। এই

বন্যী হয় তখাচ, আমার মল্য রক্তে মল্য হয় না।

করাত কেহই কখন মল্য হয় না।

অকস্মাৎ বলপূর্বক ডাকপাতিয়া উপবেশন

যশোবন্ত সিংহের প্রতি। আগি আমাদ মণ্ডলোদয়ন

কর। আমি অধীন অন্তঃকরণে জীব পরিচালনা

করত।

মশো।। (৩ জনের গাত্রোখান পূর্বক দীর্ঘ কৃশের প্রতি)

মশো।। আগি নব্ব পিত জোবাননা প্রকৃতি না

হতেই, তখাচ বাজ কুমারীর আজ প্রতিপালন

কর, নচেৎ তোমার দার রক্ষা নাই।

শি।। কি বলি হুবাচার : পানক। ব্যক্তিচারিণী ব্রীণোক্তের

আজ্ঞা প্রতিপালন—ফট শাহ বাচি (উর্বে কুড়িপাত)

[১ম, গভীক ।] ইরাবতী নাটক ।

বশো । কি ছুৰুভ নবপিচাশ ! যে পুৰুষীৰ অঙ্গদেহে
এখনও পৰ্য্যন্ত প্রেমের দীপ্ত বগল হয়নি, সেই পুৰুষ
কুৎসা । (সজোরে দীর্ঘকুশের স্বীকৃতিদেহে গুরু আহ্বান)
যাও এখন নবক কুণ্ডে দিনে এক ফল ভোগ কর ।

(সজোরে আহ্বান)

দ্বিতীয় গভীক ।

সমুদ্র তীর — স্থানিত শিবির ।

রাজকুমার বনোদেন্দু সিংহ, রাজকুমারী ইরাবতী

এ কুমারী ক্ষুধমতীর প্রবেশ ।

ইন্দু । (বশোবর দি ছুফ ইরাবতীর প্রতি) আপনারা
এক্ষণে অল্প পরিচর্যা করে ক্ষণেক বিশ্রাম করুন

ইরা । প্রিয়সখি ! আপনার উত্তে এখন বিজ্ঞান করা
আবশ্যক ?

ইন্দু । রাজকুমারি ! আপনারা অগ্রে গর্ভাঙ্কে পার উপায়ে
শ্রম করুন, আমি শু আপনাদের পশ্চাদ্ গামিনী
হচ্ছি !

ইরা । রাজকুমার ! তব অল্প পরিত্যাগ করে উপায়ে
করুন ।

ইন্দু । হাঁ অল্প পরিত্যাগ কর, এক্ষণে কর্তব্য । (অল্প

পরিভাগ করিয়া) রাজকুমারি! আপনারা যে
আমি অপেক্ষা সান্ত্বনায়িত হইয়াছেন তাহা
সন্দেহ নাই, অতএব আপনারা নিরুদ্বেগে বিশ্রাম
করুন। (চিহ্ন করিয়া) সেই বৃক্ষের তল্যে আপনার
অত্যন্ত উত্তাপ অনুভব হওয়াতে গাত্রাহ জ্বল
আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু পুনরায় শিবির মধ্যে
ক'বে আবার দ্বিগুণ সন্তাপ বোধ হচ্ছে। এক্ষণে
এই বন্য ঋতুর সম্মত সমীরণ সেবন করিতে পারিলে
সন্তাপের আভিযয় আভ্রাণ্য করিতে পারিলে
এই শরৎ অসমর্থের জন্য নিকটস্থ সমুদ্র তীরে ভ্রম
ণের নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান করুন।

ইরা। রাজকুমারি! আপনার এতদূর ব্যাক প্রয়োগ করা,
বিশেষ শাস্ত্রাদিগণে নিগ্রহ করা স্মৃতি, বেহেতু আশা
করা অপেক্ষা আপনার চতুর্গুণ বেশ হওয়া সম্ভব, বিবে-
চনা করুন, পিণ্ডাচার হাতে বন্দী হওয়া কি দুঃস-
ক্বেশ সহ্য করিতে হয়েছে, আবার সেই ক্বেশ হাতে
সর্বতোভাবে স্তম্ভ না হাতে হাতেই, কি ভয়াবহ সং-
গ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে কষ্ট ভোগ করিতে হয়েছে; অতএব
যেই সকল ক্বেশের পরে আপনার শিবির পরিভাগ
ক'রে একাকী মুদ্রা দ্বারা শারীরিক কষ্ট নিবারণের
নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে গমন করা বিধেয়? আপনার
শিবির মধ্যে অবস্থান পূর্বক বিশ্রাম করাই সর্বতো-
ভাবে উচিত। (বশজভাবে) আমি আপনার সেবা
করবার নিয়ত হই।

যশো । রাজকুমারি ! আপনি আমার বিজ্ঞানের বিষয় যে
রূপ আদেশ করলেন তা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর বটে,
কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যদি কখনো বারি বিদ্যুৎ-বিহীন
বারু সেবন করতে পারি, তা হলে আমার চিত্ত প্রকৃত
ইবার বিশেষ সম্ভাবনা, অতএব আপনার অমতেও
অতি অল্প সময়ের জন্য আমার চিত্ত শিবির পরিত্যাগ
করতে ইচ্ছুক হচ্চো, অস্বরোপ করি আমার গমনে
বাধা না দিয়ে সম্মতি প্রদান করুন ।

ইরা । রাজকুমার ! যদি আপনার নিতান্ত একাকী ভ্রমণেরই
অভিলাষ হয়ে থাকে, আমি আপনাকে বাধা দিজে
অভিলাষ করি না, কিন্তু সাবধান রাত্রিকাল উপস্থিত,
এবং অতি নিকটেই শরণ্য, আপনি অতি শীঘ্র শিবিরে
প্রত্যাগমন করবেন, বিলম্ব করবেন না ।

যশো । রাজকুমারি ! এই শঙ্কানন্দন জানে আপনার
আশ্রয় ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই যে আপনার নাক্ষত্রিক
বিস্তৃত হয়ে কথায় অবস্থিতি করবে । আপনি নিশ্চিন্ত
থাকুন, অতি শীঘ্রই আমি প্রত্যাগমন করব ।

(প্রস্থান ।)

ইরা । (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয়সখি ! রাজকুমারের অভি-
প্রায় কি কিছুর মধ্যে পারলেন ? আমার তো বড় ভাল
বিবেচনা হচ্ছে না । আমি স্থূলোক লঙ্কাক্রমে বার-
বার বাধা দিতেও পারলেম না । কিন্তু আমার শরীর
অত্যন্ত অস্তম্ভ বোধ হচ্ছে, আমি কখনো বিজ্ঞান
করতে ইচ্ছা করি, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, এবং কোন

কর না হয়, অতঃপর পূর্বক রাজকুমারের পশ্চাদগামী
মিনী হলে বড় ভাল হয়।

ইন্দু রাজকুমারি! আমার শরীরে কিছুমাত্র রেশ নাই,
আপনি বিশ্রাম করুন, আমি রাজকুমারের পশ্চাদগামী
মিনী হলেম।

(প্রস্থান।)

ইরা। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত পূর্বক স্বগত) আমাদের তো
আর এক্ষণে কিছুই আশঙ্কা নাই, তবে কি কারণে
আমার এত অল্প বোধ হচ্ছে? ভাল—আমার অন্তঃ-
করণ ক্রমশ চকল ভাব অবলম্বন করছে কেন? ত্রিভু-
বনের সকল দ্রবাই আমার তিষ্ঠ অনুভব হচ্ছে যে
(চিন্তা করিয়া) যে রাজকুমারের সহিত পূর্ব অশো-
কচিঁতাচিন্তে আলাপ করিচি এক্ষণে তাঁর সহিত কণ্ঠে
পূর্বধনেও লজ্জা বোধ হচ্ছিল এর কারণ কি? যে
দুরাশ্রয় মদন আমার হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ করে তা
অনুগামিনী হতে বারম্বার আমাকে তাড়ন করতে;
এই অরণ্য মধ্যেই বা দুরাশ্রয় কি প্রকারে আমার অন্তঃ-
সন্ধান করলে? আমার তো রাজকুমারের অনুগামিনী না
হওয়া উচিত নয়, এক্ষণে কি করি, কোথা যাই, কার
শরণাগত হই, কার দ্বায়াই বা দুরাশ্রয়কে হৃদয় হতে
বহিষ্কৃত করি? দেখি দেখি একটু শয়ন করে দেখি,
যদি মিত্রদেবীর আরাধনা করলে নিষ্ঠুরের তাড়না
হতে পরিত্রাণ পাই। (পশ্চাদ্গামী শয়ন ও চকু
মুদ্রিত করিয়া পান্য পরিবর্তন পূর্বক) উঃ একি হল,

নিদ্রা যে কিছুতেই হয় না, চক্ষু মুদ্রিত করলেই যে চক্ষের পীড়া উপস্থিত হয় ? এত দীর্ঘ শতাব্দীর আশঙ্কা সহ্যও যদ্যপে শয়ন করেছি, তবুও নিদ্রা আসত হতোই ; ছুরাঙ্গা মদনের কি এত দূর প্রভাব ? নিদ্রা দেবী তার ভয়ে আমার প্রকুল নয়নে আভ্যাস হ'লে আশঙ্কা করলেন ? উঃ-হাবার মাটিশয় পিণ্ডানা পাচ্যে, একটু জল খাই । (পাত্রোখান পূর্বক) আমার শরীরে কি উপস্থিত হ'ল যে ? (দূরে গমনান্তর জলপান পূর্বক পুনরায় শয়ন) এ'বার নিদ্রা আসবেই আসবে । (চক্ষু মুদ্রিত ।)

অলঙ্কিত ভাবে কুমারী ইন্দ্রাণীর প্রবেশ ।

ইন্দু । (চিন্তা করিতে করিতে স্বগত) আঃ যে রাজকুমারী অনায়াসে আমাকে রাজকুমারের সহিত সমুদ্রতীরে বিবাহের অনুমতি দিলেন ? বলেন আমার শরীর অসুস্থ হয়েছে, আমি একটু বিগ্রাম করি, কিন্তু শরীর অসুস্থ হলে আমি নিকটে থাকলেই ত হাব হবার সম্ভাবনা ; এর কারণ কি ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না । (চিন্তা করিয়া) গোপনে গোপনে এক বার দেখি রাজকুমারী নিদ্রিত কি না ? (যাইতে অগ্রসর হইরা রাজকুমারীর স্বর শুনে গোপন ভাবে এক পাশে দণ্ডায়মান ।)

ইরা । (স্বপ্নাবেশে নিদ্রা ভঙ্গে) স্বপ্ন ! তুমি কি এই বন বাসিনীর হৃদয়ে অনুরাগের পথ দর্শক হয়ে কৃতকাৰ্য হলে ? কি দেব দুর্বিপাক ! আমি তা জানবুত

কখনই ইচ্ছার স্বাধীনতা করি নাই, পিতৃকুলের
কলঙ্ক প্রত্যাশা করি নাই, তবে আমার বিদ্যা শিক্ষায়
স্বাধীনতা লাভের কি এই ফল দর্শিল? হা দৃঢ়
প্রতিজ্ঞ। তুমি এখন কোথায়। ছুরাঙ্গর অনঙ্গের
ভয়ে অন্তর হ'তে কি অন্তর্হিত হলে? এক্ষণে তোমা
বাসীরা তার শাসন হতে পরিত্রাণের আর কোন
উপায় দেখি না, শীঘ্র পূর্বমত হৃদয়কে দৃঢ়তাব কর;
বাহুব। ছুরাঙ্গরের শাসনের নিমিত্ত অসি ধারণ কর;
নচেৎ কুলমর্যাদা রক্ষার আর কোন উপায় নাই।
অনঙ্গ ভেবে! অনুরাগের সময়সময় বিবেচনা করলে
না; পাত্রাপাত্র বিবেচনা করলে না; সেই ভিত্তে-
দ্বিত্য রাজকুমারের হৃদয়ের সমিহিত হ'তে তুমি সাহসী
না হলে, আমি স্ব'নোব আমাকেই কষ্ট দিলে,
এখন তোমাদের সকলেরই কি এই অভিপ্রায় হ'ল?
(উঠে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওই রাত্রি তো অধিক
হ'লো, কই রাজকুমার তো এখনও এলেন না, তবে
কি আমি চতুর্দিক অন্বেষণ ক'রে তাঁর দর্শন লাভে
নানের আবেগ নিবারণ করব? না—তা হ'লে
এই সখির মনে অন্য ভাব হবার সুভাবনা, তাঁর নিকট
এই মাত্র অসুস্থতা প্রকাশ করেছি, আবার অল্প সময়
য়ের মধ্যে সুস্থ লাভ করেছি কি রূপে ব্যক্ত করব?
উঃ এখন যে রাজকুমারের অদর্শন বাণ আমার হৃদয়
নিদীর্ণ করচে।

ইন্দু। (স্বগত) রাজকুমারীর অসুস্থ হওনের অর্থ তো নিজেই

[১ম, সত্যিকার] ইবাবতী সত্যিকার।

বাক্ত করবে (চিন্তা করিগা) আর কষ্ট দেয়া
 যাবে (ইচ্ছাশক্তি প্রদান করিগে) (রাজহুসীনের
 হস্তধারণ পুস্তক প্রকাশে) বাক্ত-
 করবে (যদি অনাকিত ভাবে, এখন এখন
 এখন, তা হলে তো আপনার মর্ম্ম সত্যতা
 হইতে পারতেন না, আপনার এই নাম
 হইতে উপযুক্ত ঐশ্বরের একটা হইত
 নাহি হইত! আমার নিকটে গোপন করা কি আপ-
 নার মুক্তি নিমিত্ত হয়েছে? আমি বাস্তব আশ্রয়
 হইতে প্রকাশের উপযুক্ত পাত্রী আর এখানে ক
 আছে? নানাবিধ পুস্তক পাঠেও হইত অবশ্য হইত
 ছেন যে মনোহুঃখ প্রিয়পাত্রীর নিবট বাক্ত করলেও
 ছাঙ্কের অনেক উপগম হয়? তবে কি আপনি আমাকে
 প্রিয়পাত্রী বিবেচনা করেন না?

প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ, শাসন বিরুদ্ধ এবং
 সমস্ত বিচারে আমায় চিত্ত সহসা অর্পিত হও-
 য়াবে (আমি আমার নিকটে আমার মনো-
 ভাব বাক্ত করতে সাহস করি নাই। (ইচ্ছাশক্তির
 হস্তধারণ পুস্তক প্রকাশে) প্রিয়সখি! আমাকে
 ক্ষমা করবেন, এ বাক্ত করলে আপনি ছাঙ্কিত হয়ে
 আর যন্ত্রণা বৃদ্ধি করবেন না (অনাকিত ভাবে) রাজ-
 কুমারকে দর্শন যাত্রেই হইত (আমি) প্রতিজ্ঞা
 জঙ্কর উদয় হয়েছিল (আমি) আমার তাঁর অপরিমিত
 বলবীর্ষ্য অবলোকন করে, আমার মন ও নয়ন এক-

বাঁরে তাঁর অধীন হয়ে পড়েচে, অধিকন্তু তাঁর আদর্শনে
আমার আশ্রয় রেশ হচ্ছে :

ইর। প্রিয়নাথি! চন্দ্রোদয়ে যেমন জলনিধি প্রকৃত
হয়, তেমনি আপনার মনে সমাজ বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা
ভেঙে তার উদয় দেখে আমার মনে সেই রূপ আত্ম-
দিত হ'ল কিংবা আপনি যেরূপ অনুভূত হয়েছেন
সেইরূপ বোঝা উচিত হয় না। রাজকুমার
তো আমাদের নিকটেই উপস্থিত আছেন, বিশেষতঃ
আপনি তাঁর প্রণয় রক্ষা করেছেন, যদি তাঁর নিকট
আশ্রয় সহজতরে এ সম্বন্ধ ব্যক্ত করা যায় তা হলে
তিনি বাক্যমই মিথ্যে করতে পারবেন না। আর এক্ষণে
রাজকুমার সমুদয়তীরে ভ্রমণ করছেন, আমি তাঁর অনু-
গমন করছিলামকি না তা তিনি অনুভব করতে পার-
লেন না তাঁর তার ভঙ্গি দেখে বোধ হ'ল বেন কোন
অপারি তখন তাঁর চিত্তক্ষেত্র অধিকার করেছে, বোধ
হ'ল আপাততঃ আমার তাঁর ও অন্তঃকরণে অনুরাগ অনু-
রিত হয়ে থাকবে; ধৈর্য্য হন, অগ্রে বাক্য কৌশলে
তাঁর মনোভাব অবগত হই, তার পর আপনার মনে-
তিতাস যাতে পূর্ণ হয় সে জন্য তাঁকে বিশেষ অনুরোধ
করব।

ইর। প্রিয়নাথি! সহসা আমার মনোভাব তাঁর নিকট
ব্যক্ত করতে সক্ষম বোধ হচ্ছে, কারণ তিনি আমা-
দের সামান্যিকই আমাদের আত্ম পরিচয় পয়েছেন,
তাতে যদি তাঁর প্রত্যয় না হয়ে থাকে? আমার এই

গর্হিত প্রস্তাবে যদি ইতর কন্যা বিবেচনা করে যুগা
কখন ? তা হলে কি হবে ।

ইন্দ্ৰ । রাজকুমারি ! যখন লতা সকল, কোন একটী
বৃক্ষ বেষ্টিত করতে ধাপমান হয়, তখন দিনকায়র
কিরণ হাতে স্তম্ভীতল হবার জন্য বৃক্ষ সকল ও লতা
বেষ্টিত হাতে অভিলাগা ভিন্ন কখন অনিচ্ছা প্রকাশ
করে না । সেই রূপ কোন ক্রি়া তুমিও আপনাকে মত
অনুগ্রহ হার খাচ্ছ, নতুন অবস্থার এমত হাতে
মুক্ত করতে তুমি আশাই আপনাকে আগ্রহ দিয়ে
জ্ঞাপিত হবেন ।

ইরা । প্রিয়সখ ! তবে রাজকুমার এখন কোথায় আছেন ?
আমার মনে যে নানা অমঙ্গল চিত্রা উপস্থিত আছে,
আমার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দ হতে আরম্ভ হ'ল কেন ?

ইন্দ্ৰ । রাজকুমারি ! আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি
এই অবিলম্বেই এখানে আনয়ন কর্তি, পান্যপত্রের
সেবা সম্বাহনা হ'ল নাহি ।

ইরা । প্রিয়সখ : তবে আমি পুনরায় শয়ন করুগেম ।
(শয়ন ।)

ইন্দ্ৰ । (গাত্ৰোত্তর পূর্বক গমনে উদ্ভূত হইয়া স্বগত)
সৌবন কাল অতি বিহয় কাল, এ কালে সকলেরই
অন্তঃকরণ কার্যে জলহরঙ্গব নাশ বগন যে দিকে
ইচ্ছা ধাপমান হয়, অথবা ভাপমান হার গতি রোধ
করতে সক্ষম হ'ল নাহি । রাজকুমারী যে জনস্র বেদ-
নায় কাতর হইতেছেন, এতে তাঁর কিছু মাত্র অপরাধ

নাই, একে তো উৎসুক পাত্রেই অনুগামিনী। হর-
চেন, আমার প্রেম অনুসারে ঈশ্বরের নিয়ম কখনই
লঙ্ঘন হয় না—আমার ও অন্তঃকরণ সদাসর্বদা রাজ-
কুমার মণি হামিংহের জন্য দগ্ধ হ'চো—তা ঠিক ঠিক।
(রাজকুমারীকে লক্ষ্য করিয়া) ওর প্রতিজ্ঞা হেতু
কেবল এক দিন আমার যন্ত্রণানল প্রভু গোপে
উদ্ভিগ্ন হ'তে পারেনি; এক্ষণে আমার ও রাজ-
কুমারীর মায় হ'লে নিশ্চয় মস্তাবনা, কারণ সংস-
গের দূর্ভাগ্য সকল স্বপূরই এখন গতি হ'রে থাকে।
এখন নাই। রাজকুমারীকে তো অগ্রে শাসন করি-
বার চেষ্টা করি তার পর আশাবাদ হ'তে থাকে।
তাই হবে। দেখিগে রাজকুমার কি অবস্থায় কোথায়
আছেন।

(এক দিক দিয়া প্রস্থান।)

অপর দিক দিয়া বশোবন্ত সিংহের পুনঃ প্রবেশ।

বশো। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! অল্পকালের মধ্যেই যে
আমর মন বিপরীত ভাব অবলম্বন ক'রে পরের
অধীন হ'য়ে পড়ল? সমুদ্র তীরটী এই সময় অতি
মনোহর এই বিবেচনা ক'রে রাজকুমারীর অদর্শনে
মনের চাপল্য নিবারণ করিবার আশায় ভ্রমনার্থ গমন
কর'লেম, কিন্তু সেখানে এরূপ ঘটনা সকল উপস্থিত
হ'তে আরম্ভ হ'ল, যে আমি নিশ্চিত কি জাগরিত
একাকী কি কুমারী লম্ভিতব্য হ'লে এ সকলের কিছুই
বিষ চিন্তে অনুধাবন করতে পারিলাম না; যে দিকে

দৃষ্টিপাত করি সেই একই রাজকুমারীর রূপ মাথার
 স্মরণ করি। (স্মরণ করি।) যে দিকে যাইনি
 দেখে। (স্মরণ করি।) (চিন্তা করিয়া) অপরিচিত ব্যক্তি
 আমার মনটিকে আঘাত মনোভাব
 প্রভৃতি কারণে তার বিপদিত মন প্রাপ্ত হই, তা
 মতান্তর লক্ষিত হইতে পারে। (দীর্ঘনিঃশ্বাস
 করিয়া) পরমেশ্বর কি করিয়া যাব। জনকেই
 মন প্রাপ্ত হইয়া আমার মনটিকে আঘাত
 করে। এই রূপ সম্ভাবনা কখনও না হইল
 আমার ভাগ্যেই এই রূপ ঘটন। সকলি ভবিষ্যৎ
 নির্দিষ্ট। (রাজকুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চন্দের
 প্রতিদ্বন্দ্ব রাজকুমারীর গাত্রে পতিত দেখিয়া আশ্চর্য
 হইল।) একি! অসম্ভব! কি রাজকুমারী
 দীর প্রতি আসক্ত হয়ে, আমার প্রতিদ্বন্দ্ব হইল।
 (স্মরণ করি।) রাজকুমারী সে একি মন
 প্রাপ্ত হইল? কুমারী কোথায় গেলেন? তাইতো তাইতো
 যে নিকটবর্তী কোন স্থানে দেখতে পাই না। এর
 কারণ কি? (চিন্তা করিয়া) বোধ করি বিশেষ প্রয়ো-
 জন বশতঃ নির্জন স্থানেই গমন করে থাকেন। এখনি
 প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা। (রাজকুমারীর দিকে অগ্রসর
 হইয়া) রাজকুমারীর অদর্শনে অত্যন্ত গাভীরা হওয়ায়
 সমবাস্তে রাজকুমারীকে দর্শন করতে এলাম, তা একে
 যতবার নিরীক্ষণ করি ততই মনোমগ্ন এক অনির্ব-

জনীয় ভাষ্যেদয় হয়ে কটের দুই ব্যতীত তো হ্রাস
হয়ে না। তবে তো আর এর মিলিত অবস্থিতি কবলো
এ অপেক্ষা ২০ দিন শতাব্দীর নিগতি ন হ'তে হবে, কারণ
এ শিশুর কামিনীর উপস্থাপ্তি আর কোন ক্রমেই
নই, বরং জীবনোক হয়ে আমার প্রশ্ন রক্ষা করার,
আমাকে ক্রোধধম অনুমান করেছেন, তবে আমার
একগে রাজকুমারীর ছন্দ প্রেমলাভের আশা পরি-
ত্যাগ করে এখন হ'তে গোপনে গোপনে পলায়ন
করছি প্রায়ঃ (নেপথ্যে পদ শব্দ শুনিয়া কুর্জিতের
দৃষ্টিপাত করিয়া) ইশ্! কি হ'ল ক'ল য়েছে,
অত্যন্ত মূর্খের নায় ব'ব, করা হয়েছে তার তো চক্ষু-
স্পর্শের আশা করা হয়েছে—রাজকুমারী এম্বাধিনী
নিজা যাচান আর এত দীর্ঘকাল শিরির মধ্যে অব-
স্থিতি কর্চি; এই বুঝি কুমারী আস'নে? এখন ত
অনন্ত মূর্খতা প্রকাশ হবে; (সমস্যাতে য ই ত অগ্র-
সর হইয়া) এই প্রস্থানেই একেবারে এখন হ'তে
প্রস্থান করা উচিত। হা ভগবান! সেই শিশুটো যিমা-
তার জন্য আরও কত কষ্ট সহ্য করতে হবে।

(প্রস্থান ।)

ইরা। (পুনরায় রাজকুমার যশোবন্ত সিংহ ক নিজাবস্থায়
সঙ্গে দেখিয়া চকিত ভাবে গাত্রোথান পূর্বক উচ্চৈঃ-
স্বরে) রাজকুমার! রাজকুমার! এ অধিনায়ে
তুমি যজ্ঞশায় নিমগ্ন ক'রে পলায়ন করবেন, না কর-
বেন না (পুনরায় শয়ন ।)

সসবাক্তে কুমারী ইন্দুবতীর প্রবেশ ।

ইন্দু । (পর্য্যবেক্ষণ করি উপবেশন ও রাজকুমারীর গায়ে হস্ত
মার্জন করিতে করিতে) একি ! একি ! কি সর্ব্বনাশ !
রাজকুমারী ! আপনি এ অকস্মাৎ এরূপ হওনের কারণ
কি ?

একজন সৈন্যের প্রবেশ

ইরা । (কুমারীর গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া দক্ষঃস্থলে মন্তক
রাখিয়া লজ্জা ও ভয়ের সহিত) হা ! প্রিয়সখি !
স্বপ্ন—

ইন্দু । (সৈন্যের প্রতি) সৈন্য, ব্যজন লইয়া শীঘ্র বাতাস
আরম্ভ কর ।

সৈন্য । (সে আজ্ঞা) (ব্যজনগ্রহণ করিয়া বাতাস আরম্ভ) ।

ইন্দু । (ইরাদতীর প্রতি) ছি ! ছি ! ত্বকি রাজকুমারী স্বপ্নও
কি কখন সত্য হয় ? তা হ'লে মনুষ্যের অদৃষ্ট জানবার
জার ভাঙ্গল থাকতনা, এই সে আম প্রায় প্রত্যাহই
তোমার ভাতা রাজকুমার মহাপৎসিংহকে স্বপ্নে দেখি,
তাকি সত্য হয় ?

ইরা । প্রিয়সখি ! সে স্বপ্ন আবার মনে হ'লে, আমার হৃদয়
বিদোৰ্ণ হয় ! (শিহরিয়া উঠিয়া রোদন)

ইন্দু । রাজকুমারি ! আপনি এতদূর বিবেচনাশূন্য হলে, এই
কষ্ট হ'তে কখনই প্রতি লাভ করতে পারবেন না ।
এমন কি ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছেন যে আপনার এরূপ
দুঃসহ কষ্ট হচ্ছে ?

ইরা। প্রিয়সখি! আমার নিকট হ'তে আপনার গমনের
কোন নতুন আবির্ভাব হ'ল—নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন
করলেম যেন রাজকুমার আমার নগর পৌড়ার ব্যস্ত
হয়ে, আমার নিকট আগমন করেছিলেন।—

ইন্দু। ইরা—তার পর কি হ'ল?

ইরা। প্রিয়সখি! তার পর তিনি যেন আমার প্রেমভাষায়
তার পক্ষে ছাশাশা মনে মনে স্থির করলেন।—

ইন্দু। রাজকুমারি! কেন এত অধৈর্য হ'লেন?—কত
টাই কি বলুন? এখনি তার প্রতিজ্ঞার তেটো
করচি।

ইরা। প্রিয়সখি! তার পর রাজকুমার আমার আশ্রয় প্রক-
টারে নিরাশ হয়ে, তার আগাকে পুনরাধিষ্ঠান করলেন
না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করলেন, আর অনর্নি অর্নি
নিদ্রাবস্থায় রাজকুমারের গমনে বাধা দিবার জন্য
ওরূপ চীৎকার করে উঠলেন। (সরোদনে) আপন
যে উল্কে আনয়ন করতে গিয়েছিলেন, তিনি কি
এনেছেন?

ইন্দু। (সৈন্যের প্রতি) সৈন্য! তুমি বাতাল দেওনে নিরস্ত
হয়ে, অবিদ্যায় শিবিরের পশ্চিমাংশে রাজকুমারকে
অন্বেষণ করে এস।

সৈন্য। যে অজ্ঞেয় কুমারি! (বাজন রাখিয়া ঘাঁটিতে ঘাইতে
স্বপ্নত) কি বিপদ—প্রায় দ্বাদশটি দিগবাতের
মধ্যে তোমার আশ্রয় একদণ্ডের নিমিত্তেই বিস্তার
করি নাই, এখন কোথায় সে সকল আশ্রয় হ'তে

উদ্ধার হওয়া গিরেটে, সময় সময় এক সারি-৭ মিট্রান
করে, তা না হয়ে পূর্বের চেয়েও শিথিল পেশি;
তুমি যদি তোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা নাই কর, তাহলে
তবে কি জনো একপ প্রতিজ্ঞা করেছিলে? তাহলে
প্রতিজ্ঞার ফল প্রকাশ হ'ল—এই অমানক ভাবনা এক
জন কে থাকার কে—তিনিই বলেন আশীর্বাদ,
পরমেশ্বর জানেন—তার উপায়—অনুরক্ত হয়ে একপ
কষ্ট পাওয়া কেন? আর তুমি—এই কষ্ট পেওয়া
কেন? আর দেশের লোকের—এই কষ্ট না হাসানো
হওয়া কেন? এখন যেরাপ দেখাচ বনি সৌর রাজকু-
মার না পাওয়া যায়—এই রাহকু-রীত জাহান
—সন্দেহ। আমায় পরাধীন, এই প্রতিজ্ঞা করা যাই
নহা করতে হবে, যাই—ক'র জনো বনে বনে ভ্রমণ
করিগে।

(প্রস্থান।)

ইরাকী (কাঁদর স্বরে) প্রিয়মখি! আপনি রাজকুমারকে
আমার নিকট আগমনের নিমিত্ত আহ্বান কর্তে
গমন করলেন তার পর আপনি একাকিনী প্রহা-
গমন করলেন যে? রাজকুমার এলেন না? তিনি কি
বলেন?

ইন্দু। রাজকুমারি! সমুদ্রতীরে ইনহুতঃ অশেষদণ্ডের পর,
ক'র দর্শন না পাওয়াতে নিঃশেষ কর্তব্য যে
রাজকুমার শিরিরে পশ্চিমাংশবর্তী স্থানটীর
রবণীকৃতপ্রকৃত সেই স্থানেই ভ্রমণ করতেন

তক্ষণে আমি যেমন শিশির সমিহিত স্বামি দিবে সেই দিকেই গমন করেছিলাম আর আমি আপনার চিৎকার শ্রুতি প্রাপ্ত করে আর গমন সমর্থ না হয়ে শিরে মধ্যে এসে আপনার এই অবস্থা অবলোকন করতাম। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, সৈন্যকে পুনরায় প্রেরণ করেছি, অতি শীঘ্র তাঁর প্রত্যাবর্তন প্রাপ্ত হওয়া যাবে।

(সৈন্যের পুনঃ প্রবেশ ।)

সৈন্য। রাজকুমারি! আমি তো ইতরাতঃ রাজকুমারকে অবেষণ করলেম, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁর অস্তিত্ব করতে পারলেম না, অবশেষে রাজকুমারকে পুনরায় বলে অতি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করলেম তখনই কোন প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হলেম না।

ইরা। (বলপূর্বক গাত্ৰোত্তোলন করিতে উদ্যত) ইরা প্রিয় সখি! আমার অন্তরে কি অমূলক স্বপ্ন সত্য হ'ল। আমার কি দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দ হওয়ার এই জীবন নাশক ফল প্রাপ্ত হলেম? আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি স্বয়ং একবার তাঁকে অবেষণ করে আসি, নচেৎ আমার প্রাণরক্ষা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। (ইন্দুমতীর কোঁড়ে শয়ন ও রোদন ।)

ইন্দু। রাজকুমারি! আপনার এরূপ যত্ননা, আর আমি দেখতে পারি না, আপনি নিতান্ত লঘুতা প্রকাশ করে আমাকে দুঃখিত করবেন না। এক্ষণে আপনি একটু কাত্ত হউন, আপনার এ ক্লেশ নিবারণ পক্ষে আমার

কোন ক্ষতি হবে না। (স্বগত) এখন এ পিসার কি
 কথা বলিবে? রাজকুমারী যে প্রকার অশীরা হয়েছেন,
 তাই তাই পথান্ত কিছুর্তই তো রাজকুমারের অশ্ব-
 সারিতে একে নিরস্ত রাখা যাবে না, আমাকেও পরি-
 ত্যাগ করিবার পশ্চাদ্গমনে উদ্যোগিনী দেখি। এদিকে
 রাজকুমারের অশ্বসংকলন করিতে রাত্রি প্রভাত
 পর্যন্ত অপেক্ষা করাও বিশেষ নয়। (প্রকাশ্যে)
 রাজকুমারি। রাজকুমারের নিকট-ভ্রী কোন স্থানে
 অবস্থিত করিবার নিত্য সঙ্কল্পনা আর যদি আপ-
 নার স্বপ্ন বৃত্তান্ত সত্য হয়েই থাকে, তা হলে তিনি
 কখনই পুনরায় অরণ্য মগ্নে প্রবেশ করিবেন না এবং
 তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করেছেন যে তাঁর সেই সাপীরদী
 নিমিত্তই মন্দ অভিসন্ধির কারণেই তিনি গৃহ পরিত্যাগ
 করে অজ্ঞাত বানে এসেছেন, এতে যে তিনি গৃহে
 প্রবেশ করবেন তাও তো বোধ হয় না; নিশ্চ-
 য়ই প্রেমের বন্ধন পরিত্যাগে গমন করবেন। অত-
 রাতে প্রবেশ করে বাহিরে করার নিমিত্ত গাছের দেশের
 পথান্ত করাও কোন উপায় নাই—চলুন এমনি গণে আমা-
 দেয় দেশান্তরিত করি। রাজকুমারের অশ্বসংকলন করি।
 তাঁর দর্শন লাভের জন্য সঙ্কল্প লম্বাখন, নতুবা পাণী
 পৌঁছিয়া আপনার ভাষার সত্যিত পরামর্শ করিয়া
 সেই রাজকুমার দেশান্তরিত হইতে বাত্রে পুনঃ প্রাপ্ত
 হয়ে আপনার মনোরথ সকল হই, তাহিলে সাধামত
 চেষ্টা করব, এই আমার প্রতিজ্ঞা। (রাজকুমারীকে

নিরস দেখিয়া) এই উপায় নাটীত এক্ষণে আর কোন উপায় হ'তে পারে না কি বলেন ?

ইরা । প্রিয়সখি ! আপনার যা কর্তব্য হয় শীঘ্র করুন, এক্ষণে আমার আর হিচাহিত বিবেচনা করিবার ক্ষমতা নাই ।

ইন্দু । (সৈন্যের প্রতি) দেখ ! তোমাদের সৈন্যাদ্য-ক্ষণে শীঘ্র ডেকে আন ।

সৈন্য । যে আজ্ঞা কুমারি ।

(প্রস্থান)

ইন্দু । রাজকুমারি ! য'তোখানে করুন আপনার এ ব্যাপিত শরীরে আরও একটু বিশ্রাম করুন ঘোটকারোড়গে এমন বানীত এক্ষণে য'ন উপায় দেখি'তি না কিন্তু কি করি হইবে । এমন হ'লে আর কোন উপায় নাটী (রাজকুমারী) (কান্নায় ন'রত দেখিয়া আশ্রয়ার্থী হইরা) হইয়া । রাজকুমারী যে একরূপ পাগলিনী হলেন, সেখানি আর এখানে বিলম্ব করা উচিত নয়, এর অ-তঃ আরও অধিক বিপদ হুওনের সম্ভাবনা ।

১ ন্যায়ালয়ে হইবে ।

ইন্দু । হ'ন নোনা বাক ! তোমরা কল্য প্রভাত হ'তে এই স্থানে অ'র ও তিন দিবস অপেক্ষা করে, চতুর্দিকে রাজকুমার গণোবহু সিংহের আশ্রয় করে, তাঁর দর্শন পাও মঙ্গল, নচেৎ মিরি ভঙ্গ কর রা'ধানীতে প্রত্যাহ্বন করবে । আমরা এই দ'ও রাজধানীতে প্রত্যাহ্বন করব, অবিলম্বে ঘোটক প্রহরতের অনুমতি কর বে ।

সৈন্যদল। (সেখানে ফুটিল)

(প্রস্থান)

ইন্দু। (রাজকুমারীর হস্ত ধরিয়া) রাজকুমারী!
দেখ, তুমি এখন কখন।

ইন্দু। (স্বপ্নমুগ্ধভাবে) রাজধানীতে একবার
আসিয়া পালো হয়।

(স্বপ্নমুগ্ধ প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

— দৃশ্য —

গজাবনগর নগরীর সমস্ত দ্বার— (সৈন্যদল) (স্বপ্নমুগ্ধ)

কতিপয় প্রহরী দণ্ডায়মান।

১ম প্র। (সৈন্যদল) (স্বপ্নমুগ্ধ) (স্বপ্নমুগ্ধ) (স্বপ্নমুগ্ধ)
বাহিনীত হইয়া (স্বপ্নমুগ্ধ) (স্বপ্নমুগ্ধ) (স্বপ্নমুগ্ধ)
ঘোড়ার পায়ের শব্দ শ্রবণা যাইতে

২য় প্র। হাঁ তাইত! (স্বপ্নমুগ্ধ) (স্বপ্নমুগ্ধ) (স্বপ্নমুগ্ধ)
রাজকুমারী ইরাবতা ও কুমারী (স্বপ্নমুগ্ধ) (স্বপ্নমুগ্ধ)
দেখিয়া, এই যে ভূতি হ্রোণেত ঘোড়ার চড়ে এই
দিকেরই আসচে।

১ম প্র। বিপক্ষ না কি ?

রত্ন। সেরকম তো বিবেচনা হয়না—অতিশয় দুঃখিত দেখছি।

রত্নকুমারী ইন্দুরী ও কুমারী চন্দ্রমতীর সেটকারোহণ প্রবেশ।

(রত্নকুমারীকে বসিবার স্থান প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া)

১ম ও ২য় প্রহরীর উভয়ের অশ্রু রক্তধারণ।)

১ম প্র। (রাজকুমারীদের প্রতি) তোমরা খ্রীলোক দেখছি, হঠাৎ অস্বাভাবিক কোথা হ'তে এখানে এসে উপস্থিত হও ? আর কিজনাই বা আমাদের বিনা সম্মতিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হ'তো ?

ইন্দু। তোমরা বাধা কে ?

২য় প্র। আমরা দ্বাররক্ষক।

ইন্দু। তবে তোমরা কি নূন রক্ষক নিযুক্ত হয়েছ। যে আমাদের চিন্তে পাত্ত না।

২য় প্র। কেন ? আমি এই কার্যে প্রায় বার বৎসর নিযুক্ত আছি।

১ম প্র। আমারও প্রায় দশ বৎসর অধীত হয়।

ইরা। (জনান্তিকে ইন্দুমতীর প্রতি কাতর স্বরে) গিন্ন-সখি ! আমাদের আপন বাটীতে আমরা প্রবেশ করুন তাতে কিজন্য এরা বাধা দিচ্ছে ?

ইন্দু। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) রাজকুমারি ! এ প্রহরীদের আকার প্রকার ও পরিচ্ছদ দেখে সোধ হ'তো এরা দেশীয় প্রহরী নয়। (প্রহরীদের প্রতি) প্রহরি ! তোমরা কার দ্বারা এ বাটীর দ্বার রক্ষক কার্যে নিযুক্ত হয়েছ ?

২য় প্র। অতঃপর দৌলতশাহের দ্বারা এই কার্য
নিষ্পন্ন হইল।

ইন্দু : (স্বকথায়িতা হইয়া) সে কি ! মহারাজ দৌল-
শাহ কে ?

১ম প্র। আমার নিকট শোন। তিনি কান্দেহশের অত্য-
গত দেশগড় নগরের অধিতীয় মহারাজ, অন্য পক্ষ
সিবেস গত হ'ল, রাজকুমার মহীপৎ সিংহের এই বাদী
ও সমুদয় রাজ্য প্রভৃতি অধিকার করে। (অতঃপর
দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এই জয় পতাকা প্রতি-
ষ্ঠিত করেছেন।

ইন্দু। (চকিত ভাবে) কি ! রাজকুমার মহীপৎ সিংহ
তবে কোথায় ? (ইরানীর প্রতি দৃষ্টি পূর্বক তাঁহার
উর্ধ্ব নয়ন দেখিয়া সমস্তই চমকিত হইয়া অতঃপর
কথিয়া) এ কি ! এ কি ! রাজকুমার মহীপৎ সিংহ
কেন ? উর্ধ্ব নয়ন দেখিওঁ যে এত উজ্জ্বল
পূর্ব লক্ষণ হ'ল। (রাজকুমারের দিকে দৃষ্টি করিয়া
ঘোটক হইতে নামাইতে নামাইতে) রাজকুমারি !
আপনি শীঘ্র অশ্ব হইতে অবতরণ করুন।

ইরা। (অবশ্য অশ্ব কুমারী ইন্দুতীর অশ্ব হইতে নামিয়া অব-
তরণ করিতে করিতে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) প্রিয়সখি !
সময় মন্দ হলে কি এতদূর গমনীয় ! হা পর অশ্বর !
আপনি কি আমাদের প্রতি এতদূর বিশ্বাস ! (কুমারীর
সাহায্যে ভূমে শয়ন ও মুক্তি)।

ইন্দু : (কাতর স্বরে প্রহরীরের প্রতি) ও বাবা ! তোমরা

ঘোটক দুটিকে দূরে কোন স্থানে বন্ধন করে, শীত
একটু জল আর এক খানি পাখা যদি দাও তা হলে
বুঝি পকৃত হই।

হয় প্র। তবে অগ্রে আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করুন।

ইন্দু। (ইরারতীর ও নিজের অস্ত্র প্রহরীর হস্তে প্রদান
পূর্বক স্বগত) হা! কি কঠিন হৃদয়! (প্রকাশে)
বাপু! অগ্রে শীত একটুক জল আন, স্ত্রী হত্যা হয়।

(ঘোটক লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।)

ইন্দু। (রাজকুমারীর গাত্রে বস্ত্রের দ্বারা নাড়াগ করিতে
করিতে) রাজকুমারি! রাজকুমারি! এ কি হ'ল
রাজকুমারী যে একবারে অজ্ঞান হয়েছেন। (সরো-
দনে) কি হবে? রাজকুমারি! রাজকুমারি।

ঘোটক রাখিয়া জল ও পাখা লইয়া প্রহরীদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ।

২য় প্র। (জল ও পাখা কুমারীকে প্রদান পূর্বক) ভয়
নাই মুছিয়া হয়েছে, একটু জল মুখে দিন, বাঁচিয়া
করুন।

ইন্দু। (ব্যজন ও মুখে জল প্রদান করিতে করিতে) রাজ-
কুমারি! রাজকুমারি!

ইরা। (চেতনলাভ করিয়া) হা বিধাতঃ! এককালে কি
আমাদের প্রতি সকল বাদ সাধিলে?

ইন্দু। আঃ বাঁচলেগ, আমার দেহে সীলন এলো; রাজকুমারি!
এক্ষণে আপনি একটু নীরব থান, আপনার অত্যন্ত
ক্লেশ হতেছে। (প্রহরীর প্রতি) প্রহরি। তোমাদের
এক্ষণে মানসিক?

—ইতি । (কুমার । তখন মতি গোমার পরামর্শ গ্রাহ্য করতেন
তাহলে কি একটা পয়েন্ট নেয়ের জন্য আমাদের এতদূর
বিশেষ প্রচেষ্টা (অর্থাৎ) আশা । রাজকুমারী
গোমার পিড়ার আশ্রয় না থাকতেন তা হলে
তিনি যে কখনও রান্নাঘরে হ'তে, অল্প গহন করতে
তিনি যে না আমাদের এরূপ তুর্দশাপন্ন হ'তে হ'ত ?
কুমার মহীপৎসিংহের কারাগার মুক্তির
প্রয়োজনের এতকণ ক্রটি হ'ত ? হা ভগবন্ ! স-
কলই তোমার ইচ্ছা ।

(এক দিকদিরা রাজকুমারী ইরবতী, কুমারী ইন্দু-তি, ও দ্বিতীয়
প্রহরী, ও অপর দিকদিরা প্রথম প্রহরীর প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় পর্ভীক ।

সাক্ষীর মগর—করোগার ।

বন্দী কুমার মহীপৎসিংহ ও বন্দী অসীম ।

—মহী । কুমার ! তখন মতি গোমার পরামর্শ গ্রাহ্য করতেন
তাহলে কি একটা পয়েন্ট নেয়ের জন্য আমাদের এতদূর
বিশেষ প্রচেষ্টা হ'তে হ'ত ? এখনও বলি আপনি সজ্ঞ
এইগ করুন, ইন্দুতীর পাশা পরিত্যাগ করুন ।

[১ম, গভীর ।] ইরানী সচিব ।

১ম প্র । রাজকুমার মহীপৎ সিংহ মন্ত্রী সহ কারাগারে বন্দী
আছেন, আপনারা দেখচি তাঁর কোন পুরস্কৃতী হবেন।
আপনাদের ও কারাগারে গিয়ে বন্দী হ'তে হবে ।

২ম প্র । (স্বগত) হাঁ, মহারাজ দৌলতশায়ের ঐরূপ অসু-
মতি আছে বটে ।

ইন্দু । হা পরমেশ্বর ! কুমার মহীপৎসিংহ কারাগারে
বন্দী একথাও শুনে হ'ল ! (চিন্তা করিয়া রাজকু-
মারীর প্রতি) রাজকুমারি ! প্রহরীরা যা বল্যে তাতে
একনে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে আর কোন উপায়
দেখচি না, কি বলেন ?

ইরা । শ্রিয়সখি ! আমাদের একনে সম্পূর্ণ অহবৈশুণ্য,
অগত্যা কি করা———

ইন্দু । (দীর্ঘনিশ্বাস পাশ্চাত্য পূর্বক প্রহরীরের প্রতি)
প্রহরী ! আমরা একনে কাজে কাজেই তোমাদের
সহায়তা করছি, চল ।

২য় প্র । বেশ চলুন । (অপর প্রহরীরপ্রতি) আগি এঁদের
সহায়তাবাহারে কারাগারে চলাম, তুমি এই সমুদয়
বৃত্তান্ত মহারাজের নিকট সংবাদ করগে ।

১ম প্র । বেশ ।

২য় প্র । (রাজকুমারীদিগের প্রতি) তবে আপনারা
গীত্রোথান করুন—চলুন !

ইন্দু । (রাজকুমারীর হস্ত ধারণ পূর্বক) রাজকুমারি ।
তবেটুন ।

মহি । মাশর । পুনরায় আপনি সেইকপে এস্তান
কচ্ছেন ? এ আপনি এ মাতিশর ভ্রম, দেখি আপনি
নিশ্চয় জানবেন মহি । আমি এই ভরতর নাট্য নুর যে
কথা হাতে বলে আপনাকে এইকপে পঠানো মস্তান
করে । আপনি অবশ্যই এখন ইচ্ছা করে আপনার কতি নাই
কুশল কুমারীর জন্যে এতো আপনার সামান্য কষ্ট, যদি
আমার অর্ধ অঙ্গ পর্যন্ত দেখে । ও কৈশে নিম্ন করে,
‘কখনও’ এ মহিম বুদ্ধিক বাড়া । যাক শরীরে নাশনক
রায়, মধ্যাহ্ন সময় পিনকরেব নিম্নে মকভুগি মধ্যে টি
তপ্ত বালুকার উপর হস্ত পাবন্ধন করে পতিত করে
রাখে, ইদ্রুম নীর আশা তাওমহকবতে পারি তখাত
তার থোমা-নাফা হৃদয় হতে বাহির করে অপেরোভা
পেও স্বামী হাতে ইচ্ছা করি না ।

মহী । (রাজকুমারের হস্ত ধারণ পূর্বক) কুমার । আপনি
রাজকুমারের হস্ত ধারণ করিতে কষ্ট হতে সেই
জানকি দেখে । ওহে আপনাকে উপর আমি প্রত্য প্রকাশ
করি, আমি এ কষ্টের জন্যে অপেক্ষা করি । (নেপথ্য
পদ শব্দ শুনিয়া) ওহে কুমার ।

দ্বিতীয় প্রহরা মহি । রাজকুমার । ই । ওহে কুমার । ইচ্ছা করে
ইনা । (মহীপুত্রের হস্ত ধারণ পূর্বক) রাজকু-
মার । এ কষ্ট মর্শিনার ইচ্ছা । ওহে আপনাকে এইকপে
তুর্দশাপন্ন দেখে । ওহে কুমার । ওহে কুমার । এই অর্ব্বাহা
আর আমার মস্তান । ওহে কুমার । ওহে কুমার ।
‘হা বিধাতঃ । অবশেষে আমার কপালে কি এই ঘটল ?

হৃদয় বিদীর্ণ হও! নয়ন দৃষ্টিশূন্য হও! পৃথিবী
 দিবা হও! রাজকুমারের এ কষ্ট আর তুমি
 দৃষ্টিগোচর করতে পারি না, হায়! হায়! কেন
 আমি সেই অগ্নিহোতাদের বন হ'তে বেঁচে
 এলাম, আর এসেই বা কেমন করে অন্যায়সে
 আপনার চরবস্ত্রা দর্শন কষ্ট সহ্য কলাম? রাজকু-
 মার! আপনি স্বাধীনতা হারিয়েছেন, বিহাসন
 পরিভ্রষ্ট হয়েছেন, আমার দেখে জীবন থাকতে
 এ সকল আমাকেও শুনে সহ্য করতে হ'ল? হা!
 সর্দেস্তভদ্রতা পরমেশ্বর! আমরা কি আপনার নিকট
 এতদূর দণ্ডাই হয়েছি, যে আমাদের পক্ষে সকলই
 অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত হচ্ছে? (রাজকুমারের
 মুখাবলোকন পূর্বক) হায়! হায়! রাজকুমার
 যে নির্ভর কে? আর কি নিমিত্তই বা, দীর্ঘদ
 সময় হবে, আপনাকে বন্দী করলে?

মহা! (তথ্যিত ভাবে) কুমারি! একটি জীবনের প্রতি
 দুটি ব্যক্তির লক্ষ্য হলেই তো একব্যক্তির পক্ষে প্রাণ
 এইরূপ ঘটনাই হয়ে থাকে:

ইরা! চক্ষু মুছিতে মুছিতে কাতরসরে; ভ্রাতৃ! আমবা অনুপ-
 স্থিত ছিলাম, অতএব এবিধের আনুপূর্বিক না বল্যে ও-
 রূপ প্রত্যুত্তরে আমরা তো কিছুই বুঝতে পাল্যেম না;
 যদি আপনার কষ্ট না হয় তা হলে সকল রত্নাস্ত্র আনু-
 পূর্বিক আমাদেরকে জ্ঞাত করে সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

উৎপাতিত করে আমাকে নারীকুলের কলঙ্কিনী করে
অনিলাস করেছে? কি! এদোহে জীবন পাতক
মারম, রাজকুমার মহীপত্রসিংহকে বন্দী করেছে।
(উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত পূর্বক) হে সর্বাদেশ! হে ঈশ্বর!
আমি তোমাদিগকে সাফী করে বল্চি যখন আমার
মোহ শোণিত বাহির হচ্ছে, হস্ত পদ সঞ্চালন করতে
সক্ষম হচ্ছি, স্ত্রী হয়ে অস্ত্র ধারণ করে ভীষণ শত্রু হস্ত
হ'তে অগস্ত্যক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা দ্বারা ক্ষত্রিয়
কুমারীর পরিচয় দিয়ে এসেছি। তখন, (হাত দেখাইয়া)
এই হস্ত ছুরায়া দৌলত্রায়ের জীবন সংহারের চেষ্টা
করতে কখনই ফালা হবে না। রাজকুমার! এ অশ্রীর
আশা হ'তে কোন ক্রমেই আপনি প্রতিনিবৃত্ত হও-
না, আপনি নিশ্চয় জানবেন যদ্যপে আপনার
প্রেমাকাঙ্ক্ষা হ'তে আমার নিরাশাস হ'তে হবে ত-
দ্যপে এ পাপ জীবন বথায় তথায় আপনার স্মিচরণ
উদ্দেশে উৎসর্গ করব এই আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

একজন দূতের প্রবেশ।

দূত। (ইরারতী ও ইন্দুমতীর প্রতি) কার নাম কুমারী
ইন্দুমতী?

ইন্দু। (দূতের প্রতি) আমার নাম ইন্দুমতী। তোমার
জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় কি?

দূত। মহারাজ দৌলত্রায়ের অনুমতি; আপনি তাঁর স্বদে-
শীয় প্রচণ্ড প্রতাপশালী মহারাজ দ্রোণকরারের হুঁহতা
আপনি কারাবদ্ধ হয়ে বন্দী দিগের সহিত কারাগারে

তুমি তোমার সখ্যবান, এবং মহারাজ
তোমার সখ্যবান। তখনই শ্রুতনাকে
নিকট লয়ে যাবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ

নয়। (সমুপেক্ষক সরোদনে) শোন দূত! তোমার মহা-
রাজ আমার নিকট যতই কেন চাতুরী ওয় যা প্রকাশ
করেন না, এবং যতই কেন বল-বিক্রম প্রকাশ
করেন না, কখনই রাজ কুমার মহীপৎসিংহের প্রেম
কাঙ্ক্ষা হৃদয়ে আমার বিরক্ত করেছে সক্ষম হবেন না।

(মহীপৎসিংহকে দেখাইয়া) এই রাজকুমার আমার
জীবন ধারণের এক মাত্র সাধন। ইনি ব্যতীত পৃথিবী
মাগো এ যাত্রার আমার দেহে জীবন থাকবার অন্য উপায়
রহিত। আর দেখ! (রাজকুমারী হুঁরাবতীকে দেখাইয়া)
এই রাজকুমারী যদি মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত না হত-
তেন তা হলেও এতক্ষণ থাকার হাতে দেশগড় নগর
অবধি বিস্তৃত প্রদেশে তোমাঙ্গিরে ন্যায়চুর্ক অভিসন্ধি
সম্পন্ন ব্যক্তিদের শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হ'ত।

দূত। ওমুন কুমার! এ সকল আমার অনধিকার চর্চা, এ
সবল আমার প্রত্যুত্তর দিতে আমি সক্ষম নহি, কিন্তু
মহারাজ সৌভাগ্যের প্রতি এ প্রশ্ন হলে, তিনি অব-
শ্যই প্রত্যুত্তর প্রদানে সক্ষম হতেন, তার কোন সন্দেহ
নাই। এক্ষণে মহারাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করুন
বিলম্ব হতে।

ইন্দু। (রাজকুমার ও রাজকুমারীর প্রতি) আমি আর

আগমনের দূরবস্থা দেখতে পারিমে । পরমে
নিকট প্রার্থনা করুন যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ
(দূতের প্রতি) দূত ! তবে চল ।

দূত । আজ্ঞা, অগাধাশ্রিতা হউন ।

(দূত সহ কুমারী ইন্দুমতীর প্রস্থান ।)

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

পাকিস্তান নগর—রাজপুত্র ।

সদয় চিত্তে রাজা দৌলতশাহের ইচ্ছাভাঃ প্রকাশ ।

দৌল । (স্বগত) অনেক ক্রোশের পর অদ্য নিবিড় মনের
আশা পূর্ণ হইবে, আজ ইন্দুমতী দর্শন করে মন তৃপ্ত
হয়ে এক মনঃ সন্তোষি লাভ করবে ; কিন্তু তাঁর
দর্শন না করিতেই আমার মনোরথ প্রতি বেরূপ অনুরক্ত
হয়েছে, এক্ষণে এখানে উপস্থিত থাকেই আমার সহিত
প্রেমালপ হাত বিলাস হলে তো আমার সন্তোষ কর
হবে । (চিন্তা করিয়া) কেন বা তা শীঘ্র নাই হবে ?

একগে তো আমার অধীন হয়েছেন। এখন এনেই বুঝতে পারি। (পুনরায় চিন্তা করিয়া) কখনকখন তো তাঁকে আনতে দূতকে প্রেরণ করেছি। কেনও আসছেন না কেন? আমি একটু অসুস্থ হয়ে দেখি। (গমনে উদ্যত হইয়া দূত সহ কুমারী ইন্দুমতীকে দূরে আসিতে দেখিয়া) না এই যে কুমারী দূত সমভিব্যাহারে আসছেন (নাহ্মানে) আহা কুমারীর কি অনৈকিক রূপমাধুর্য!—প্রিয়বস্ত্রকে এখন ডাকান হবে না, ওঁর কিরূপ মনোভাব অণে আমি অবগত হই।

দূত সহ কুমারী ইন্দুমতীর প্রবেশ।

দৌল। (সমস্রমে কুমারীর প্রতি) আহ্নন! আসতে আসো হক্! আপনাকে দশন করে আমি সান্তিস্য প্রতি লাভ করবোম। সহসা বলতে নাহম হয় না, যদি এই পর্য্যঙ্কে এক পার্শ্বে উপবেশন করতে ইচ্ছা করেন, তা হলে আমি না হয় এই খানেই দণ্ডায়মান থাকি।

ইন্দু। মহারাজ! আপনি আমার জন্মভূমির রাজা, আমার পক্ষে আপনি দেব তুল্য অতএব আমাকে স্পর্শ করলে আপনার দেহ অপবিত্র হবার সম্ভাবনা; অন্য আমার নিতান্ত সৌভাগ্য ও স্তম্ভনাত বলতে হবে, যেহেতু আপনি আমাকে এইরূপ সম্মান ও সম্মানন করলেন। আপনি উপবেশন করুন, তাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই।

দৌল । (দূতের দ্বারা জিজ্ঞাসা সংশয় করিয়া) কুমারি !

আপনি কি আমাকে নিগ্রহ কর্চেন ? নচেৎ এরূপ
বালবার কোন কারণ নাই, আপনি অনায়াসে উপবেশন
করিতে পারেন । বরং আমি আপনার প্রতি
একত্রে উপবেশনে সাহসীক না হইলে অত্যাচার
প্রার্থনা কর্চি ?

ইন্দু । মহারাজ ! আপনি অগ্রে উপবেশন করুন, আমি
আপাকে যেখানে আপনি অন্তঃস্থ কর্চেন, সেখানে
সহিত উপবেশন করিতে আদেশ কর্চেন ।
পশ্চাৎ উপবেশন করব ।

দৌল । (দূতের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) দূত ।

দূত । মহারাজ !

দৌল । এক্ষণে তৌনাদ স্বীয় কার্যে বেতে পার ।

দূত । যে আজ্ঞা মহারাজ ।

(দূতের প্রস্থান)

দৌল । (ইন্দুমতীর প্রতি) কুমারি ! আপনার আদেশা-
নুসারে আমি অগ্রে উপবেশন কর্চিতে বাধ্য হলেম,
অপরাধ গ্রহণ কর্চেন না । (পর্যাঙ্কোপরি উপবেশন
করিয়া) এক্ষণে আপনি উপবিষ্ট হউন ।

ইন্দু । (বিরক্তভাবে) মহারাজ ! কেন আর আমাকে
নিগ্রহ করেন ? (দৌলতরায়ের নিকটে উপবেশন)

দৌল । কুমারি ! আপনার নাম শ্রবণ মাগ্রেই তো আমার
অন্তঃকরণ আপনার প্রতি আগন্তু হইয়াছিল, আমার আপ-
নার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শন করে ও মধুর আলাপ

প্রবণে আমার অন্তঃকরণ আপনার প্রতি আরও অনুরক্ত
হ'ল । এক্ষণে সকলই আপনার অনুরোধে নাশ হ'ল ।

ইন্দু । মহারাজ ! আমারও আন্তরিক আশা একদিনে পূর্ণ
হ'ল ; আমিও এ রাজ সংসারে এক প্রকার বন্দী
আছি বলেই হয়, যদিও ইচ্ছামত আহার বিহার
কালে কোন বাধা নাই, তথাপি আমার লক্ষ্য করে
যখন লোকে পরস্পর কানাকানি করে যে এই
স্ত্রীলোকটাকে মহারাজ মেঘরাজসিংহ কাশ্মীরে জয়
করে ধৃত করে এনেছেন, তখন আমি মনে মনে
চিন্তা করি যে আমার জন্মস্থান কি একজনও
এমন স্বাধীন রাজা জন্মগ্রহণ করেন নি যে আ-
মাকে এই বাক্য বহুলা ভাবে উদ্ধার করেন ?—মহা-
রাজ ! সেই অন্তিম ফল ১০ দিনে প্রাপ্ত হলেম ।

তোম । বহু দেশগড় নগরের মত মহারাজ জ্যেষ্ঠক রায় !
কুমারি ! আপনি সেই নহংবংশোদ্ভবা, একপা না
হবেন কেন ? অগ্নি কখন বস্ত্রের দ্বারা আবৃত থাকেনা ।
(কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) কুমারি ! এক্ষণে আপ-
নার মারিত প্রেমালাপ করতে আমার অন্তঃকরণ
স্বাভাবিক ব্যাধ হইতে, যদি আপনার কোন ব্যাধ
না থাকে, তা হলে এ স্বধীনাক রূপা বিতরণ করে
চিরবাধিত করুন ।

ইন্দু । মহারাজ ! অধিত চাতকিনী কখন বারিবরিবণে
অনিচ্ছা প্রকাশ করে না, তবে আমি স্ত্রীলোক, আমা-
দের ইচ্ছা হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তথাপি মনের আবেগ

প্রকাশ করতে দক্ষতা এসে প্রতিবাদী হয়। তামাদও পরম সৌভাগ্য—মেঘের প্রার্থনা করিতে করিতে একেবারে বারি বর্ষণ হতে আরম্ভ হল। তাই রাজ! আপনাকে অধিব আর কি বলবে, তাই অহংকরণে আপনার প্রতি—

দৌল (স্বপ্নমুগ্ধিত করিয়া) প্রেমসি! আজ হাতে এত আপনাকে চিন্তিত্ব হলেম, আমার সহ্যের প্রার্থনা এমন কি জীবন পর্যন্তও আপনার আঁচরণে সমর্পণ করবোম, আর এ অরীনের প্রতি বশন যে আমার কব্ধে, তাব কিছুই দৃষ্টা হলেম।

ইন্দু। মহারাজ! আপনি আমার হৃদয়ের আশ্রয় রাখুন হৃদয়: আমার বোঁধন, মন দক্ষতা আপনাকে সমর্পণ করবোম।

দৌল। আপনার দেহের সহ্যে অন্তর্ভুক্ত, তেমনি সহ্যপাত্রেই অধিত্ব হল,—প্রেমসি! আপনার অধিক দর হতে আমি হুয়েছে, এ নগরে পৌছন! আপনি তো কিছু আশ্রয় সামগ্রী গ্রহণ করা হ' নাই, অতীতি হয় তো কিছু উপাদেয় সামগ্রী আনয়ন বরাই।

ইন্দু। মহারাজের যা অভিরুচি।

দৌল। ওরে! এখানে কে আছিল রে?

(একজন পরিচারকের প্রবেশ।)

পরি। (কব যোড়ে) মহারাজ!

দৌল। (পরিচারকের প্রতি) শোন শীঘ্র কিছু নিষ্ঠুর সামগ্রী আনয়ন করে, এইখানেই লয়ে এস, দিনক না হয়।

পৰি : সে আজ্ঞা ।

(পরিচারকের প্রস্থান ।)

ইন্দু : (পর্য্যঙ্কের এক পাশে এক খানি ক্ষুদ্র অস্ত্র দর্শন করিয়া ছোরা খানি হস্তে লইয়া) মহারাজ ! এ খানি কি ?

দৌল : ও খানি এক খানি ক্ষুদ্র অস্ত্র ।

ইন্দু : মহারাজ ! এখানি আপনার শম্ভোপরি থাকবার অর্থ কি ?

দৌল : প্রেয়সি ! রাজাদের নিয়ম : শমনখান্যাদিও অস্ত্র হীন থাকার বিধেয় নয় ।

দৌল : জল ও পান হস্তে পরিচারকের দ্বারা প্রদেয় ।

রাজার হস্তে প্রদান পূর্বক প্রস্থান ।

ইন্দু : (ছোরা দেখাইয়া) মহারাজ ! এখানি কি ?
• • • ছেদ ছোরা নয় ?

দৌল : হা হা হা (হাস্ত করিয়া) প্রেয়সি ! আপনি দেখুন প্রকৃত মিত্রতা : এ বস্তু প্রেমমাতাপে গরম আফ্রাতি হইয়াছে (সম্ভাষণে গরম সম্মুখপাতিয়া) এক্ষণে কিছু বাস্তবিক সাক্ষ্যই গ্রহণ করুন ।

ইন্দু : (সাক্ষ্যার্থে পূর্ববর্ত রাখিয়া) মহারাজ ! অম্ল সাক্ষ্যমাণে গ্রহণ করুন একটী সন্দেশ লইয়া ভক্ষণ ও জল পান ।)

দৌল : (সন্দেশের পাত্র ভূমিতে রাখিয়া তাড়ন লইয়া) তাড়ন গ্রহণ করুন । (তাড়ন প্রদান ।) প্রেয়সি !

দীন আমি আপনাকে অধঃকরণের সহিত ভাল
সেলাম।

ইন্দু : (অস্থূল গ্রহণ ও চর্কণান্তর) মহারাজ ! ভাল
বাণী ভাল বটে, শেষে যদি বান্ধে তেমন।

দৌল : প্রেমসি বোধ করি আপনার নন্দীত শাস্ত্র ও কবিতা
আজ্ঞে

ইন্দু : মহারাজ ! বড় উচ্ছ্বাস নর।

দৌল : প্রেমসি ! ভাল মন্দ বিচার করিবার চেষ্টা এখানে
কোনই পোষিত নাই, তবে আমি আপনার ওপর
আমি অঙ্গ, অঙ্গুগহ করে একটি গান চর-

ইন্দু : মহারাজ ! তবে ব্যঙ্গ করবেন না।

বিম্বি :--গোস্তা

ভাল ভাল বাসার আশা করি নন্দার :

অকণ্ট ভাল বাসার আশা বোধে :

উল্লাসী বিলাসী, যেন ভাল বাসে :

প্রেম ত ভালবাসি নন্দী নিখাদি ভাষে :

ইতি অবলার আবেশ মন ভুলিল কখনো :

দৌল : প্রেমসি ! এটি মধুর নন্দীত আর এতদী !

ইন্দু : মহারাজ ! প্রেমালোকে সমস্ত গান গুলন কিছু
সরস হওয়া আবশ্যক করে, কিন্তু আমার অন্তরে সজ্জা
বোধ হচ্ছে পাছে আপনার সহচরণের নন্দ্য কেহ
অলঙ্কিত ভাবে নকট যদিও আমাদের রঙ্গ ভঙ্গ
দেয়। এবার ঠিক এই ধরনের নিম্ন ভাষণই বাটীর
সচর বার প্রহরীরা পাহারায় নিযুক্ত আছে, তবুও যেন
নন্দীত করলে আবার তাঁরাও প্রবণ করবে।

দৌল। প্রেরয়সি! আপনি কিছু মাত্র সন্দেহ করবেন না
কেহই এতদূর সাহসী হবে না, এবং সহস্রগণ
সকলেই বাটীর আশ্রয় ভাঙে আছে; হবে আপনার
সন্দেহ তখন জন্ম, আমি সকলকে ভাল করে নিবারণ
করে দিয়ে আসছি যে, কেহ যেন এতদূর না আসে,
আর গ্রহণীদের প্রতি ও অনুমতি করে আসছি যে
তারা এক্ষণে পাহারা না দিয়ে বার হ'ত অধিক দূরে
গিয়ে কিকিৎকাল অবস্থিতি করে। আপনি একটু
অপেক্ষা করুন।

(প্রস্থান।)

ইন্দু। (অকস্মাৎ পূর্বক ছোবাগানি লইয়া গাপ
হইতে বাহির করিয়া গাপ খামি পূর্ববৎ যথা স্থানে
রাখিয়া স্বগত) বা হঠক একখামি অস্ত্র তো
প্রাপ্ত হলেম! এতদূর কি দুর্ভাগ্যে বুল-কুমারীর
সতীত্ব অপহরণ করতে সক্ষম হবে? আমি কি পারসি-
লাগিনী যে কামনামতের দাসী হব? (দাস্ত দেখাইয়া)
এই অস্ত্র কি সেই দুর্য্যচারেব শোণিত পাত্রে পিপাসা
শান্তি করিতে না? পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে এতদূর,
গর্ভিত কার্যে অধিক হয়ে কি এর আবার জীবিত
থাকবে? নন!—নে জন্ম চিন্তা কবিও না, ইন্দুমতী
বোধ হয় হীন বীর্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই? কিন্তু কপটা-
চরণ করে আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার হ'তে হবে।
(চিন্তা করিয়া) তা কি করি? একে এক্ষণে নিঃসহায়
তাতে আবার জীলেক, তাতে আবার আমাদের

সকলেরই স্বাধীনতা অপহরণ করেছে, এতে ও কি
 ওরূপ পথ অনুসরণ করলে কোন অত্যাচার কার্য করা
 হবে? না এতে মোকদ্দম দায়িত্ব কিছুই বিরুদ্ধ হতে না।
 যখন নারীর সর্বস্ব ধন পবিত্র পীঠস্থ ভূমণ বসন্ত রক্ত
 ধরণ করতে আশা করেছে তখন ও পোত অত্যাচার
 এই রূপ শাস্তি বিধানই এর উপযুক্ত দণ্ড, অন্যত
 মাত্র পাপ নাই। (ছোরা খানি দূরে এক পার্শ্বে
 স্নিগ্ধ করিতে করিতে) মহারাজ দৌলত রাও ন কুমারী
 ইন্দুমতীর প্রেমসাগরে হাবু বু খায়েন । দণ্ড
 উচ্ছেদ করা থাকল, এবং ইন্দুমতীকেও স্বাধীন
 রাখন হবে তারও এই বড়যন্ত্র করা থাকল । কেবল
 মুকায়িত করিয়া পুনরায় উপবেশন ।

দৌলত রাওয়ের পুনঃ প্রবেশ ।

দৌল। প্রেরণি! বিশেষ রূপে দণ্ডকে নিবারণ করে
 দিয়ে এলেই কেহ এদিকে আসবে না, আপনি নিজে
 বেহে আশার সহিত আমোদ আহ্লাদ করুন।

ইন্দু। যে আত্মা মহারাজ।

দৌল। হা তবে আত্ম একটা গান করুন।

ইন্দু। আপান উপবেশন করুন।

(দৌলত রাওয়ের পুনরায় উপবেশন ও ইন্দুমতীর পুনরায় গান ।)

পরজ—হর কান্তি।

কীকন, হন মোহন, ধন, সব তোয়ারি।

তোয়ারই, তুনি হে হবিল আমারি।

মঙ্গল বন সুন্দর শোকন, মঙ্গলক ভকবর হে মোহন

এ সতীকারে কর আত্ম সমর্পণ হে ;

শ্রীতির কুম্বরে গদরাজীবে পুঞ্জির সন্ধান

দৌল । আহা ! প্রেমসি ! বড় সন্তোষ করলোনি । (হস্তে হস্ত দিতে উদ্যত ।)

ইন্দু । মহারাজ ! আপনকার অনুগ্রহে আবার সন্তোষিত
নৃত্য করতে পারদর্শিনী ।

দৌল । (আশ্চর্য্যবশিত হইয়া) দট্টে ?—বলতে
হয় না অনুগ্রহ পূর্ব্বক যদি বারেক নৃত্যটা দেখান
তা হবেন—

ইন্দু । (গাত্তোত্থান পূর্ব্বক) মহারাজ ! আপনার মঙ্গল
প্রার্থী ধরে, দেখবেন বেন আমার একুল ওকুল সকল
না যায় ।

দৌল । প্রেমসি ! যে আপনার দাসী হয়ে আপনিন নিশ্চিন্ত
থাকুন ।

ইন্দু । (নৃত্যের জন্য নৃত্য গমন করিয়া) ও মহারাজ !
তবে আপনি না সকলকে নিবারণ করে দিয়ে এসে-
ছেন ?—তার কেহই এনিকে আসবে না ? পশ্চাতে
দৃষ্টিপাত ক'র দেখুন দেখি ?

দৌল । (পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া) কে কেহই নে না ।

ইন্দু । মহারাজ ! অনেক দৃষ্টিপাত নিরীক্ষণ করুন দেখি
এখনি দেখতে পাবেন এখন ।

দৌল । (পশ্চাতে ঘাড় ফিরাইয়া দ্বিরদৃষ্টে দৃষ্টিপাত)

ইন্দু । (সমন্যস্তে ছোরা খানি লইয়া সজোরে দৌলত্রায়ের
প্রাথমে আঘাত করিয়া) ছুঁমতি ! ভাল করে
দৃষ্টি কর

দৌল । (পৰ্য্যক্ষাপরি পতিত হইয়া) কু—হ—বি—নি ।

না—রা—বি—নি । ব্য—ভি—চা—বি—

বিধু । আমি কুহা—চনীও নহি, মারারিনীও নহি, বারিচা—চনীও নহি, আমি নারীকুলের মতীও নহি । আমার সত্যকথা বলতে যে আশা করে তাতে আমি কখনই কখন করি না ।

(প্রস্থান)

বিদূষকের প্রবেশ ।

বিদু । 'দূর হইতে দৌলংরায়কে অলঙ্কিত করে দৃষ্টি করিতে করিতে স্বগত) একি ! সেই মেয়ে মানুষটি এইমতো কথা কচ্ছিল, আবার এর মত কথা কয় ? গেল ! বোধ করি এই দিক্ পানেই গিয়েছে । মহারাজ আমাদের এ দিকে আসতে বলেন বলে, আমরা ছিলাম, কিন্তু তাই থাকাকায় যে একথাটা বোঝে এখানে এসেছে শুন্‌লেম ।

দৌল । (ক্ষীণ স্বরে,) জ—ল—খা—ব ।

বিদু । (দৌলংরায়ের নিকটে বাইয়া সন্দেহ পতিত দেখিয়া স্বগত) এইত মোণ্ডাগুলি সকলেই এখানে পড়ে রয়েছে দেখছি, তবে আর মহারাজ ডাক্তার করছেন কি যে এর মধ্যে জল খেতে চাচ্ছেন ? একি ! মহারাজ যে আর কিছু কথা বাত্ৰা ক'রছেন না ? (পৰ্য্যক্ষাপরি পতিত দৌলংরায়কে নিরীক্ষণ করিয়া) একি মহারাজের রক্ত ওটায় বারাম হয়েছে দেখছি যে । বোধ করি তিনি আর এগুল খাবেন না, আমি এগুল নিয়ে

নেপথ্যে রণ ক্ষেত্রীর শব্দ করণ পূর্বক সৈন্যদলের প্রবেশ :

সৈন্য। (প্রণাম পূর্বক) রাজকুমারি ! নির্ঝিন্দু সৈন্য

সমূহ রাজধানীতে এসে পৌঁছিয়াছে ।

ইন্দু। (বাগে চিত্তে সৈন্যদলের প্রতি) রাজকুমারি !

বস্ত্র বিগ্ৰহের কোন শুভ সমাচার আছে ?

সৈন্য। কুমারি ! আপনাদের অজ্ঞানুসারে তাঁর

পবিত্র সেই খায়ে শিবির রাখিয়া, তাঁর

আর আট ক্রোশ দূর তাঁর অন্বেষণ করিয়া,

কিন্তু তাঁর অনুসন্ধানে কিছু ফল দর্শে নাই ।

ইন্দু। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক সহস্রবার) সৈন্য-

দল ! তোমাদের সকলের শরীরিক মজল

সৈন্য। আজো তাঁর আশ্রয় নকলেই কুশলে আছি ।

পাথে দণ্ডায়মান ।

ইন্দু। রাজকুমারি ! আপনার পন্যাক্ষে আপনি অত্যন্ত

চিন্তিত আছেন, এ প্রকার অন্বেষণের নিমিত্ত আপ-

নার গমন কারবার কোন প্রয়োজন করে না ।

ভরসা করি আমিই যথাসিদ্ধি গমন কোনোই কৃতকার্য হতে

পারবো ।

ইন্দু। প্রিয়মণি ! আপনি সমুদ্রে শস্য, শিশিরে কি করতে

বলুন ! আমার আপনাকে সমাভিব্যাহারে গমন করাই

শ্রেয়ঃ ।

ইন্দু। (চিন্তা করিয়া) রাজকুমারি ! তবে আমি

যে কল্পনা কল্যাণে এইত যুক্তিবিদ্ধ ? না—আপনার

আর কোন পরামর্শ আছে ?

ইরান : প্রিয়সখি ! আপনার কাজনার আমার সম্পূর্ণ মন
একণে ভ্রাতার মতের প্রতিজ্ঞা ।

রাজকুমার : (মহীপৎ সিংহকে আসিতে দেখিয়া) ওঁহো রাজকুমার
এই দিকেই আসেছেন ।

রাজকুমার মহীপৎসিংহের প্রবেশ ।

রাজকুমার : ছতাপুর নগরের যে রাজকুমার যুদ্ধক্ষেত্রে
সিংহের বৃত্তান্ত, আমাদের দেশে প্রচলিত আছে
আপনাকে বলেছিলাম, এক্ষণে সেই রাজকুমারের
অসম্মানের উপায় কি ?

মহীপৎ : কুমারি ! আমি বিশেষ অনগত হয়েছি যে, ছতাপুর
নগর রাজধানীতে সেই নিষ্ঠুর দেশত্যাগী রাজকুমার
এখানে ভিন্ন দেশীয় কোন ব্যক্তি প্রবেশ করণ নাহলেই
কঠিন পরিশ্রম সহিত তাকে কারাগারে বন্দী করে
থাকে ; অতএব সেই ছত্রাজের অনুমতিক্রমে আমিও
সম্পূর্ণ ইচ্ছুক । এবং ছত্রাজের এতদ্বারা এইখানে
প্রতি আমাদের আক্রমণ করা অতি কষ্টসাধ্য । সুতরাং
এই নগরে গমন কাল্যই বোধ করি সেই ছত্রাজেরও
সম্মান পাওয়া যাবে ও দুই দৌলত রাজ্যেরও প্রভাব
উপর আমার জয়পতাকা স্থাপন করতে সক্ষম হবে ।

ইরান : রাজকুমার ! এ অতি সংবৃদ্ধি (রাজকুমারীর প্রতি)
রাজকুমারি ! আপনি কি বলেন ।

ইরান : (সোৎস্রুকে) বুদ্ধিসিদ্ধ হয়ে ।

ইরান : রাজকুমার ! আমাদের রাজ্যী করণের নিমিত্ত সৈন্য-
দের প্রতি যা অত্যাচার করা হয় করুন ।

নাই, গিরে গিরে অস্তরমেরে ওঁর ব্যারামেরে খবর
দেই। (দুটি একটি সমুদ্র ভক্ষণ, বড়ী কাচার
বাধিয়া প্রশ্নান))

স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অনুসারে প্রবেশ।

১ম অ। (দৌলৎরায়ের প্রবেশে কত দৈর্ঘ্য দিন
করিতে করিতে) ওঁকি! নক্ষত্রাশ চক্ষুতে : মহা-
রাজ ! ওঁকি ? ওঁকি ? আমাদের নক্ষত্রাশ উপস্থিত
হয়েছে যে। .

২য় অ। (ক্রন্দন) আমরা এখন কার পরশাপন্ন হব ?
স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর : , এক অবশেষে এই ঘটনা উপস্থিত
হ'ল ?

৩য় অ। (দৌলৎরায়ের উর্ধ্ব দৃষ্টি দর্শন করিয়া) মহা-
রাজ ত আর গীচবে না দেখছি : (অন্ত্যায় পশুচরের
প্রতি) ওহে তোমরা এখন কান্না কাটনা করো না,
মহাশয়ের প্রকাল বক্ষা কর, বস বস, অন্ত্যায়
ক্রিয়ায়, অস্ত্র নিয়ে চল, মহারাজের চরম কাল উপ-
স্থিত ! (সকলে ক্রন্দন করিতে করিতে দৌলৎরায়কে
ধরাধরি করিয়া লইয়া প্রশ্নান ।)

শ্রী ১০৮ আদ্য

২৩২ পৃষ্ঠা

गोपनीय नगर- राजपूत

सूत्र : १३- ईशानदी ७ कर्मादी ईशानदी अग्निः ।

ইন্দু। (হিরাকীর প্রতি) রাজকুমারি! একদা তো একদা
শত্রুহত হতে উদ্ধার হওয়া গেল। কি! স্বপ্নের
দ্রুমেই কষ্ট নিবারণ করতে না পারে তো! তবুও
পাণ্ডি লাভের কোন উদ্যোগ দেখছি না।

ইতি (কাতররহে) প্রিয়মণি! আমায় তুমি পলক
 তব লাভ হইয়া আমার পুপকর হইয়া পড়াছ। আমি
 আমার অভিজ্ঞা পূর্ণ করুন—আপনার কথায় আমি
 তোন, আমাকে ভগবান সে কব মন কবতে পড়ে
 ছেন তা আমি মন করি। কি করতেন বলুন। আমার
 এ কষ্ট নিবারণ করা আপনারদের অসাধ্য।

ইন্দু। রাজকুমারি। আপনি নে পর্য্যাপ্ত। সেই বুঝরাজের
সম্মিলন স্থখে হইল না হবেন ততদিনস আনন্দের স্বর্ণ
ভোগে ও মুখী হব না। এই গুণেই প্রতিজ্ঞা কল্যে
যেখানে সেই রাজকুমারি বসন্তসিংহ আছেন, এই
মুহুর্তেই সেই স্থানে গমন করিব।
চেষ্টার অসাধ্য কিছুই না। আপনি ইচ্ছাশাস হবেন না।

সৈন্য : কুমার :

সহী, দেশগড় নগরের সৈন্যস্বর্ণকে কারাগারে বন্দী কর
গে, আর অধিকাংশ সৈন্য দেশগড় নগর আক্রমণ
কারিগর জন্য প্রস্তুত হওগে, আমরা অতি শীঘ্র যাত্রা
করবো।

সৈন্য : সে আছে।

(প্রস্থান)

ইন্দু। হীপৎসিংহ ও ইরাবতীর পতি। আর আমায়
কর। উচিত নয় আপনারা তবে চান। আমরা বন্দী
হয়ে গেছি।

সহী, ও ইরা। হা তবে চান।

সকলের প্রস্থান।

বসন্ত ভাঙ্গ ।

প্রথম গর্তাক ।

চন্দ্রপুর নগর রাজধানীর উদ্ভবের শয়ন কক্ষ ।

বহিষী চন্দ্রপুরের শাসিনী ।

একজন দাসী প্রবেশ ।

দাসী : মহারাজ ! মহারাজ, রাজকুমারের সঙ্গে এ নি
যাত্রা করিবেন, আপনার সঙ্গে যোগ দিতে ।
তাই আপনাকে খবর দিতে এয়েছি ।

চন্দ্র : দাসী ! মহারাজ কি এখনই যাত্রা করবেন ?
সহ্যাদ ত আমি এতক্ষণ পাইনি ।

দাসী : রাজবহিষী ! আমিও তো এতক্ষণ জানতাম
আমাকে ডাকিয়ে আপনাকে খবর দিতে এয়েছি ।

(বিস্ত্রান)

বহিষী : (চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস গহিতান গুরুক
গত) এত আমার ভাল বিবেচনা হয়ে না, আমার
ভাগ্য কি শিব গড়তে বানর হলো না কি ? খেলায়
না, ছুলায় না মাজে । একে কলঙ্কের ভাগিনা হলেম ।
সকল লোকেই শুধু কুমার যশোবন্ত সিংহ তারি
বিদ্যাবান্ বুদ্ধিমার হামফেন : ছাই—যে নবরূপে
প্রেম বোঝে না, তার বিদ্যাও বৃথা, তার রূপও

রখা। তুই বাপু ছেলে মানুষটী মন, বিয়ে কলো
 এতদিন ছেলে ছাতা, ও তা তার এমন কুকি কেন
 গো? সং না কি মা? বরতীল শাশুর বিয় কি
 বিয়ে? তাই তুই এত বাচ বিচার কলি? বি লুখো
 যে তোর সঙ্গে দেখা হলো না, তা হলে বিলম্ব
 কার গুনিরে দিতেন। যাকোড় মানে, পোতা হই,
 মশল হুজানের যেমন মধ্য বয়েস তেমননি ে? তানবে
 কে গুণে, আমাদের সংসারে তার কোর কটক
 তিন না, তুই বাপু বিয়ে করুনি কয়েছিনি বেশ
 হবিধা হতো। রাজার তিন কল বিচারে, এক কাল
 লাছে ওরে আবার হয় কি? তিন দিন ধরে বানিয়ে
 বানিয়ে পত্রখান লিখলাম তার না হয় জবাবই দে
 ও মা, তা না হলে গুণেই মনে যাওয়া হলো, বড়
 পৌরস দাঁক হলো? যদি হতো আদিস তে দেখা
 যাবে, কেমন এক কল পাতে পারিস। (চিহ্ন
 করিয়া) কির তেই হয় তার লেহন কতো, যা
 কচোন, বাতীর ১৫ দিনে হতো, রাজা যদি বা
 না মানেন তা হলে আমি তাঁর পায়ে ধরে কেনে
 পড়বো, যে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হবে।
 নাচৎ এতপুত্রটি ত একটি বাসব পুত্র, যদি
 চিহ্নি কথা বলই হলে, তা হলে তো আমার এক
 ওকল দকুল যাবে। আমার অকুল খাখার তাগতে
 হলে, যদি আমি রাজার সঙ্গে থাকি, আর রাজা
 দেখা পায় আমাকে দেখলে ঢকুলজায় কখনই চিহ্নি

কথা একোশ গুণ্ডে পারবে না। (নেপাথ্য পদ শব্দ শুনিয়া) এই ব্যাক রাজা আসছেন?

অজ্ঞান, হুমায়েত রাজা উদয়সিংহের প্রবেশ।

বহির্বিঃ (রাজা ক হুঁকি করিয়া) ও কি ম... (অজ্ঞান)

(পাশাপাশি পড়েছেন যে? কোন হুঁকি হুঁকি...)

উদয়ঃ (কাতর স্বরে) বহির্বিঃ! সময় বিশেষে তোমার প্রপ

ব'কাগুলি অমৃত হোক হয়, কিন্তু এখন তেঁ... (অজ্ঞান)

বাক্য কৌশল আমার বিধিপক্ষাও হুঁকি... (অজ্ঞান)

ভূমি কি গোঁড়তে পাটো? না যে কুমার... (অজ্ঞান)

আহারনিদ্রা রহিত হ'ল কি কষ্ট পাচ্ছি? (অজ্ঞান)

হাহাকার কচ্ছে, কুমারের দর্শন... (অজ্ঞান)

আর কোন উপায় নাই। তোমার কি পুত্রের... (অজ্ঞান)

কোন কই হুঁকি না, তা আর অপ্রাণে... (অজ্ঞান)

সময় এইরূপ আশ্রয় প্রসাদ... (অজ্ঞান)

দ্বিত হইল। আমি এখন চলো... তোমার বাতে

আমোদ প্রসাদ হয় তাই করা (গমন করিতে অগ্রসর)

বহির্বিঃ। (অজ্ঞান) আমোদ আহলাদে তো কিরান তাবে না

দেখি, একবদ কামা কটনা করে দেখি, (অগ্রসর)

হইবা রাজার হস্ত ধরিয়া প্রকাশে। মহারাজ! তাই

আমাকে খুলে খেলে কলুন, আমি স্বীকৃতক খুলে

খেলে না বলো কি বুঝতে পারি? এখন খুলে বলোন

সব বুঝতে পারলাম।—তবে কি আপনি বনে বনে

অন্যভাবে চলোন? (রাজার পদ ধারণ করিয়া ক্রন্দ-

ময় সহিত) মহারাজ! আমার প্রাণ থাকতে আপনাকে

এক ছেড়ে দিতে পারব না, আপনি বই আর জানার
কেও নেই, আপনাকে ^{যাও} ~~হয়~~ জানুকে গেয়ে কেন্দেবে
আমি আপনাকে না দেখে এক দণ্ডও ভাববো না,
আমাকে অকল পাখারে ডাকিয়ে আপনার কথাই
বাঁওনা হবে না, এই আপনার পা করে পাখার কব-
নই আপনাকে বেতে দেবো না।

উদয়। (মহিষীর হস্তধারণ পূর্বক মাছুনা বাক্যে) মহিষি !
কাত হও, আমার অকুরোপ আর আমার জীবন
নাশের চেষ্টা করো না, আমার গলায় সকলই প্রস্তুত
আমার বিবাহ হচ্ছে।

মহিষী। মহাত্মা ! তবে আমি আপনার সঙ্গে না।

উদয়। মহিষি, দেখি কি পরামর্শ যোগ্য কন্যা আমি একটি
বিপদগ্রস্ত হয়ে জীবন রক্ষার নিমিত্ত গমন করি—
তাই জীবন রক্ষা কি না বলো, আমার কামাইক
সমস্তি হাটের সময় কি বিপদের উপর আমার বিপদ
প্রস্তুত হবে ? পথে নারী বিবজিতা, এও তো শুনেছ।

একথা নিশ্চয় হয়ে দাসীর পুনঃ প্রবেশ।

দাসী। মহাত্মা ! কাকুমারের বিদ্যামন্দিরের রক্ষক এই
পত্র আমি কুমারের ক্যান নিচে লুকান ছিল বলে
আপনাকে দিবার জন্যে আমার দ্বারা পাঠিয়ে দিলে।

(দাসীর হস্ত পত্র ওদান।)

উদয়। (পত্র গ্ৰহণের পরে) এটি দৃষ্টিপাত করি। এ

যে একটি মহিষীর স্বাক্ষরীয় লিপি, (মহিষীর প্রতি)

মহিষি ! কি গ্রন্থ কুমারকে পত্র লিখেছিলেন ?

মহিলা । (স্তম্ভে) নাহয় আমি কেন ইচ্ছা করি মিথিবা ?

কহনা কহনা ।

উদয় । (পত্র পিয়া পত্র পাঠ) ।

লিপি ।

প্রিয়বন্ধু —

আজ ৪ দিনাবধি তোমার আশ্রয় অত্যন্ত দুঃখে
আছি । চিরদিনই কি বিদ্যমান করে বাকি বসবে
এক দিবসের জন্যে কি ব্যাটব ভঁতর আশ্রয়
বারও ইচ্ছা হয় না । আর ৪ দিন বাকি
অবশ্য অবশ্য আসিয়া আহ্বানদিত করিয়া
আমার ঘন ও নয়ন তোমার প্রতি একদল
হয়ে উঠেছে । অনঙ্গ চোখের অত্যন্ত
অতঃপর আমি অত্যন্ত বিদ্যমান
ভিলাস পূর্ণ করিয়া কষ্ট নিবারণ
করবই অসিদ্ধ
করিও না । আর যদি আমি তোমার
বিবেচনা করিয়ে তবে তোমার
অনুরাগিণী এতে কোন পাপ
ইইবার সম্ভাবনা নাই,
বরং অনুরাগিণী ব্যক্তির
আশা পূর্ণ না করলে
মহাপাপে
নিপু হতে হবে ইতি—

শ্রীমতী চন্দ্রলেখা দেবী—

উদয় । (পত্র পাঠান্তর বাহু তান শূন্য হইয়া) পরমেশ্বর ।

কি অচিন্তনীয় ঘটনা ? (জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া) অদ্বৈত

সিঙ্গের শায় দাসীর (তি) দাসি ! শীঘ্র জনহুই

দৃষ্টকে এই খানেই ডেকে আন ।

দাসীর প্রস্থান ।

উদয় : (মহিষীর প্রতি) কি? পাণীয়সি! বলকিনি!
 তোমার এই নিদারুণ কুহক পথের দ্বারা
 আমি পুণ্ড হারিয়েছি? (গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া)
 তোমার অপাপের প্রায়শ্চিত্ত লামার হস্তে হওয়া
 উচিত নয় কোতয়ালের হস্তে হওয়া উচিত।

(দুই জন দূতের প্রবেশ।)

উদয় : (দূতদ্বয়ের প্রতি) দূত! এই পাণীয়সীকে অবিলম্বে
 কোথায় লামার লয়ে যে কোতয়ালিকে পদ্য কর।

দূতদ্বয় : (অগ্রসর হইয়া মহিষীর প্রতি) রাজমহিষী মহা-
 রাজের আজ্ঞা প্রতিপালন করুন।

উদয় : (ক্রন্দন করিতে করিতে দাক্ষিণ্য পদবান্ধ) উদ্যত
 হইয়া) মহারাজ! ও জান পত্র, ও পত্র আমি
 কখনই লিখি নাই—আর যদিও আপনার বিধান
 হয়ে থাকে, আপনি স্বহস্তে আমাকে শাসন করুন।

উদয় : (মহিষীর প্রতি) মাহিষি! আর আনাকে স্পর্শ
 করিও না, দূতের ভেতর অঙ্গ স্পর্শ না কতো, কতো
 ইচ্ছা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য কোতয়ালখানার
 গমন কর। (দূতদ্বয়ের প্রতি) দূত! শীঘ্র লয়ে এস,
 আর বিলম্ব না হয়, এই পাণীয়সীকে তার বহনে
 পছন্দী করিয়া রাখুন।

প্রস্থান।

দূতদ্বয় : (মহিষীর প্রতি) মাহিষি! আর বিলম্ব করবেন
 না, চলুন অগ্রসর হোয়।

ইহ বর্ষ নাটক।

বিভাগ ১।

মহিষী। (কল্পিত কালেবরে ক্রন্দন করিতে করিতে)
সংতিব হইবে প্রাণনাশ।

(সকলের প্রবেশ)

বর্ষাক।

দ্বিতীয় প্রর্তা ১।

সমস্ত লোক—কারাগার।

—মাজুয়ার যশোবন্ত সিংহ আসীন এবং জড়িত বর্মী স্বয়ং
গমন করিয়া আসিয়াছেন।

সে প্রহ। (যশোবন্ত সিংহের প্রতি বাক্য দিতে) কেন
তুমি বিলম্ব কর অস্বাভাবিক সকলের আশ্রয় কর্তি কর
শীঘ্র শীঘ্র এস না।

যশো। (কাতিরপরে) দেখ প্রহরী! অদ্য আমার শরীর
অত্যন্ত দুর্বল বোধ হচ্ছে, যদি দয়া প্রকাশ করে
অদ্যকার দিনটি আমাকে রেহাই দাও তা হলে
তোমার বড় পুণ্য হবে।

সে প্রহ। আপনি তোমাকে প্রীতি দেখা করিতে পারি না।
তোমার কি রোগ হয়েছে? (অস্বাভাবিক বাক্য)

‘ দেখকে দেখাইয়া) এই তো এরা এক দিনের
কাম কানাই করে ন ।

‘ দেখে নাপু এই সকল মহাশয়ের অন্তরে কিরূপে
এই বার্থে নিযুক্ত আছেন, তাহাও এক একবার
অভ্যাস হয়ে গিয়েছে, আমার কাছেও একবার
ভাবপূর আর এক দিনও অচল হইবে ।

‘ এই প্রকার তেঁহার তেঁহে রোজ গিষ্ঠী কথায়
(যশোবন্ত সিংহের হস্ত ধরিয়া) একবার বিজ্ঞান
(সজোরে আঁকিয়া পূর্যক) এনে নক্সা টানিয়া
পারে ।

‘ যেখানে বগভেরীর শব্দ এবং পুরুষ প্রসঙ্গীকার, তাহা
ইচ্ছাচারিত্যাপ করিয়া আশ্চর্য্যহিতভাবে অস্বাভাবিক
দেশগত নগরের একজন সুপের মহিষ্ঠ রাজকুমার মহাশয়
সিংহ, রাজকুমারী ইরাদী, কুমারী কুমুদী ও জগদ
মাতা ইহঁতে রাজকুমার বগভের কতিপয় বৈদ্যের প্রবেশ
করিল । এই আশ্বাদে দেশের কারিগার

‘ যশোবন্ত সিংহের প্রসঙ্গীকারে পলায়ন ।

ইন্দু । (অকস্মাৎ রাজকুমার যশোবন্ত সিংহের হস্ত ধরিয়া
উচ্চৈঃস্বরে) রাজকুমারি : জীমিত হোন, এই আপ-
নার জীবনভর রাজকুমার যশোবন্ত সিংহকে
প্রাপ্ত হইয়াছি ।

মহী । কুমারি : আমাদের তো প্রধান উদ্দেশ্য সাধন হ’ল,
একণে (যশোবন্ত সিংহকে দেখাইয়া) আপনার এই
মহাশয়ের সহিত কণেক মিলোলাপ করুন, আমি অতি

কিঃ হ্যাঁ হ্যাঁ মোরাদের আধিপত্যের উপর
অত্যাচার করা হয়মান করে আমার ইচ্ছা সর্বদা
আমি। তবে বিবাহ হলো এই যাত্রা যে সত্যি প্রেম
এখান হাত পলায়ন করেছে তাহাৎ দোষ দ্বারা অনেক
মিষ্ট মতি হই সম্ভবিনা।

ইন্দু। কুমার! অতি সস্তর আসিবেন

মহীপৎসিৎসেব পাঠান।

মশো। কুমারি! এ মহাশয় কে?

ইন্দু। কুমার! তাঁর সমুদ্রের পরিচয় আপনাদের নিজেই দিয়ে
দিলেন তিনিই সেই সর্বজনীনকৃত কুমার কুমার
সিৎসে, রাজকুমারীর সহোদর।

মশো। কুমারি! উনি যে কার্যে এমন কল্যাণ করতে চেন
আমাদের সাহায্য করা কর্তব্য।

ইন্দু। রাজকুমারি! সে জন্য আপনি ঠিকই হাবা মা
নগ্রাম হবার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে
সবলের বৃত্তান্ত আপনাকে পরে বেরান করিব।
একগে অনুগ্রহ করে রাজকুমারীকে কথোপকথন
করিতে শুকে ইন্দু করুন। (রাজকুমারীকে জ্ঞান
করিতে দেখিয়া) রাজকুমারি! যা কেন দুঃখ
প্রকাশ করেন? আমি আপনাদের প্রিয় পরিবার
সম্মুখে লজ্জা কি? রাজকুমারীর সত্য কথাবার্তা
কম।

ইন্দু। প্রাণেশ্বর! যে অসীম আপনার প্রীতির গোপনে
গোপনে জীবন দৌর্যন সমর্পণ করেছিল তার প্রতি

কি এতদূর নির্জন কারবার করা আপনাদের উচিত
হয়েছে ?

যা'। বড়দুঃখারি! আমি এই বিবচন, মারত্বিগাম
য কেবল আমারই অস্ত্রকরণ আপনার প্রতি দারু-
বাণী হ'বে আমারই দণ্ড কচো, আপনি যে আমার
প্রতি অসুরাগিনী হবেন, এ আমার অপরাধ, কারণ
আমি কোনক্রমেই আপনার যোগ্য পাত্র নই, তবে
আপনি যে এ প্রতীনের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ করুন
সে আমার নির্যাত্ত শুভারম্ভ।

কিন্তু, রাজস্বের : আর বাদ্যবাহর হইতে রাজকুমারীর
হস্তদেহে ওই প্রকার লাবণ্য পাওয়া যায় তাহার আশ্রয়
বাধ্য তাঁকে পুনর্জীবিত করুন।

सिद्धि : प्रत्येक प्रश्न के अंशों में

১। (সিঁড়িমান প্রতি : এবার দেশেই নবাবের জাদা-
গাহ-মিহ্র এ কিম্বদন্তি নোনাড়ি ইফল ?

২য়। ভক্তিভক্তি। আমার জীবনোত্তরেও থাকার ধর্ম। শুভা
 ৩য়। ভক্তিভক্তি—চল এখানেই একবার প্রবেশ করা যাক।
 বেশ, বিশেষ, দাহাড়, পর্বত তাঁর ভ্রমণে, ভ্রমণ
 করে তো অনেক বেশ পাওয়া যাচ্ছে, যদি ভক্তিভক্তি
 আশাদিগের প্রতি কল্যাণের কৃপাই হয়ে থাকে।

১৮। হাঁ তায় হানি কি ? চলার তাহি হাওর দাক ।

डिप्टी सचिव

২৬। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) :—

কতঃ শুনিব ভ্রমলোকে সন্তান লাড়ি।
কক্ষের

১৮। (যশোরক্ট হকে দেখিয়া) এই না কুমার
বলু সিংহ ।

১৯। হাঁ হাঁ তিনিই জেলেটে । আঃ ! বাক্স গেল
উদার সিংহের জীবন রক্ষা হল । (যশোরক্ট
নিবৃত্তি ঘাইয়া করযোড়ে) কুমার !
মুহূর্তেক মাত্রও মহারাজের ঢুকু অস্তরঙ্গ
হলে তাঁর জীবন সংশয় হতো, তাতে প্রাণ
হ'ল বিনা কারণে তাঁকে দর্শন না দিয়ে পাহারত
উদ্যত হয়েছেন । এ আপনার কি প্রকার উদ্দেশ্য

হয়েছে । দেখ । আমার অদর্শনে পিতার অস্তরঙ্গ
সম্বন্ধ, তাতে আমি মহাপাপে লিপ্ত হইছি ।
এখানে পিতার-কুশল সম্বাদ নলে আমার
দাঁতল কর ।

২০। কুমার ! অধিক আর কি বলবো, আপনার
মহারাজ মেরুপ জাতর হয়েছেন আমর
তাতে যদি আপনি এই লগুই এখান
নীতে যাত্রা না ক'রে তিলক্ষি বিলম্ব
বোধ ক'রে তাঁর জীবনের করসা করা

২১। হা পাণ্ডীয়নি বিমাতা ! দ্বিতা কি এমন কঠিন
হয়েছেন যে কুমি আমার সংসারে
জো ? আঃ পিতান কক্ট
বিরণ হকে (মৌনাবলম্বন)

ইরা। (কপালে করাত করিয়া) আ ভগবন! কোনার
 নিত্যানন্দময় তোমার ভূত্বের প্রতি প্রতি আছে ?
 তবে কি এই হতভাগিনীর কপালে তোমার বিদ্যি ও
 প্রতিটি হ'ল ? (বিশেষতঃ সিংহের প্রতি) অতঃপা
 আপনি গুরুপ করলে আবার ত্রী হত্যা হ'ল, গৈর্যা
 বলস্বন করুন, এখনিই এখান থেকে রাজধানীতে
 চলুন তা হ'লে পিতার সকল কষ্ট দূর হবে, সকল দিক
 রাজ্যে থাকবে :

যশো। (ইরানী প্রতি) দেখুন! আমার চিন্তিত তো
 আপনারা অনেক কষ্ট পেছেন, আমার জামার
 গাভরুনা করলে, এক্ষণে আপনারা এখান হ'লে পুত্র-
 নার বাদী গমন করুন, তার পর পিতাকে নশন করে
 যত শীঘ্র সম্ভব আমি আপনাদিগকে দর্শন করব।

ইন্দু। (কর্তব্য) এক কক্ষের পর রাজকুমারী হারা নিধি
 প্রাপ্ত হইবে, উক্ত প্রাপ্তি আপনার সঙ্গে পরি-
 ত্যাগ করবেন তাহে কোনমতেই বিশ্বাস হয় না,
 অতএব চতুর কুমারী এইপন্থিকার সঙ্গে পরামর্শ
 করিব আমরা সকলেই আপনার সঙ্গে রাজধানীতে
 গিয়ে পিতার কষ্ট নিবারণ করি :

যশো। কুমারী। এ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা
 আমার সমাজবাহারিণী হবেন--তবে চলুন।

ইরা। হী আহুন আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

সকলের প্রস্থান।

শালি । (বংশীবন্তের প্রতি) কুমার । এমন কি, আর কিছু
 তিষ্ঠে যদি আপনার বধ্য ভূমিতে গাছছিবর, কিম্বা
 হাত তাহলেই মহারাজ আত্ম হত্যা করেন ।

বংশী । শুভস্বাস । সকলি আপনার অনায়াসে দয়ার কার্য্য ।

উদয় । (রাজকুমারিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বংশীবন্তের প্রতি)
 ২২ম । এ কুমার কুমারিরা কে ?

শালি । মহারাজ ! মহামায়ার কৃপায় অন্য আমাদের
 এককালে সকল সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে,
 আপনি কি বিবেচনা কহিতে পাচ্ছেন না যে কুমারের
 সহিত (রাজকুমারীকে দেখাইয়া) এই রাজবিলিপি
 পরিণয় সম্পাদনের ক্ষম্ব সকলোই প্রতিশ্রুত উৎসুক
 হয়েছেন ? তবে কেন একপে ওরুণা ত্যাগ করেন ?
 অথবা ইহাদেব উল্লেখ্য মত কার্য্য সম্পাদন করুন,
 এই বিশিষ্ট রাজত্বোদ্ভিদ পুত্রবধূ সম্বোধনে জীবন
 সফল করুন তাহলেই তাদের যোগে পশুপুত্র গমন করে
 পরমানন্দে দেশ ভ্রমণের ইতিহাস লিখা করবেন ।

উদয় । গুরুদেব ! তবে আর কি ? আদ্যোক্ত্যে তো সকলই
 মঙ্গল, আর আমাদের আনন্দেরও সীমা নাই ? একপে
 বংশীরের রাজনৈতিক কিম্বা এই দণ্ডে হওয়া আশঙ্ক্য
 তাহলেই আমার একমুখ সফল হয়, এরপর না হয়
 মজারোহ করা হবে ?

শালি । সে আপনার ইচ্ছা, কিন্তু এদের পরিণয় ~~কুমার~~
 একপেই হওয়া উচিত ।

উদয় । যে আজ্ঞা গুরুদেব । (পরিচারকের প্রতি) পরিচারক !

[illegible]

